মার্কণ্ডেয়ের পুনর্জ্জন্ম

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

(গীত গাইতে গাইতে দুইজন অপ্সরার প্রবেশ)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কিবা শোভা মনোলোভা হেব নয়নে।
শোভিছে শশাঙ্ক দেব বিমল গগনে॥
সুশীতল সমীরণ, সুধা করিছে সিঞ্চন,
কাঁপিছে কানন লতা, তার মৃদু পরশনে।
আহা এই রম্য কালে, ভাবুকের চিত গলে,
মানস বিবশ হয়, বিভুর মহিমা গানে।
বিমল সরসি জলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি খেলে,
চল চল প্রাণ সখি, চল লো এবে ভ্রমণে॥

প্র, অ। হের কিবা শোভা নিশীথ সময়,
ভাবুকের চিত বিমোহিত হয়
রজত বরণ শোভিছে জগত
চাঁদের কিরণ মাখিয়া গায়॥

গায়ক বিহঙ্গ নীরব এখন
বহিছে মৃদুল স্নিগ্ধ সমীরণ
তরুর কোলেতে নাচিছে ব্রততী,
উঠিছে অদূরে ঝিল্লির নিস্বন।
সুপ্ত সুখে মত্ত সমগ্র জগত
প্রকৃতি বসেছে গভীর ধেয়ানে
পরস্ত্রী কাতর, কামুক যে জন
সেই খালি আছে এবে জাগরণে॥

দ্বি, অ। রাখ লো তোমার বর্ণনা
এখন আমায় বলনা,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোথায় এলে।

প্র অ। শূন্যপথ ছেড়ে মোরা আসিনু ভূতলে।

দ্বি অ। শুনেছি পাপেতে ভরা এই ধরাধাম
কি জন্য আসিলে হেথা, কিবা মনস্কাম
ক্ষীণপ্রাণ নর কুল
স্বার্থ তরে আকুল
বৃষ্টি আশে পিপাসিত—চাতকের প্রায়;
ভ্রমেতে পড়িয়া সদা ঘুরিয়া বেড়ায়

প্র, অ। ভাল মন্দ দুই আছে এই সংসারেতে
বালি মুক্তা যেইরূপ থাকে সাগরেতে।

দ্বি, অ। কিন্তু সই মানবেরা ইন্দ্রিয়ের দাস
ফিরিয়া নাহিক দেখে ফুরাইলে আশ,
আত্ম সুখে সদা ফেরে,
ভক্তি পথে নাহি ফেরে,

কপটতা মিথ্যা কথা যাদের সম্বল।
তাঁদের আবাসে আসি বল কিবা ফল।
গুণের গৌরব হেথা নাহিক সজনি,
জ্ঞানীর আদর সই হেথায় দেখিনি
রূপে দেখি মাদকতা
প্রেমে আছে কুটিলতা,
ধর্ম্মের নামেতে হায়, স্বার্থ সিদ্ধ করে,
ভীষণ শার্দ্দূল যেন মেষের আকারে।

প্র আ। পঙ্কে যথা পদ্মফুল বিকশিত হয়
সেইরূপ কত সাধু আছে এ ধরায়॥
ভক্তি আর বিশ্বাসেতে করিয়া নির্ভর,
অমরের সমকক্ষ হইয়াছে নর
সাধনার বলে তারা জিনেছে শমনে
পরিণামে স্থান পায় অমর ভবনে।

দ্বি আ। প্রলোভনে বশ হয় মানবের মন।
অনিত্য সুখের আশে করে বিচরণ
অলি সম নানা ফুলে মধুপান করে
পিপাসার শান্তি হলে নাহি চায় ফিরে,
সোহাগের শিখরেতে তুলিয়া সজনি
নিরাশার কূপে ফেলে দেয় লো তখুনি।
অপরের মন চায় নিজে নাহি দেয়
তাদের সুখ্যাতি কর, এ যে বড় দায়।

রাগিণী ছায়ানট—তাল ঠুংরি।

ভেবে দেখ মনেতে।
এই জগতে মানব মজে আছে মায়াতে॥
স্বপনে সম্পদ পেয়ে, থাকে সুখেতে ভুলিয়ে,
বাবেক দেখে না ভাবিয়ে, কি হবে পরিণামেতে।
স্বর্ণ পিঞ্জর ভিতরে, যতনেতে রাখে বায়সেরে,
কাঞ্চন ফেলিয়া দূরে, উন্মত্ত হয় কাঁচেতে।
জানে নাকো কারে ভালবাসা বলে, অবলার প্রাণ লয় ছলে কলে,
ফেলিয়া পলায় শেষে অবহেলে, ভাসাইয়া হায় অকূলেতে॥

প্র, অ। সখি, তোমার মনের এই ধারণাটি নিতান্তই ভ্রমাত্মক, তোমার তর্কের বিশেষ কোন সারত্ত্ব নাই। এই সুখদ-সংসার, অনেকে যাহাকে কর্ম্মভূমি বলে অভিহিত করে, তাহা পাপ পুণ্যে, সৎ অসতে, আলো অন্ধকারে ও আনন্দ নিরানন্দে, জড়িত। এই মানব সমাজ মধ্যে অন্বেষণ কল্লে, দেবতার প্রতিরূপ ও পশুর অধম, এই উভয়-বিধ মানবই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিশেষ স্বাতিনক্ষত্রের জল সামান্য বংশে পড়িলে যেমন বংশলোচন হয়, হস্তীর মস্তকে পতিত হইলে যেমন বহুমূল্য গজমতি জন্মাইয়া থাকে, তেমনি তোমার কথিত এই ভক্তিজ্ঞানহীন অধম মানবের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভবগৎ প্রেমরসে আপ্লুত হলে, তখন সে দেবতাদের সমকক্ষ হতে সমর্থ হয়। সাধনার ফলে, ভক্তির গুণে ও বিশ্বাসের প্রভাবে, স্বর্গভোগ, কি অমরত্ব লাভ, তাহাদের পক্ষে করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই ভ্রমসঙ্কুল সংসার মানবদের পক্ষে মহা

পরীক্ষার স্থল, উপভোগের স্থান নহে, যে মুর্খ আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, এই সংসারকে নিত্য জ্ঞানে অলীক প্রসঙ্গে প্রমত্ত হয়, বহু মূল্য হীরকের সহিত, অকিঞ্চিৎকর উপলখণ্ডের বিনিময় করে, কেবল সেই সকল অজ্ঞেরা পরিণামে ঘোর অনুতাপের সেবা করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ভক্তির বিমল আলোকে যাদের চিত্তভুমি আলোকিত, সহিষ্ণুতা ও সন্তোষের নিত্য নিকেতন, সেই ভাগ্যবানেরা, মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, অনন্তজীবন লাভ করিয়া থাকে। সেই সব ক্ষণজন্মা মহাত্মাদের পদার্পণে ধরা সুন্দরী ধন্যা হইয়া থাকেন। সখি, এই সংসারে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁরা কোন্ কালে কাল কবলে নীত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলকীর্ত্তি, মধ্যাহ্নের সূর্য্য সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। জগতে যতদিন সৎকার্য্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন, তাহা অক্ষুন্ন অবস্থায় দেদীপ্যমান থাকা সম্ভব। মানবের অনিত্য দেহ ধ্বংসশীল সত্য, কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত কীর্ত্তি কিছুতেই বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ হইবার নহে। কানন মাঝে একটী সুবাসিত কুসুম বিকশিত হলে যেমন সমগ্র কানন, তাহার সুবাসে আমোদিত হয়, তেমনি বংশে একটী মাত্র সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার পুণ্যে সমস্ত কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। ফলতঃ অন্ধকারময় খনির তমোময় গর্ভে যেমন বহু মুল্য মণি পাওয়া যায়, তেমনি পাপতাপময়, প্রলোভনের আগার এই সংসারে অনেক ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মারা ও জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দ্বি, আ। সখি, তুমি কথায় বিশ্ববিজয়ী, তোমার মুখে

ঝড় বহিয়া থাকে, এমন কোন তার্কিক আজো জন্মায় নাই, যে তোমাকে পরাস্ত কর্ত্তে সক্ষম হয়। তুমি যুক্তি ও তর্ক বলে হয় কে অনায়াসে নয় কর্ত্তে পার। তোমার পায়ে শত শত নমস্কার।

প্র, অ। কেন ভাই এতো ঠাট্টা কর কেন? এখানে যদি কোন সদ্বিবেচক ভাবুক উপস্থিত থাক্‌তো, তাহলে আমার কথার সারতত্ত্ব বুঝতে পারিতো, তুমি কেবল মাত্র নিজের অজ্ঞতা হেতু ও গায়ের বলে আমার এই অকাট্য সত্য কথায় সন্দিহান হচ্চ। একটু বুদ্ধি খরচ করে, যদি তলিয়ে বুঝে দেখ, তাহলে নিশ্চয় আমার কথার সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি কর্ব্বে।

দ্বি, অ। কি কর্ব্বো ভাই, পোড়া বিধাতা যখন, বুদ্ধি দেন নাই, তখন আর তোমার কাছে ধার করে নিয়ে কি কর্ব্বো, কাজেই তোমার নিকট আমায় হার মান্‌তে হলো। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, বোধ হয়, তোমার বুদ্ধির ডগাটি সূচের অগ্রভাগের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তা না হলে, প্রত্যেক হৃদয়বান লোকে যে মানবদের অন্তঃসারশূন্য অপ্রেমিক ও আত্মসুখপরায়ণ বলে কীর্ত্তন করেন, তুমি তাদের এত সুখ্যাতি কেন কর্ব্বে, বোধ হয় কোন বিশেষ মানবের বিশেষ কোন গুণে তুমি মোহিত, সেইজন্য তোমার মনের ভাব এ প্রকার হইয়াছে। তাদের কোন দোষ আর তোমার দৃষ্টিপথের পথিক হয় না, বরং কেবল গুণই দেখিয়া থাক।

প্র, অ। কথা না বুঝিয়া কথা কহা মূর্খতার একটী

প্রধান লক্ষণ। আমার কথার ভাব না বুঝিয়া যে তোমার ন্যায় উপহাস করে, তার হৃদয় আদৌ নাই, সুতরাং কি করে সেই মহামূর্খকে হৃদয়বান্ লোক বলিয়া স্বীকার করিব। জগতের মহোপকার সাধনের জন্য স্বয়ং ভগবান যখন নর-রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন সেই মানবদের যে অযথা নিন্দা করে, তাহার বুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তি যে আদৌ নাই, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে, গর্ব্ব করে বলতে পারি।

দ্বি, অ। আমি নররূপী নারায়ণের শ্রীচরণে শত শত প্রণাম করি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বরের অসীম শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সাধারণ লোকের কথা উল্লেখ করে, ঐ সকল কথা বলিয়াছিলাম। তোমার কথায় যে এতদর গৌণার্থ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মায়ার দাস প্রায় সকল মানবই সংসার পাইয়া উন্মত্ত, তাদের মধ্যে কয় জন পরমার্থ পথের পথিক হয়, ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরান্বেষণে কজনের স্পৃহা হইয়া থাকে। কামনায় বন্ধনছিন্ন করা, কি ভ্রমের কাজল মুছিয়া ফেলা; তাহাদের সাধ্যায়ত্ত্ব নহে।

প্র, অ। সে কথা সত্য, কিন্তু ভাই, এই সাধারণ মানবের মধ্য হতে, এক একজন এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যে, তাহাদের সাধনা ও সুকৃতি সন্দর্শনে দেবতারা অবধি স্তম্ভিত হন ও মুক্তকণ্ঠে সেই সব ভাগ্যবানেরে সুখ্যাতি কর্ত্তে বাধ্য হন।

দ্বি, অ। বল কি, মানবদের সাধনার বল এতদূর হতে পারে, আচ্ছা ভাল, তুমি এর একটা প্রত্যক্ষ

প্রমাণ দাও, তাহলে আমি তোমার কথা স্বীকার কর্ব্বো।

প্র, অ। এর আর প্রমাণ কি দোবো, যে মানব ভক্তি-মার্গ আশ্রয় করে শ্রীনাথের শ্রীচরণের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই সেই সাধনার ফলে, দুরন্ত কৃতান্তকে পরাজয় কর্ত্তে সমর্থ হইয়া থাকে। তার উপর কালের আর কোন অধিকার থাকে না।

দ্বি, অ। হাঁ, একথা লোকের মুখে প্রায় শুন্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

প্র, অ। একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি দেখ, তাহলে চক্ষের উপর এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে।

দ্বি, অ। শত শত দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি যে মাংসপিণ্ডময় নশ্বর মানবের নিকট সর্ব্বসংহারক কালের অপ্রতিহত ক্ষমতা ব্যর্থ হইয়াছে।

প্র, অ। কেন মহাতপা মার্কণ্ডের অদ্ভুত চরিত কি তুমি শোন নাই, তিনি নিজের সাধন বলে দেবদেব মহাদেবের কৃপায় মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, তাহার নিকট কালের সমস্ত বিক্রম ব্যর্থ হইয়াছিল, বিধি নির্দ্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত হলে, ধর্ম্মরাজ স্বয়ং সমাগত হইয়াছিলেন. কিন্তু ভক্তবৎসল ভোলানাথের ত্রিশূল দর্শনে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করেন, কাজেই তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়, মহাজ্ঞানী মহর্ষি মার্কণ্ড যোগবলে নিজের পরিণাম জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক সেই সময়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবের সম্মুখে ভক্তি ভাবে পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, তারপর বিধি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে

কাল সমাগত হইয়া তাঁহাকে পাশ বদ্ধ করিল, মহর্ষি কাতরে বিশ্বপতির নিকট অভয় ভিক্ষা করিলেন, সেই করুণ ক্রন্দন কৈলাসপতির কর্ণকুহরে স্থান পাইয়াছিল, দয়াময় প্রণত ভক্তকে রক্ষা করিবার আশয় কৈলাসপুরী ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া গেল ও তাহার মধ্য হইতে ভোলানাথের ভীমমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল, কৃতান্ত নিতান্ত ভীত চিত্তে বিশ্বপতির স্তব করিতে লাগিলেন ও ভৈরবের উদ্যত ভীষণ ত্রিশূল দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র সেই রোষান্বিত রুদ্রমূর্ত্তির নিকট দাঁড়াইতে তাহার সাহস হইল না। কাজেই নিজের দুশ্ছেদ্য পাশ নিজে ছিন্ন করিয়া পশ্চাদপদ্ হইলেন। এর অপেক্ষা মানবের ক্ষমতার আর অধিক পরিচয় কি হইতে পারে। দেখ ধ্বংসশীল মানব হয়ে, অমরের পদবীতে পদার্পণ কল্লে, একি কম আশ্চর্য্যের বিষয়। বিশ্বনাথ যার প্রতি এতদূর সদয়, সে কখন সামান্য পাত্র নয়। সংসারে সেই ভাগ্যবানের অতুল যশ ও কীর্ত্তি দেদীপ্যমান থাকিবে ও যাবতীয় জ্ঞান পিপাসু, মহাত্মারা, সেই মহর্ষির শ্রীচরণে চিরকাল প্রণত হইবে। তোমার নিন্দা প্রশংসায় তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কারণ, বিষ্ঠা চন্দনে, তাঁহার সমান জ্ঞান জন্মাইয়াছে। কাজেই তিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছেন ও স্বর্গরাজ্য উপভোগের উপযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বি, আ। সখি, আমি এরূপ তেজঃপুঞ্জ কলেবর, মহর্ষির চরণে উদ্দেশে প্রণাম করি। আমার বোধ

হয়, এরূপ মহাত্মার কোপদৃষ্টি হলে, সমগ্র বিশ্বতৃণ গুচ্ছের ন্যায় দগ্ধ হতে পারে। অবশ্য এরূপ মহাত্মা মনুষ্য কুলের গৌরব, কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে এরূপ সুকৃতির সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্র. অ। সে কথা মিথ্যে নয়. কিন্তু ভাই মানুষ যত্ন কল্লেই রত্ন লাভ কর্ত্তে পারে. এই মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। হৃদয় বল প্রভাবে এরা অনেক দুস্করকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হন. সুতরাং মানব মাত্রকেই আত্মসুখ পরায়ণ ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, এখন বোধ হয় আমার কথার সারত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ;

দ্বি, আ। হাঁ ভাই তা আমি উত্তমরূপে পেরেছি। আমি শত শত বার তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাতপা মহর্ষি মার্কণ্ডকে প্রণাম করি। এখন এস ভাই সেই মহাত্মার মহিমা কীর্ত্তন করে, নিজেদের জীবনকে ধন্য করি। কারণ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের বিমল চরিত্র কীর্ত্তন কল্লে, কি শ্রবণ কল্লে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে।

প্র, আ। এ ভাই বেশ কথা, এস আমরা তাই করি, মহর্সি মার্কণ্ডের অপার মহিমা গান কল্লে, আমাদের অন্তরে বিমল আনন্দের লহরী ক্রীড়া করিবে।

দ্বি, আ। এস ভাই এখন আমরা এই ঋষি চরিত্র গান কর্ত্তে কর্ত্তে যাই।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল রূপক।

মনের আনন্দে এস সজনি।
আজু গান করি, সেই কাহিনী॥

মার্ত্তণ্ড সম প্রভাতে, মার্কণ্ড ঋষি তপেতে।
যাঁহার প্রাণ রক্ষিতে, উদয় হলেন শূলপাণি ॥
ধন্য ধন্য দিগম্বর, ভকতবৎসল হর।
পাপতাপ সব হর, পুজিব চরণ দুখানি ॥
বাচাতে ভকত প্রাণ, বিগ্রহে হলে অনিষ্ঠান।
সঙ্কটেতে পেলে ত্রাণ, মার্কণ্ড মহামুনি ॥
সংসারে কীর্ত্তি রহিল কাল আসি হেরে গেল,
মানব মৃত্যু জিনিল, যশে পূর্ণ হলো ধরণী ॥

[অপ্সরাদের প্রস্থান।
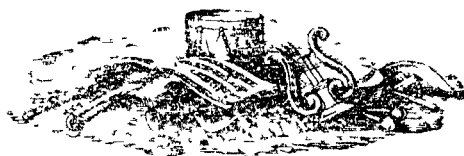
দ্বিতীয় অঙ্ক।

বৈকুণ্ঠপুরী।

(লক্ষ্মী নারায়ণ আসীন)

(ভক্তি ও মুক্তির প্রবেশ ও গীত)

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় জনার্দ্দন।
জয় যদুপতি যাদব যশোদা নন্দন।
জয় পতিত পাবন, দেব দরিদ্র ভঞ্জন,
দীনে দেহ শ্রীচরণ, সদাময় সনাতন,
কংসারি কমলাকান্ত, জয় শ্রীপতি শ্রীকান্ত,
হৃদয় মম অশান্ত, কর শান্ত নারায়ণ,
পূজিলে অতুল পদ, পায় সুরের সম্পদ,
ভাগ্যে পাবে ওই পদ, যোগে জাগে যোগীজন॥

ভক্তি। দয়াময়! এ দীনার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মুক্তি। এ দাসী প্রভুর সুরাসুর সেবিত চরণে প্রণত হচ্চে।

নারা। শুভে! তোমাদের মঙ্গল হোক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা

করি যে কি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তীনি হয়ে এই বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করিয়াছ।

মুক্তি। দেব! দয়া করে আমাদের একটী তর্কের মীমাংসা করিয়া দিন। জগতে যাবতীয় জ্ঞান-পিপাসু মহাত্মারা পরিণামে আমাকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত, সংসারে আমারি ক্ষমতা অতুল, আমারি জন্য যাবতীয় জ্ঞান কাণ্ডের অনুষ্ঠান, তাহা হইলে গৌরবে ও সম্মানে এই ভক্তি কিরূপে আমার সমকক্ষ হইতে পারে।

ভক্তি। কিসে নয়, বরং তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে আমার গৌরব অধিক। আমাকে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা না কর্ত্তে পাল্লে, তুমি মানবের কি কর্ত্তে পার। আমার প্রভাবে জীবের অন্তর গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র হলে, তবে তারা উন্নত হইয়া থাকে, আমার অনুকম্পায় ভ্রমান্ধ ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যেরা বিমল আনন্দ উপভোগ করে।

মুক্তি। অমন অন্যায় কথা বলো না, ভগবানের নিকট একটু বিবেচনা করে কথা কহা কর্ত্তব্য, নিজের মুখে নিজের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা, নিতান্ত নীচতার পরিচায়ক, এই জগতে বিমল আনন্দ দেবার ক্ষমতা তোমার নাই, একমাত্র আমার প্রসাদে মোক্ষপ্রার্থী মানবেরা সংসারে একান্ত দুর্ল্লভ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।

ভক্তি। তুমি যখন আমার অতুল প্রভাব এখনো উপলব্ধি কর্ত্তে পার নাই, তখন তোমার মুখে এপ্রকার অসার উক্তি শোভা পেতে পারে। অমৃত পান কল্লে, যেমন আর কাহারো ক্ষুধা তৃষ্ণার নাম অবধি থাকে না, তেমনি যে

ভাগ্যবান আমাকে পেয়েছে, আমাকে হৃদয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় কর্ত্তে সমর্থ হয়েছে, সে তোমাকে আদৌ গ্রাহ্য করে না, বরং তুমি তাকে কৃতার্থ কর্ব্বার জন্য নিয়ত অবসর অন্বেষণ কর, তাহলেই বোঝ কার ক্ষমতা অধিক, জ্ঞান-পিপাসু সদ্বিবেচক মহাত্মারা কার জন্য লালায়িত।

লক্ষ্মী। বাছা! তোমাদের এই তর্কের মীমাংসা করা বড় সহজ কথা নয়, কারণ সংসারে গৌরবে ও সম্মানে তোমরা উভয়েই তুল্য, জগদম্বার যাবতীয় সুসন্তানেরা তোমাদের উভয়ের সেবক হইবার জন্য লালায়িত, তবে, কোন উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ কর্ত্তে হলে যেমন সোপানের আবশ্যক হয়, তেমনি প্রথমে ভক্তির সেবক না হইলে, কেহই কোন কালেও মুক্তির নিকটস্থ হতে পারে না।

ভক্তি। সে কথা মা সত্য, কিন্তু যে উপাসনার স্বার্থের গন্ধ নাই, সেইরূপ কামনা পরিশূন্য সাধনা, সমধিক প্রশংসার বিষয়। এই অনিত্য সংসারে যে ভাগ্যবান আমাকে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে সক্ষম হয়েছে; কেবল সেই জানে যে আমার প্রভাবে ভাস্‌তে ভাস্‌তে শ্রীনাথের শ্রীপাদ-পদ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া কত আনন্দ, সেই সাধক প্রবর নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভগবানের সেবা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সেবার জন্য কোনরূপ ফললাভ তাহাদের আদৌ অভিপ্রেত নহে।

নারায়ণ। বৎসে! তোমার কথাটী অভ্রান্ত, বাস্তবিক এই সংসারে এইরূপ নিঃস্বার্থ উপাসনা, নিতান্ত দুর্ল্লভ, তবে তোমার প্রভাবে শরণশীল মানব অমরত্ব লাভ করিতে পারে।

মুক্তি। প্রভো! আমার জন্য লোকে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাকে লাভ করা ব্যতীত, কাহারো অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, তবে আমার অপেক্ষা প্রভাবে ও কিরূপে শ্রেষ্ঠ হতে পারে;

নারায়ণ। ভাল, ভক্তির যে কতদূর বল, তাহার এক প্রমাণ দেখাও তাহা হইলে সমগ্র জগৎ মুক্তকণ্ঠে, কাহার প্রভাব অধিক তাহা স্বীকার করিবে, এবং সংসারে এক অতুল কীর্ত্তি চিরকালের তরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

ভক্তি। যে আজ্ঞে, প্রভুর আজ্ঞা আমার শিরঃধার্য্য, আমি সমগ্র জগৎকে দেখাবো যে আমার সেবক হলে মানব কতদূর উন্নত হতে পারে। যে মহাত্মা সংসারের অনিত্যতা বুঝে, ভোগ বিলাসে বিরত হয়ে, আমার স্নিগ্ধ প্রবাহে ভেসেচে, সর্ব্ব সংহারক কাল তাহার নিকট পরাজয় হয়, একথা ভক্তেরা মুখে বলে থাকে, এইবার আমি প্রত্যক্ষে তাই সকলকে দেখাবো। এই ধ্বংসশীল দেহের উপর কালের ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, তাহার দুশ্ছেদ্য পাশ ছিন্নকরা হীনবল মনুষ্যের সাধ্য নহে, কিন্তু আমার প্রভাবে বিশ্বনাথের কৃপায়, এই চির প্রচলিত প্রথার অন্যথাচরণ হইবে। ধর্ম্ম-রাজের অপ্রতিহত শক্তি, হীনশক্তি শরণশীল মানবের নিকট ব্যর্থ হবে, তাহলে সংসারের যাবতীয় ভাবুকেরা বুঝবে যে, কার ক্ষমতা অসীম, কাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা অধিক ফল।

মুক্তি। মুখে এ প্রকার গর্ব্ব প্রকাশে কোন ফল নাই, ওতে কেবল নীচতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। বচনে এ

রকম আড়ম্বর না করে, কার্য্যে কিছু প্রমাণ দেখাও, তাহলে বিশ্বাস কর্ব্বো।

ভক্তি। আচ্ছা বেশ কথা, শ্রীনাথের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে, আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। আমার প্রিয় সেবকের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব, যদি প্রবল অগ্নি দাহ্য গুণশূন্য হয়, স্নিগ্ধ চন্দনের শৈত্যতা না থাকে, তাহলে ভক্তির ফল প্রতিহত হবে। তুমি এখন আমার অসীম ক্ষমতায় সন্দিহান হচ্চ, কিন্তু রক্তমাংস বিশিষ্ট ধ্বংসশীল মানবকে ভক্তির গুণে কালজয়ী হতে দেখে, নিতান্ত বিস্মিত হয়ে আমার প্রাধান্য স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হবে। আর কখন আমার সঙ্গে এ প্রকার অন্যায় তর্ক কর্ত্তে তোমার সাহস হবে না।

লক্ষ্মী। ভাল, যখন শ্রীপতির আজ্ঞা হলো, তখন কোন সৎপুরুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে, তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখাও, ইহাতে আর কোন লাভ না থাকিলে ও ভ্রমান্ধ মানবের অনেকটা শিক্ষা হইবে। ভক্তির এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কল্লে, আর তাদের ইহকালের অলীক প্রসঙ্গে প্রমত্ত হতে স্পৃহা হবে না, এই সুমহৎ দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করে, তাদের ও অসার সংসারের সার বস্তু ভক্তিমার্গ আশ্রয় কর্ব্বার সাধ প্রবল হবে। সুতরাং তোমার এই অনুষ্ঠানে জগতে চিরদিনের জন্য এক অক্ষয় কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থান কর্ব্বে।

নারায়ণ। হাঁ, ভক্তির ঈদৃশ আশ্চর্য্য প্রভাব নিরীক্ষণ কল্লে, সুখমত্ত মানব যে চমকিত ও বিস্মিত হবে, তাহাতে

আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এক্ষণে অসার বাগ্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগ করে তোমার কথামত কার্য্য সকলকে দেখাও। জ্ঞান পথের পথিক মোক্ষপ্রার্থী ভাবুকেরা তোমার অলৌকিক প্রভাব সন্দর্শনে শতমুখে প্রশংসা করিবে, ও তোমার স্নিগ্ধ আদর্শ প্রবাহে অবগাহন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভক্তি। প্রভুর কৃপায় নিশ্চয়ই আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হবে, যাহা অসম্ভব বলে সকলে বিশ্বাস কর্তো না, তাই আজ সম্ভবে পরিণত হবে। এক্ষণে এ দাসী সুরাসুরসেবিত পবিত্র পাদপদ্মে প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

নারায়ণ। শুভে! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক। তোমার বিমল যশঃপ্রভা যেন চিরদিন সংসারে বিদ্যমান থাকে।

ভক্তি। প্রভুর আশীর্ব্বাদে সকলি সম্ভবে, প্রভুর ইচ্ছা হলে তুচ্ছ মৃণালদলে মদমত্ত মহাগজও আবদ্ধ হতে পারে, ভীষণ তরঙ্গপরিপূর্ণ ভীম সমুদ্র গোস্পদে পরিণত হওয়াও অসম্ভব নয়। এক্ষণে যাই, আমার কথিত প্রভাব দেখাবার অবসর অন্বেষণ করিগে।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

দেখাবো মম প্রভাব এইভাবে, যাই এবে সংসাবে,
কাল জয়ী হবে নব আমাব ববে।
মবণশীল মানব, কালেরে করি পবাভব, দেখাবে মম গৌবব,
মুগ্ধ হবে চবাচবে ॥
ভক্তিতে ঈশ তুষ্ট হয়ে, কৈলাস ধাম তেয়াগিযে, নিকটে উদয় হয়ে,
ছিঁড়িবেন কাল ডোবে ॥

মুক্তি। বৃথা বচন বলো না,
ফলেতেও ফলিবে না,
জানি তব গুণপণা,
কিবা আর কহিবে মোরে?

ভক্তি। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাবে,
মানব কাল জিনিবে,
যশে পূর্ণ ধরা হবে,
যাবে না কৃতান্ত পুরে।

লক্ষ্মী। বৃথা তর্কে কিবা ফল,
দেখাও ভক্তির ফল,
ভক্তের জীবন সফল,
হইবেক এইবারে॥

ভক্তি। মা তোমার প্রসাদেতে,
রহিবে কীর্ত্তি ধরাতে,
যাই অবনী পুরেতে,
প্রভাব দেখাবার তরে॥

মুক্তি। কেন এতো বাচালতা?
বুঝিবে মম মমতা॥
তোমার অসার কথা।
বিফল হবে এবারে॥

ভক্তি। মুখেতে আর কি কহিব?
প্রত্যক্ষ সব দেখাবো॥
ক্ষীণ বল এই মানব।
জিনিবেক কাল সমরে॥ (ভক্তি ও মুক্তির প্রস্থান।

নারায়ণ। ভক্তি ও মুক্তির এই বিবাদে সংসারে ভ্রমান্ধ মানবদের প্রভুত মঙ্গল সংসাধিত হইবে, নিতান্ত নাস্তিকের নীরস অন্তর ভক্তির উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে ও ভক্ত প্রবরদের অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে শতমুখে প্রশংসা কর্ত্তে বাধ্য হবে।

লক্ষ্মী। নাথ। ভক্তির প্রভাবে বাস্তবিক কি নশ্বর মানব কালজয়ী হতে পার্ব্বে? সর্ব্বসংহারক ধর্ম্মরাজের অসীম ক্ষমতা যে মনুষ্যের নিকট একেবারে প্রতিহত হবে, ইহা কি সম্ভবপর ব্যাপার?

নারায়ণ। প্রিয়ে! তুমি প্রত্যক্ষে এই অলৌকিক কাণ্ড সন্দর্শন কর্ত্তে পাবে, সুতরাং আর সন্দেহ করবার আবশ্যক কি? যাই হোক, আমি এখন আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারি না, কারণ আজ একজন ভক্তকে কৃতার্থ কর্ত্তে হবে, আর তাকে কষ্ট দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক দিন অতীত হলো, সেই দ্বিজবর ঐহিক ভোগবিলাসকে তুচ্ছ ভেবে আমার শ্রীচরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে। আমি বিশেষরূপে তার চিত্ত পরীক্ষা করে দেখেছি, এখন তার মন মনের মতন হয়েচে, ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ববশে এসেচে, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, সুতরাং আর তাকে অধিককাল কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, আজ আমি তাকে কৃতার্থ কর্ব্বো।

লক্ষ্মী। নাথ! কে এমন ভাগ্যবান যে, তার জন্য আপনার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কে কোথায় আপনার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েচে?

নারায়ণ। প্রিয়ে! এক ব্রাহ্মণ নৈমিষকাননে আমার

সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েচে. আমি অনেক দিন হইতে তাহার মন পরীক্ষা করে দেখেচি, এইবার আমি ছদ্মবেশ ধরে তার মনোভীষ্ট পূর্ণ কর্ব্বো। সেই ব্রাহ্মণ যে সাধনার বশবর্ত্তী হয়ে, আমাকে ডাকচে, আমি আজ তার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করে দেবো, তা না করলে ভক্তে আমাকে ভক্তবৎসল বলে ডাকবে না। আমি সেই দ্বিজবরের অকপট ভক্তিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছি, তার সাধনাও সিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই আজ আমি তাকে দেখা দিয়ে কৃতার্থ কর্ব্বো।

লক্ষ্মী। নাথ! এইরূপ বিমলচরিত সাধু ভক্তদের তুলনা জগতে নাই, তাহাদের পুণ্যে সংসার ধন্য হইয়াছে। এই প্রকার বিমলস্বভাব মহাত্মাদের পুণ্যের উপযুক্ত পুরস্কার দান একান্ত কর্ত্তব্য।

নারায়ণ। প্রিয়ে! আমি তাহাকে কৃতার্থ করিব বটে, কিন্তু প্রথমে একবার তাহার ভক্তির গভীরতা বুঝিয়া লইব। তার পর তাহাকে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিব, সেইরূপ ভাবে তাহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিব। আমি এক্ষণে সেই সাধকের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য একবার পবিত্র নৈমিষ-ক্ষেত্রের উদ্দেশে গমন করি।

(নারায়ণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। আর এখানে থাকবার আবশ্যক কি, আমি এক্ষণে লীলাকুঞ্জে মধুরকণ্ঠা অপ্সরাদের গীত শ্রবণ করিগে।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

নৈমিষ কানন।

(একজন ব্রাহ্মণ যোগাসনে উপবিষ্ট)

ব্রাহ্মণ। জয় জয় যদুপতি যাদব প্রধান।
পিতা পরমেশ প্রভু পুরুষ পুরাণ॥
রমানাথ রসময় রসিক রতন।
সতের সুসার কর সত্য সনাতন॥
কমলার পতি কৃষ্ণ কেশব কংসারি।
মাধব মধুসূদন মুকুন্দ মুরারি॥
পবিত্র ওই পূতপদ দেবের সম্পদ।
অনায়াসে কত ভক্ত পায় মোক্ষপদ॥
বেদে বলে দয়াময় ভকতবৎসল।
দানব দলনকারী দুর্ব্বলের বল॥
পিতা পরমেশ দেব পতিত পাবন।
নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন॥
শঙ্খচক্র গদাধারী দেব দামোদর।
ভাবে ভোলা হয়ে ভোলা ভাবে নিরন্তর॥

অমল কমল জিনি বিমল শ্রীপদ।
সাধক সাধনা করে নিয়ত ও পদ ॥
তারিতে তাপিত জনে তাই ধরামাঝে।
সংসারে উদয় হও ভিন্ন ভিন্ন সাজে ॥
পতিতে উদ্ধার কর পতিত পাবন।
অগতির গতি প্রভু দেব নারায়ণ ॥
কত দিন পরে আর কৃপা বরিষণে।
কৃতার্থ করিবে প্রভু এই দীনজনে ॥
তব নাম জপমালা হয়েছে এখন।
সার করিয়াছি দেব রাতুল চরণ ॥
তুফানেতে ধরিয়াছি ঐ পদ তরী।
করাল কৃতান্তে আর নাহি মনে ডরি ॥
তাপিত তনয়ে দেখা দেহ একবার।
রাতুল চরণে দেব করি নমস্কার ॥

বেহাগ—তাল সুরফাক।

নমি নারায়ণ।
জয় জয় যদুপতি জগদীশ জনার্দ্দন ॥
কংসারি কমলাকান্ত, জয় শ্রীনাথ শ্রীকান্ত, প্রভু ওই পদ প্রান্ত,
যোগে জানে যোগীজন;
নীরদ নিভ বরণ, মাধব মধুসূদন; নিরঞ্জন নিত্য ধন,
কমলা পূজে শ্রীপদ, সুরের সার সম্পদ, ভবে পায় মোক্ষপদ,
ভাবিলে ঐ শ্রীচরণ ॥

হা অনাথের নাথ, ভক্ত বৎসল, ভগবান! অভ্রান্ত বেদে উক্ত যে, মনে প্রাণে ঐক্য করে আপনার সাধনায় প্রবৃত্ত

হলে, কখনই সাধককে বিফলমনোরথ হতে হয় না, বর্ষার বরিষণের ন্যায় প্রভুর অতুল কৃপা সকলের উপর সমভাবে সঞ্চারিত হয়, তবে এ দাস কি কেবল সেই সাধারণভোগ্য অতুল কৃপা হতে বঞ্চিত হবে? পিপাসিত জনের ভাগ্যে কি ভীম সমুদ্র বিশুষ্ক হবে? চন্দনের স্নিগ্ধ গুণ কি একেবারে তিরোহিত হওয়া সম্ভব? দেব! আপনি অন্তর্যামী, সুতরাং এ দাসের অন্তরের যাতনা আর আপনাকে কি বলে জানাবো? অসীম ব্যোমগভ, অতল পাতাল তল, কি কপট মানবের হৃদয়াভ্যন্তর, আপনার জ্ঞানদৃষ্টির আয়ত্তাধীন, সুতরাং এই দীন দাসের মনের ভাব অপরিজ্ঞাত থাকা কি সম্ভব? দীননাথ! এই দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হোন, এ দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি অসার সংসারের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে, অনিত্য ভোগবিলাস হতে পৃথক হয়ে, নিত্যময়ের শ্রীপাদপদ্ম সার করেছি, সামান্য পর্ণের কুটীর ত্যাগ করে, সুদৃঢ় অট্টালিকায় বাস কচ্চি, একবার এই অকৃতী দাসকে দেখা দিয়ে নিজের [illegible]নাম সার্থক করুন। দীনবন্ধো! এই জগতে আপনি ভিন্ন কার সাধ্য তাপিত জনার অন্তর সুশীতল করে? কৃপাময়ের কৃপাগুণে কত শত মরণশীল মানব অনন্ত জীবন লাভে কৃতার্থ হইয়াছে; কেবল কি এই দীন দাসের আশা অপূর্ণ অবস্থায় থাকবে? হা নাথ! অকূল ভবসাগরের ভীম তরঙ্গ দেখে নিতান্ত ভীত মনে অভয় চরণে শরণ নিয়েছি; এক্ষণে এ দাসকে রক্ষা করুন। কারণ আপনি ভিন্ন তাপিত জনার অন্তর শীতল করিবার ক্ষমতা আর কাহারো নাই, এই অভাগার অদৃষ্টদোষে মহাজনের মহাবাক্য কি

মিথ্যা হবে? বহ্নির দাহিকা শক্তি লয় হওয়া কি সম্ভব? দেব! শিশুর অর্থশূন্য অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় স্নেহময়ী জননী যেরূপ প্রীতা হন, আমার এই সামান্য স্তবে আপনিও সেইরূপ প্রসন্ন হোন, দয়া করে একবার দেখা দিয়ে এ দাসের প্রাণ রক্ষা করুন।

(এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। হে দ্বিজ! জগতের উপভোগযোগ্য ভোগবিলাস ত্যাগ করে এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে তুমি কার উপাসনা করিতেছ? কি জন্য তোমার এ প্রকার মতিভ্রম উপস্থিত হইল? তুমি নিজের অজ্ঞতা হেতু উপস্থিত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া আছ, কিন্তু ইহাতে যে কোন ফলোদয় হইবে, তাহা অনিশ্চিত, তবে কি আশায় নিশ্চিতে উপেক্ষা করিতেছ? কোন্ অজ্ঞ তোমার এই সুখের জীবনকে শুষ্ক কাষ্ঠবৎ নীরসভাবে যাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ! আপনার সকল কথার অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু এটা বেশ বুঝিলাম যে, মহাশয়ের বুদ্ধিবৃত্তি এখনো সম্যক্ রূপে পরিপক্ক হয় নাই, সাধুসঙ্গও অদৃষ্টে ঘটে নাই। কারণ যে সুখ কল্য তিক্ত বোধ হইবে,এই অনিত্য দেহ অবধি যাহার সম্বন্ধ, আপনি সেই পরিণামবিরস তুচ্ছ ঐহিক সুখের প্রাধান্য কীর্ত্তন কল্লেন। সংসারের চিন্তাকে অন্তর হতে অন্তরিত করে সেই ভাবময়ের ভাবে বিভোর হয়ে থাকবার যে কত আনন্দ, তাহার স্বাদ আপনি আদৌ পান নাই, সেই জন্য আপনি আমাকে এ প্রকার অসঙ্গত আজ্ঞা কল্লেন।

বৃদ্ধ। ভাল বুঝলাম, আপনি শুদ্ধমনে কোন কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। অবশ্য আপনার মনের কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। কেহ কখন নিরর্থক ঈশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় না; প্রত্যেকের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে, নিশ্চয়ই কোন অভীষ্ট পূর্ণ করিবার উদ্দেশে আপনি এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আচ্ছা! কে আপনার ইষ্ট দেবতা? নিজের কামনা সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আপনি কাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন?

ব্রাহ্মণ। এই জগতে যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিত প্রলয় হয়, যিনি পতিতের উদ্ধারের জন্য, দুঃখ দমনের অভিপ্রায়ে, বার বার এই সংসার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই দয়াময় হরি ভিন্ন আর কার সাধ্য যে আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করেন? ভীষণ ভবসমুদ্র পার হবার জন্য আমি অগতির গতি শ্রীপতির শ্রীচরণ সার করিয়াছি।

বৃদ্ধ। আপনার নির্ব্বাচনে ভ্রম হইয়াছে। আপনি হরির উপাসনা করিয়া বিশেষ কোন লাভবান হইতে পারিবেন না। কেবল অনর্থক কষ্ট সহ্য করা হইবে। ইহা অপেক্ষা আপনি যদি দেবদেব মহাদেবের সাধনা করিতেন, তাহা হইলে আশুতোষ আশু তুষ্ট হইয়া আপনার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিতেন। দেবদেব মহাদেব ভিন্ন তাপিত জীবের হৃদয় শীতল করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। আপনি তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয় আপনার আশা পূর্ণ হইবে। অনর্থক বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া ফল কি? আপনার এই তপস্যা উষর

মৃত্তিকায় বীজ বপনের ন্যায় নিরর্থক হইতেছে। সুতরাং আমার উপদেশমত হরির উপাসনা ত্যাগ করিয়া হরের সাধনা করুন, তাহা হইলে আপনি ইহকালে সুখ, ও পরকালে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণ। হা ভ্রান্ত! পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, মস্তকের কেশও শুভ্র হইয়াছে, আর অল্প দিন পরেই কালসদনে গমন করিবে. কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখনো তোমার বিন্দুমাত্র জ্ঞানের উদয় হয় নাই। তুমি বয়সে বৃদ্ধ বটে, কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ বালকের ন্যায় কথা কহিলে। যে মূর্খ হরহরিতে ভেদজ্ঞান ভাবে, সে কোন কালেও শাশ্বত পদলাভে সমর্থ হয় না। সকল নদীর মুখ যেমন এক সাগরেব সহিত মিলিত হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন আকারেব অলঙ্কার দ্রব করিলে যেমন অভেদ স্বর্ণেব আকার ধারণ করে, তেমনি সকল প্রকার ধর্ম্মপন্থা শেষে একমাত্র হরির চরণে আসিয়া লয় হইয়াছে। অভেদ ভাবে না ভাবিলে কোন ভক্ত কোনকালেও নিজের ইষ্ট বস্তুর দর্শন পায় না। হা ভ্রমান্ধ! তুমি কি মনে কর, বিলপত্র ভগবানের বড় প্রিয়বস্তু কিন্তু তুলসীপত্র দেখিলেই তিনি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন; এইরূপ বাহ্যিক আড়ম্বর কপট স্বার্থান্ধ ধর্ম্মধ্বজীরা করিয়া থাকে, তাহাদের অন্তর কালিমায় পরিপূর্ণ, ন্যক্কারজনক ঘৃণিত-ভাবে মণ্ডিত, কিন্তু বাহিরে ধর্ম্মের পারিপাট্য সমধিক প্রবল, ও সর্ব্বাঙ্গে ধার্ম্মিকের চিহ্ন দেদীপ্যমান, তোমাকেও আমার সেইরূপ ভ্রমান্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির লেশমাত্র নাই, বুদ্ধিও বিন্দুমাত্র মার্জ্জিত হয় নাই!

তুমি যদি সেই জগতের আদি কারণ, পরাৎপর পরমপুরুষের স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পার্ত্তে, তা হলে কখনই তোমার মুখ হইতে এ প্রকার অসার প্রলাপ বাক্য নির্গত হইত না।

বৃদ্ধ। হে দ্বিজবর! তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, তোমার বুদ্ধি মালিন্যে পরিপূর্ণ, সেইজন্য তুমি আমার সদর্থ-পূর্ণ বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইলে। এই সংসারে দেবদেব মহাদেব ভিন্ন উত্তাপিত মানবদের শান্তিরসে প্লাবিত করিবার ক্ষমতা আর কাহারো নাই, পতিত জীব তাঁহারি অনুকম্পায় এ দুস্তর ভব-সাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। তাঁর তুল্য দয়ালু শান্তিদাতা দেবতা আর কেহই নাই। সেই ভব-ভয়হারী ভবদেব, ভক্তদের অল্প সাধনায় তুষ্ট হইয়া থাকেন, ও আশার অতিরিক্ত ফলদানে কৃতার্থ করেন। কোন সাধককে কোনকালেও আশুতোষের উপাসনা করিয়া বিফলমনোরথ হইতে হয় নাই, তুমি তোমার মনের দুর্ব্বলতা হেতু আমার সদুপদেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। এক্ষণে যদি আমার বাক্য আবস্থা স্থাপন কর, তাহা হইলে, অতি সহজে স্বল্পায়াসে, তোমার মনঃবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এ প্রকার অসুখে জীবন যাপন করিতে হইবে না। অতএব তুমি এই বৃথা উপাসনা ত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত প্রকরণে দেবদেব মহাদেবের সাধনায় প্রবৃত্ত হও, অতি অল্প পরিশ্রমে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

রাগিণী জয় জয়ন্তি—তাল আড়াঠেকা।

শুন স্বমন্ত্রণা দ্বিজ।
পরিহরি হরিসাধন, হরের চরণে মজ॥

নাশিতে অশিব ভার, শিব বিনা সাধ্য কার,
ভক্তে হয় ভবপার, করি তবী পদসরোজ।
শিব সাধনা করিলে, ভোগ যোগ দুই মিলে,
শেষে ডুবিবে অকূলে, যদি পদ্মনাভে পূজ॥

ব্রাহ্মণ। দ্বিজ! বোধ হয় এই সংসারে তোমার তুল্য দুর্ভাগা আর কেহই নাই, কারণ তোমার জ্ঞানচক্ষু আজ্ঞ উন্মীলিত হয় নাই, বৃথা কাজে পশুভাবে এই দুর্ল্লভ জীবন যাপন করিলে, উপাসনা যে কাহাকে বলে, কিরূপ সাধনা যে সুফল রাশি প্রসব করে, তাহা তুমি জান না, সেই পরাৎপর পরমপুরুষের স্বরূপতত্ত্ব আদ্যো তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, কাজেই তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার ও বংশের সাক্ষাৎ অসরব। হা মুর্খ,ইষ্টবস্তু কখন কি এক ভিন্ন দুই হইতে পারে, অভেদ জ্ঞান ভিন্ন কি কোন সাধনায় সিদ্ধি হয়? তোমার নীরস অন্তর যদি ভগবৎপ্রেমরসে আপ্লুত হতো, ভক্তির ক্ষীণ আলোক যদি তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে কখনই এ প্রকার অসার প্রলাপবাক্য তোমার মুখ হইতে বহির্গত হইত না। তুমি নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নাস্তিক মতাবলম্বী, সেই জন্য হরিহরে ভিন্ন ভাব দর্শন করিতেছ। তোমার ন্যায় কুমতি এই সংসারে উপস্থিত হইলে অন্তঃসার পরিশূন্য মানব দিন দিন অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। তুমি নিতান্ত বিবেকবিমূঢ, সেই জন্য আমাকে অসুখী বলিয়া তোমার ভ্রম হইতেছে, কিন্তু তুমি কি জান না যে, গৃহে প্রদীপ জ্বল্‌লে, অন্ধকার যেমন প্রবেশ

কর্ত্তে পারে না, তেমনি যার চিত্ত সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তায় বিভোর, কোন প্রকার অসুখ কি তাহার নিকটস্থ হইতে পারে? বিশেষ সুখদুঃখ সকলি মনের ভাবান্তব মাত্র, এই সংসারে সন্তোষের শরণাপন্ন হইলে, সেই অগতির গতি শ্রীপতিব উপর সমস্ত ভারার্পণ করে নিশ্চিন্ত হলে, আর কখনই অধম মানবকে ক্ষণিক আনন্দে উৎফুল্ল, কি অকিঞ্চৎকর বিষাদে কাতর হ'তে হয় না। তুমি সুখভোগ, এই কথাটা কর্ণে শুনিয়াছ মাত্র, কিন্তু এ কথাটার প্রকৃত অর্থ কি, যথার্থ সুখভোগ কাহাকে বলে, তাহা জান না। বোধ হয় এই সংসারের পরিণাম বিরস কলুষিত সুখভোগকে ইহকালেব সার সম্পত্তি বলিয়া বোধ করিতেছ। একমাত্র হরির সাধনা ভিন্ন কেহই যে বিমল আনন্দ ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তোমার নাই। তুমি এই ভেদজ্ঞান প্রযুক্ত অন্তে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হইল, তুমি কোন কালেও শাশ্বত পদলাভে সমর্থ হইবে না। তুমি নিতান্ত ভ্রমের অধীন হইয়া দুই চক্ষে মোহেব অঞ্জন পরিয়াছ, সেই জন্য হরিহরে তোমার ভিন্ন ভাব জন্মিয়াছে। যদি আত্মার উন্নতি কামনা কর, সুদারুণ ভববন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার যদি সাধ থাকে, অনন্ত কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করা যদি অভি-প্রেত না হয়, তা হলে অভেদ জ্ঞানে নিজের ইষ্টবস্তু চিন্তা কর; তার পর যখন সেই কৃপাময়ের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে, তখন তোমার অন্তর শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে। মনের ভ্রম ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত বহুমূল্য মণিকে সামান্য

উপলখণ্ড জ্ঞানে অনাদর করো না, কারণ তা হলে তোমারি অধোগতির পথ দিন দিন প্রশস্ত হইবে।

বৃদ্ধ। তোমাদের ন্যায় অল্পমতি অন্ধবিশ্বাসীরা সহজেই প্রতারিত হয়, কারণ তোমাদের ন্যায় অজ্ঞদের বিচার শক্তি কি সদসদ্‌জ্ঞান একেবারে নাই। সেই জন্য অপধর্ম্মের উপর এত বিশ্বাস, সুবর্ণ ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র লাভের ইচ্ছা এত বলবতী। তোমার ইষ্টদেবতা অপর সকলকে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে নানাপ্রকার রসে রাত্রদিন মত্ত থাকেন। তিনি নিজে ঘোর সংসারী ও নিতান্ত স্ত্রৈণ, তিনি অপরকে যে কায করিতে নিষেধ করেন, নিজে সেই সব কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না, সুতরাং সে প্রকার অসারচিত্ত আত্মসুখপরায়ণ দেবতার উপাসনা করিলে কি ফলোদয় হইবে? এই সংসারে একমাত্র বিশ্বনাথ সকল প্রকার পার্থিব ভোগবিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, কিন্তু নিজের পদানত ভক্তদের সকল প্রকার কাম্যবস্তু অকাতরে দান করিয়া থাকেন, তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কপটহৃদয় বিষ্ণু অপেক্ষা সদানন্দ সনাদন্দগৌরবে ও সন্মানে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ও সাধকের উপর বিশেষ কৃপালু। সেই ভক্তবৎসল ভবদেব আশু তুষ্ট হইয়া প্রণত ভক্তকে রক্ষা করেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে আশুতোষ বলে ডাকে, তিনি নির্ম্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় ভক্তকে নিয়ত যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়া রঙ্গ দেখিতে ভালবাসেন না; সেইজন্য তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে আমি সদুপদেশ দান করিলাম, কিন্তু তোমার

বুদ্ধির অল্পতাহেতু আমার এই মঙ্গলময় বাক্য সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলে না। অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে ভ্রান্ত মানবের তোমার ন্যায় কুমতি উপস্থিত হয়। কেহ সৎপথ দেখাইয়া দিলেও তাহা আশ্রয় করিতে তাহার স্পৃহা হয় না। মোহ বশতঃ নিজের অপকার্য্যে মত্ত হইয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে বিফলে ব্যয় করিয়া ফেলে।

ব্রাহ্মণ। হা ভ্রমান্ধ মোহশয্যায় শায়িত অভাগা ব্রাহ্মণ, আমার নিতান্ত দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত আজ তোমার ন্যায় পাষণ্ড নাস্তিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল! তোমার তুল্য মহাপাপীর মুখাবলোকন করিলেও পাতকের সঞ্চার হইয়া থাকে। তুমি এই বার হইতে নিজের জিহ্বাকে একটু সংযত করিয়া কথা কহিবে, আর যেন তীব্র কালকূটসম বিষ্ণুনিন্দা তাহা হইতে নিঃসৃত না হয়। হা মূর্খ, তোমার তুল্য মোহান্ধ পাপাত্মারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ, পরিণামে নিশ্চয় তাহাদিগকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; কিছুতেই দুস্তর ভব পারা-বারে নিস্তার পাইবে না। হা ভ্রান্ত! জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপর যখন তুমি ভক্তিশূন্য,তখন সহস্র বৎসর একমনে ভবদেবের ভাবনা করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ হরিদ্বেষী পাষণ্ডেরা কোন কালেও মহাদেবের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। তোমার এই দারুণ ভ্রম ও বিষম বিদ্বেষের জন্য চিরকাল অনুতাপের সেবা করিতে হইবে, কোনকালেও সাধুজনোচিত সদ্গতি লাভে সমর্থ হইবে না। যেমন হীরকের খনিতে লৌহের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তুমি জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণের কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেমন বৃক্ষের

কোটরস্থ অগ্নি প্রবল হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তেমনি একমাত্র তোমার পাপে তোমার অপকর্ম্ম নিবন্ধন তোমার পিতৃপুরুষেরা পর্য্যন্ত পতিত হইবে, কাজেই তুমি তোমার কুলের কলঙ্ক ও বংশের কণ্টকস্বরূপ। তুমি তোমার জননীর পুত্র না হইয়া বিষ্ঠাতুল্য হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে শত ধিক। অবশ্যই আমার কোন পাপের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই জন্য সাধুর পরিবর্ত্তে তোমার ন্যায় ঘোর পাষণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইল ও ভগবান বিষ্ণুর নিন্দা আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সংসারে তোমার তুল্য ভ্রমান্ধ জীব আছে বলিয়া, মানবের প্রতিমুহূর্ত্তে নানাবিধ শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে, ও নিয়ত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়। হে দয়াময় পতিত-পাবন হরি! দয়া করিয়া এই সকল ভ্রমান্ধ মানবদের মলিন অন্তর বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া, আপনার মঙ্গলময় সংসারে শান্তি স্থাপন করুন। ইহারা যেন পরকালে ভীষণ যমদণ্ড হইতে রক্ষা পায়।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালা।

হরি, কৃপাবারি বরিষণে।
দুস্তারে নিস্তার এই সব ভ্রান্তগণে।
তোমারে না চিনে পিত, ভ্রমেতে ভ্রমে সতত:,
মায়ার মোহে মোহিত, তব তত্ত্ব নাহি জানে।
অনিত্য বিষয় পেয়ে, আছে তোমারে ভুলিয়ে,
ভ্রমের শয্যায় শুয়ে, রাজা হয়েছে স্বপনে॥
কৃপাময় কৃপা কর, তাপিতের তাপ হর,
মহিমা তব অপার, ব্যক্ত আছে যত পুরাণে॥

বৃদ্ধ। মেঘখণ্ডে সুধাকরের সুধাময় কান্তি যেরূপ আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ সুদারুণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন, তোমার বুদ্ধি বৃত্তি সম্যক্‌রূপে লুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য তোমার হিতে বিপরীত জ্ঞান হইতেছে; পরমায়ু পরিশূন্য রোগী যেমন সু-বৈদ্যের ঔষধে অনাস্থা প্রদর্শন করে,তেমনি অনর্থক তোমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বলিয়া আমার হিতকর বাক্য তোমার তিক্ত বোধ হইতেছে। তুমি নিতান্ত মূর্খ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান আদৌ নাই, সেই জন্য ভোগের ঠাকুর বিষ্ণুর বৃথা সাধনায় অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছ, এতদিন যদি কৈলাস পতির চরণ-কমল সার করিতে, তাহা হইলে কোন্‌কালে সিদ্ধ লাভ করিতে পারিতে। মনের সুখে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম অর্থ কামের সেবা করিতে সক্ষম হইতে,পরিণামে মোক্ষলাভ ও কষ্ট সাধ্য হইত না। তুমি কেবল মাত্র নিজের অজ্ঞতা নিবন্ধন ধর্ম্মের সুগম পথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিল পথ অবলম্বন করিয়াছ, নিস্ফল কাজে জীবনের সুসময়গুলি নষ্ট করিতেছ, অপদেবতার সাধনা করিয়া দিন দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছ, সুতরাং তোমার তুল্য দুর্ভাগা ভ্রান্ত আর কে আছে? সেই সদানন্দময় সদাপ্রভুব সেবক হইলে কাহাকেও বিন্দুমাত্র নিরানন্দে দিনপাত করিতে হয় না। সুখমত্ত মানবকে অনন্ত জীবন দিবার অভিপ্রায়ে সেই দয়ার সাগর দিগম্বর ভোগ ও যোগের একত্র মিলন করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে অনুতপ্ত ভক্ত তাহা লাভ করিতে পারে, তাহার বিধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় নদীবর কোনকালেও রুদ্ধ হইবে নহে, তাপিত জনের হৃদয়ের তাপ নিবারণ

করিবার জন্য নিয়ত প্রবাহিত হচ্চে, একমাত্র তিনিই জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম রামনাম দিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন আর কোন দেবতাই মোক্ষদাতা নহেন। তুমি যে বিষ্ণুর সাধনা করিতেছ, তিনি নিজের ভোগবিলাস লইয়াই প্রমত্ত; ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ নাই। সেই নিষ্ঠুর হৃদয় প্রণত মানবকে নিরত যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তর শীতল করিবার সাধ্য কি ইচ্ছা তাহার নাই বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। যিনি নিজে ঘোর সংসারী, তাহাকে পাইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? যখন শিব বিনা আর কেহই মোক্ষদাতা নাই, তখন বিষ্ণুর উপাসনা করা কি নিরর্থক নয়? অল্পমতি ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি যখন বুদ্ধির দুর্ব্বলতা হেতু ভূত প্রেতেরও পূজা করিয়া থাকে, তখন তুমি যে এরূপ নির্ব্বোধ ও অপদেবতা ভক্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

ব্রাহ্মণ। হা নির্ব্বোধ, তোর সহিত তর্ক করা কিম্বা বাতাইত অসি সঞ্চালনা একই কথা; কারণ, তোর তুল্য মহামূর্খ ও পাষণ্ড আর নাই, কৃপাময় কৃপা করিয়া তোর জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া না দিলে, আর কিছুতেই নিস্তার নাই! দধির সংস্পর্শে যেমন দুগ্ধের দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হয়, তেমনি তোর সহবাসে কালহরণ কল্লে, নিশ্চয় তাকে অনন্তকাল নিরয়গামী হইতে হয়। আর তোর মুখাবলোকন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখুনি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। যে পাষণ্ড এরূপ বিষ্ণুনিন্দা করে, সেই নরাধমের সংস্পর্শে সেই স্থান কলুষিত হইয়া থাকে; বোধ হয় তোর কালপূর্ণ হইয়াছে,

কারণ বিষ্ণুর প্রতি যার বিদ্বেষ, সেই পাষণ্ডকে অচিরকাল মধ্যে ধ্বংস হইতে হয়, সংসারে এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, সেইরূপ মহাপাপীকে রক্ষা করে।

বৃদ্ধ। কার এমন ক্ষমতা যে শিবভক্তকে বিনষ্ট করে, যে বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ সার করেচে, তার উপর আর করাল-কালের কোন অধিকার থাকে না। মৃত্যুঞ্জয়ের সেবককে দেখলে স্বয়ং যমরাজ ভীতচিত্তে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মুখে শিবনাম জপ ক'রে মনের আনন্দে আমরা দিনপাত করিয়া থাকি, আমাদের জীবন বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নীরস নহে, অথচ পরকালে আমরাই অগ্রে উত্তম গতি লাভ করিব। তোমাদের বিষ্ণুর আরাধনা করিলে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু ঠাকুর নিজে সুখের সাগরে রাত্রদিন ভাসমান থাকেন। চোরকে চুরি করিতে পরামর্শ দিয়া, সাধুকে সচেতন করা তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। সেই কুটিল কপটের নিকট মুক্তি যাচ্ঞা করা, পাষাণের কাছে জল প্রার্থনার ন্যায় নিরর্থক। নিতান্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মূর্খেরাই এ প্রকার বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে বিপার্য্যগামী হইয়া থাকে ও পরিণামে নিরাশ হইইয়া নিজের অদৃষ্টকে শত শত ধিক্কার প্রদান করে।

ব্রাহ্মণ। আর না যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়, আর কালকূট সম বিষ্ণুনিন্দা কর্ণকুহরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুভক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেস্থানে ভগবানের নিন্দা হয়, হয় সেই স্থান পরিত্যাগ কর্বে, আর নয়তো সেই নিন্দাকারী পাপিষ্ঠের মস্তক দেহ হইতে

বিভুত করিয়া ফেলিবে। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দ্বারায় শেষের কার্য্যাদি সম্ভবে না। কাজেই পূর্ব্বোক্ত পথটী অনুসরণ করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। যেস্থানে পরাৎপর পরম পুরুষের নিন্দা হয়, সেই স্থানটি নরককুণ্ড অপেক্ষা অধিক অপবিত্র, আর বিষ্ণুনিন্দুক সাক্ষাৎ শয়তানের সহচর। ধর্ম্ম-পিপাসু মোক্ষপ্রার্থী ভগবৎভক্তেরা সর্ব্ব প্রযত্নে, সেই পাষণ্ডের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন। আজ আমার পক্ষে কখনই সুপ্রভাত নহে, কারণ, তোমার ন্যায় নরাধমের সহিত সাক্ষাৎ হইল, মহাপ্রভুর নিন্দা কর্ণকুহরে স্থান পাইল। এখন এই স্থান ত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়, আর তোমার তুল্য ভ্রান্ত পাষণ্ডের মুখাবলোকন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিব না।

(গমনোদ্যত।)

বৃদ্ধ। ভাগ্যবান! আর ক্রোধভরে এস্থান পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই। তোমার সাধনার সিদ্ধ হইয়াছে, আমি তোমার হৃদয়ের ভক্তির গভীরতা বুঝিবার আশয়ে এ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি তোমার আচরণে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার হৃদয় শারদীয় গগনের ন্যায় বিমল, এবং নিজের মন মনের মতন হইয়াছে, সেই জন্য আজ তোমাকে কৃতার্থ করিবার আশায়ে বৈকুণ্ঠ-পুরী শূন্য করিয়া, এখানে আসিলাম, অতঃপর তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। এখন একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলে, যাহার জন্য দিবানিশি কাতর হইতে, তোমার সেই সাধনের ধন ইষ্ট বস্তুকে নিরীক্ষণ কর।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ।)

ব্রাহ্মণ। (পদে প্রণত হইয়া) প্রভো! দয়াল হরি! এত দিনের পরে কি দাসের উপর কৃপা হইল। দেব! আমি ক্ষীণমতি মানব হয়ে, কিরূপে ভগবানের কৌশল উপলব্ধি কর্ব্বো? যার বিশ্বমোহিনী মায়ায় সমগ্র বিশ্ব-মোহিত, সেই মায়াময়ের দুশ্ছেদ্য মায়ার পাশ ছেদন করা কি বড় সহজ ব্যাপার? দীনের গতি! এই সাধন ভজন পরিশূন্য অকৃতি সন্তানের করুণ ক্রন্দন প্রভুর কর্ণকুহরে স্থান পাইয়াছে ইহা অপেক্ষা এ দাসের পক্ষে আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? আজ আমার জন্ম সফল,ও জীবনের মধ্যে গণনীয় সুদিন। কেননা,আজ এই অধমজন যোগীজনের আরাধ্য অভয় চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। পতিত জীবের উপর পতিত-পাবনের এরূপ অসীম কৃপা ব'লে, তারা দুস্তারে নিস্তার পায় ও আদর করে ভক্তবৎসল বলে ডাকে। দেব! আপনি বাক্যের অতীত, ও মনের অগোচর, সুতরাং সামান্য বাক্যে আপনার কি স্তব কর্ব্বো? সমগ্র দর্শনে আপনার দর্শন মেলে না; কেবল ভক্ত জনার নির্ম্মল হৃদয়পটে প্রভুর স্বরূপত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। দীন দরিদ্র যেমন পথমধ্যে অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পায়, তেমনি এ দাস বিনা পুণ্যে প্রভুর এই প্রসন্নতা লাভে কৃতার্থ হইল। দয়াল প্রভু যখন কেবল মাত্র পাতকীদের উদ্ধারের জন্য সামান্য মানবদের ন্যায় হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি জাগতিক গুণগ্রামের বশীভূত হলেন, মায়ার অতীত হয়েও যখন মায়ার আনুগত্য স্বীকার কল্লেন, সংসার

রঙ্গ ভূমে যখন নানারূপ বিচিত্র অভিনয়ে প্রবৃত্ত হলেন, তখন এই দীন হীন দাস যে কৃপাময়ের কৃপার পাত্র হবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আজ এ দাস, দয়াময়ের সুরাসুর সেবিত ভীষণ ভব সমুদ্রের তরী স্বরূপ, রাতুল শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। কৃপাময়ের অতুল কৃপায় এ দাসের অন্তরের খুব নিভৃত স্থলে, আনন্দের যে লহরী ক্রীড়া করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আজ সৌভাগ্য বশতঃ যখন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিয়াছি, কল্পতরুর চরণ মূলে অবস্থান করিতেছি, তখন আর আমার ভয় ও ভাবনা কি। যখন সূর্য্যদেবের উদয় হয়েছে, তখন আর কি অন্ধকার রাশি কখন নিকটস্থ হতে পারে। আজ দয়াময়, দয়া করে, এই দীন দাসের অষ্ট পাশ ছেদন করে দিলেন। তুচ্ছ তিল ফুলের গুণে যেরূপ সুরভিত হয়, তেমনি ভক্তি জ্ঞানহীন এই অকৃতি জন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রসাদে আজ ধন্য হইল। আমি শ্রীপতির শ্রীপদে শত শত নমস্কার করি।

রাগিণী ইমান— তাল চিমেতেতালা।

নমি চরণে।

ওহে দয়াময় দয়া কর এই দীন হীন জনে ॥
পতিতে তরিতে পার, প্রভো কৃপা অপার,
না জানি আমি সাঁতার, ডুবিতেছি তুফানে ॥
ওহে শ্রীকান্ত শ্রীপতি, তুমি অগতির গতি,
কংসারি কমলাপতি, ভবে ভাবে ভক্তগণে ॥
অপার তব মহিমা, বেদে দিতে নারে সীমা,
পুরাতে ভক্ত বাসনা, পদার্পণ কর এ ভুবনে ॥

বিষ্ণু। ভক্তপ্রবর! একমাত্র চন্দ্রদেব গগনে উদিত হন। কিন্তু শতং সরোবরে তাহার অবিকল প্রতিবিম্ব যেমন প্রতি-ভাত হয়; তেমনি সকল জীবের উপর আমার দৃষ্টি সমান। কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আমার অনুগ্রহ কি নিগ্রহ নাই। মানব স্ব স্ব কর্ম্মফলে ও সাধন ফলে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের কর্ম্ম ফলের সমিষ্ঠি লইয়া তাহার অদৃষ্ট গঠিত হইয়া থাকে। কোন কার্য্য নিরাশ হইলে নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করা নিতান্ত অন্যায় ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। যেমন প্রাচীর কারক উর্দ্ধগামী ও কূপ খনন কর্ত্তা ক্রমে নিম্নগামী হইয়া থাকে, তেমনি প্রত্যেক জীব প্রাক্তনের ফল ভোগ করিয়া থাকে। প্রবল তরঙ্গিনীর ভীম তরঙ্গ যেমন বালির বাঁধে প্রতিহত হয় না, তেমনি কার সাধ্য যে কর্ম্মফলের স্রোতকে রুদ্ধ করে। শীতকালে সমুদ্র হইতে অল্প অল্প বাষ্প সঞ্চিত হইয়া, বর্ষাকালে মেঘরূপে যেমন তাহা প্রবল বেগে বরিষণ হয়, মানবের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলের পরিণামে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে দ্বিজবর! দেব দিবাকর, গগন গবাক্ষে দেখা দিয়া যেমন তমঃরাশি অপসারিত করেন, তেমনি তুমি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে ঐহিক প্রলোভনকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছ। বিশ্বমোহিনী মায়া যখন তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, শিশির বিধৌত অমল কমল তুল্য, তোমার অন্তর যখন বিমল হইয়াছে, তখন আর তোমার ভয় কি? তুমি কেবল মাত্র নিজের হৃদয়বলে ও সাধন গুণে সাধু জনোচিত সদ্গতি লাভে সমর্থ হইলে। একমাত্র অকপট ভক্তি ও অটল বিশ্বা-

সের প্রভাবে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ব্রাহ্মণ। দেব! আপনার আরাধ্য শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমার মনের সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার অন্য কোনরূপ কামনার বশবর্ত্তী হওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। দয়াল প্রভো। এই সমগ্র বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যখন ভগবানের জ্ঞানচক্ষুর আয়ত্তাধিন, তখন এ দাসের হৃদয়ের ভাব অপরিজ্ঞাত থাকা কি সম্ভব? সুতরাং মুখে আর প্রভুর নিকট আমি কি প্রার্থনা করিব?

বিষ্ণু। ভক্ত প্রবর! ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করি ব'লে আমাকে সকলে ভক্তবৎসল নামে অভিহিত করে, কাজেই আমার সেই নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে তোমার পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ, তোমাকে কোন অভিলষিত বরদানে কৃতার্থ করিতে হইবে। যাহাতে তুমি ইহকালে বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পার, অথচ বিন্দু মাত্র কলুষরাশি স্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ কোন বর আমার নিকট প্রার্থনা কর।

ব্রাহ্মণ। ভগবন্! ভবদীয় ভাবে বিভোর থাকা ব্যতীত আর কিছুতেই তো বিমল আনন্দ উপভোগ সম্ভবে না। তবে আমি কিরূপে ইহকালে আনন্দ ভোগ করিব? স্বপ্নে লব্ধ সাম্রাজ্যের ন্যায় এই রমণীর প্রলোভনের আধার সংসার প্রমত্ত হইলে, কি ভোগ বিলাসের ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে পুরুষকে বিপথগামী হইতে হয়, একবার কামনার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, সহজে আর মুক্তিলাভ সম্ভবে

না। সুতরাং আমি কি এমনি বিচার বিমূঢ় ও অভাগা, যে অমৃতের কুণ্ড ত্যাগ করিয়া কালকূটের হ্রদে অবগাহন করিব। যখন প্রভুর শ্রীপদ দর্শনে আমার ভববন্ধন সম্পূর্ণরূপে মোচন হইয়াছে, তখন আর কি জন্য পুনরায় ঐহিক পাশে আবদ্ধ হইব। যদি একান্ত বরদানে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এই বর দিন, যেন আমার মন অনুক্ষণ ঐ শ্রীপাদ পদ্মে সংলগ্ন থাকে।

বিষ্ণু। বৎস! তুমি তোমার বিশ্বাস ও মনের গুণে, নিশ্চয় সাধুজনোচিত সদ্গতি লাভে সমর্থ হইবে। আমি পূর্ব্বেইতো তোমাকে বলেছি, যে কাহারও উপর আমার বিশেষ অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই, মানব নিজের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করে। কাজেই তোমার সাধন বলে পরিণামে মোক্ষলাভ নিতান্ত অনায়াস সাধ্য হইবে। তুমি ভাবুক, ধর্ম্মভীরু ও রসজ্ঞ, সেই জন্য ঐহিক সুখ ভোগ তিক্ত বোধ করিলে, সাংসারিক কোন প্রকার সুখে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেনা। জগতে বিমলানন্দ লাভ যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু নশ্বর সংসারে ধর্ম্ম প্রাণ গুণবান পুত্র লাভ করিলে জীবন সার্থক হইয়া থাকে। কাননে একটীমাত্র সুরভি কুসুম বিকশিত হলে, যেমন সমগ্র বন তাহার সুবাসে আমোদিত হয়, তেমনি বংশে একমাত্র সুপুত্র জন্মাইলে, তাহার পুণ্য ফলে সমগ্র কুল উদ্ধার হইয়া থাকে। বিপুল সুকৃতি সঞ্চয় ব্যতীত কেহই সংসারে সুপুত্র লাভ করিতে পারেনা, পিতার পুণ্য পুত্রতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অমল কমল তুল্য শোভার আস্পদ পুত্রের বিমল

বদন দর্শন না করিলে, কিছুতেই মানব পুন্নাম নরক হইতে মুক্ত হইতে পারেনা। তুমি আমার বরে একটী পুত্র রত্ন লাভ করিবে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, মহৎ কার্য্যের গৌরব থাকিবে, ততদিন তোমার সেই ক্ষণজন্মা পুত্রের যশ ও কীর্ত্তি দীপ্ত দিবাকরের ন্যায় অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থান করিবে, কালের প্রচণ্ড তাড়নায় বিন্দুমাত্র হীনপ্রভ হইবেনা। হে ভক্তপ্রবর ব্রহ্মন্! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়া, এই বর দান করিলাম। এই বর প্রভাবে ও সেই ধর্ম্মপ্রাণ গুণবান পুত্রের গুণে, তোমার মস্তক বিমল যশের মুকুটে সুশোভিত হইবে। অসার সংসার মাঝে যাহা সার রত্ন, তাহা তোমার ভাগ্যে লাভ হইবে।

ব্রাহ্মণ। প্রভো! আপনার আজ্ঞা এ দাসের শিরধার্য্য, আমি সাধন বিহীন নরাধম, কেবল দয়াময়ের অনন্যসাধারণ দয়ায় কৃতার্থ হইলাম। অপরিণামদর্শী মানব আপনার মঙ্গল ময় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, নিজেদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভুর কার্য্য পরিণামে কেবল সুফল প্রসব করে। আমরা ক্ষীণমতি মানব, সেইজন্য সেই সকল মহান্ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম হই। বিশেষ এই সামান্য মানবকে উপলক্ষ স্বরূপ করিয়া, অনেক মহত্তর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র সর্ষপ প্রমাণ বীজের মধ্যে যিনি মহাদ্রুমকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অসীম শক্তিধরের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। দেব! আপাততঃ প্রভুর এই বরেই নিতান্ত কৃতার্থ

হইলাম, সুপুত্র লাভ যে সংসারের সার সুখ, বহু পুণ্যে লব্ধ, ও ভাগ্য সাপেক্ষ, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভো, অল্পমতি বালকের হাতে খেলানা দিয়ে যেমন তাকে নিরস্ত করে, তেমনি এ দাসকে যেন এই তুচ্ছ অনিত্য ধন দিয়ে, নিত্যধনে বঞ্চিত না করেন, সামান্য লোষ্ট্রের সহিত অমূল্য মাণিকের বিনিময় যেন না হয়। শ্রীচরণে দাসের এইমাত্র সানুনয় প্রার্থনা।

বিষ্ণু। ধীমান্! তোমার সদর্থ পূর্ণ কথাগুলি অতীব হৃদয় গ্রাহী, ও তোমার ন্যায় ভক্তের অনুরূপ, আমি তোমার সত্যতায় নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, পরলোকে স্বর্গ রাজ্য তোমাদের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যার পর পূর্ণিমার বিমল বিভায় ধরা সুন্দরী যেমন অপরূপ শোভা ধারণ করেন, তেমনি ইহজন্মের কঠোরতার ফল স্বরূপ পরজন্মে বিমল আনন্দ ও স্বর্গীয় সুখ, তোমাদের তুল্য ভাগ্যবানের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য, তোমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইতে হইবেনা। তোমার নিজের বিশ্বাসের প্রভাবে, ও সাধনার গুণে, তোমার মানব জন্ম ধারণ এক প্রকার সার্থক হইয়াছে। তোমার তুল্য নিষ্ঠাবান সাধু ব্যক্তি যে সামান্য ঐহিক প্রলোভনের বশীভুত হইয়া, আবার অধঃপতিত হইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়না। হে দ্বিজোত্তম! এই সংসারে অনেক কঠোরতপা মনস্বী মহাত্মারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে, তাঁরা সকলেই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সব মহাত্মাদের অতুল

কীর্ত্তি, মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম, এখন সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহ নাশ হয় বটে, কিন্তু পুরুষের অনুষ্ঠিত কীর্ত্তি কোন কালেও বিন্দুমাত্র হীনপ্রভ হয়না। যে ভাগ্যবান সংসারে অতুল যশ ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, এই মরণশীল মানব সমাজে তিনিই যথার্থ অমর, তাঁরি মানব জন্ম ধারণ করা সার্থক। আমার বরে তুমি যে পুত্র রত্ন লাভ করিবে, তোমার সেই গুণধর পুত্র ভক্তিবলে ভোলানাথের প্রসাদে সর্ব্ব সংহারক কালকে অবধি পরাস্থ করিতে সক্ষম হইবে। তাহার সেই বিমল যশে তোমার কুল উজ্জ্বল হইবে, ও চিরকাল সকলে তাহার গুণ গান করিবে। বহু-কালের তপস্যা ব্যতীত কেহই এ প্রকার সুপুত্র লাভ করিতে পারেনা। তুমি তোমার সেই পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয় রাখিবে, মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায় মৃত্যুকে জয় করিয়া যে যশঃলাভ করিবে, চিরকাল তাহা সমুজ্জ্বল থাকিবে, ও সকলে মুক্তকণ্ঠে তাহার সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইবে। তুমি এক্ষণে আমার আজ্ঞা ক্রমে সংসারে প্রবেশ করিয়া দিনকতক ঐহিক সুখ ভোগ কর, তারপর সময় উপস্থিত হইলে, তুমি তোমার যোগ্য ধামে গমন করিবে। সংসারের কোন প্রকার কালীমা তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবেনা, কারণ তোমার মন উন্নতি শিখরে আরূঢ় হইয়াছে, আর যে অধঃপতন হইবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব তুমি অবিহিত চিত্তে, আমার আদেশ পালন কর।

ব্রাহ্মণ। দেব! ভবদীয় শ্রীমুখের আজ্ঞা প্রতিপালন, এ দাসের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, আজ বহু ভাগ্যফলে

এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিলাম। দীননাথ যে এ দীনজনের উপর এতদূর কৃপাবান হবেন, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। এক্ষণে প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া, আবার দিন কয়েকের জন্য সংসারে প্রবেশ করি, আপাততঃ ইহাই আমার তপস্যার ফল স্বরূপ হইল।

বিষ্ণু। ভক্তপ্রবর! এই নশ্বর জীবনের বিনিময়ে, তুমি অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছ। সুসময় সমুপস্থিত হইলে নিশ্চয় তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে আমার আজ্ঞাক্রমে তুমি পুনরায় সংসারে প্রবেশ কর, নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে।

রাঃ বসন্ত বাহার—তাল আড়াঠেকা।

জুড়াতে তব হৃদয়, এসেছি হেথায়।
মম আশীর্ব্বাদে সুখী হইবে ধরায়॥
গুণবান পুত্র হবে, কালে কালেরে জিনিবে,
সঙ্কটে আসি রক্ষিবে নিজে মৃত্যুঞ্জয়।
প্রলোভোনে না ভুলিয়ে, মায়ায় না মোহিত হয়ে,
যে ভাবে মোরে—
অকুলেতে পায় কুল, আমি তার অনুকূল,
ভব বিকারে ব্যাকুল, হবে কেন হায়॥

ব্রাহ্মণ। দীননাথ! আপনার আজ্ঞায় পুনরায় আমি সংসারে ফিরিলাম, কিন্তু দেখবেন, যেন মায়ায় মুগ্ধ করে, অনিত্য সংসার দিয়ে, নিত্য বস্তু হতে বঞ্চিত না হই, তুচ্ছ ধন জন পেয়ে যেন আপনাকে না ভুলি, ইহা ভিন্ন এ দাসের অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

বিষ্ণু। বৎস! সঙ্গীলতা মহী হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু সে যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করেনা, তেমনি তুমি সংসার মধ্যে অবস্থান করিবে বটে, এবং সাংসারিক কলুষ রাশি, কি প্রলোভন নিচয়ে আদৌ আকৃষ্ট হইবেনা। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, তুমিও নিজের নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

ব্রাহ্মণ। যে আজ্ঞে, এ দাস সুরাসুর সেবিত শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া, বিদায় প্রার্থনা কচ্চে।

বিষ্ণু। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)।
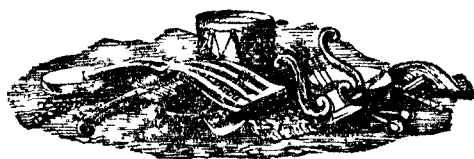
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রান্তর।

(বালক মার্কণ্ড ও দুইজন বয়স্যের প্রবেশ)।

রাঃ জংলা—তাল ঠুংরী।

কিবা শোভা মনলোভা হের নয়নে।
প্রকৃতি বসেছে যেন গভীর ধেয়ানে॥
নির্জ্জনে শাখায় বসে, গাইছে পিক হরিষে,
শ্রবণ যে জুড়াইছে, গায়ক পাখীর গানে।
হরিত বরণ ক্ষেত্র, হেরিলে জুড়ায় নেত্র,
গুণ২ গানে অলি, ধাইছে কুসুম পানে॥
মৃদু২ সমীরণ, অমিয় করিছে সিঞ্চন,
নাচিছে কানন লতা, তার মৃদু পরশনে।
ভাবুক মন মুগ্ধকর, এই বিজন প্রান্তর,
ভাবের তরঙ্গ কত, উঠে আসিলে এখানে॥

প্র, ব। নগর ছাড়িয়ে, কিসের লাগিয়ে,
এই প্রান্তরেতে এলে।

মার্কণ্ড। আসিলে এখানে, আমার যে মনে,
চিন্তার লহরী খেলে॥

দ্বি, ব। একি অভিলাষ, নির্জ্জনেতে বাস,
করিতে কেন বাসনা।
প্র, ব। মোরা সহচর, নহি তব পর,
প্রকাশ করি বলনা॥
মার্কণ্ড। মরমের ব্যথা, প্রাণের যা কথা,
প্রকাশিয়া কিবা ফল।
কেবা তা বুঝিবে, হয়তো হাঁসিবে,
নয় বলিবে পাগল॥
প্র, ব। বাজে কথা কয়ে, মিছে ভুলাইয়ে,
আজকে সখে রেখনা।
দ্বি, ব। মরমের ব্যথা, প্রাণের যে কথা,
খুলিয়া এবে বলনা॥
প্র, ব। মোরা সহচর, নহি তব পর,
লুকাইয়া কিবা ফল।
বল প্রকাশিয়ে, কি ভাব হৃদয়ে,
এবে হয়েছে প্রবল॥
দ্বি, ব। কিসের কারণে, সতত নির্জ্জনে,
থাকিতে বাসনা কর।
কিসের জন্যেতে, আসি কাননেতে,
কেন হৃদয় কাতর॥
প্র, ব। ভাব দেখে সখে বুঝেছি অন্তরে,
পশিয়াছে কীট কুসম ভিতরে,
কি ভাবে ভাবুক হইয়াছ এবে,
কিসের অভাব ঘটিল এ ভবে।

রাঃ লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালি।

বল প্রকাশ করে, কি ভাব উদয় হল অন্তরে।
আমরা তো নই পর, কেন লুকাও অন্তর,
কেন সথে নিরন্তর আস ভাই এ প্রান্তরে॥
কেন তব অভিলাষ, নির্জ্জনে করিতে বাস,
বল করিয়া প্রকাশ, আমাদের কৃপা করে।
ভবের ভোগ বিলাস, তাতে কেন নাই আশ,
বহে সদা দুঃখ শ্বাস, নিমগন থাক ভাবনীরে॥

মার্কণ্ড। যে ভাব উদয় অন্তরে, প্রকাশি তা কেমন করে,
ভাষায় নাহিক ক্ষমতা, বলিতে মরমের ব্যথা।
ভাবের লহরী উঠে মনে, আবার বিলয় হয় ক্ষণেং,
কত কথা মনে হয়, মুখে নাহি বাহিরায়,
ডুবে থাকি ভাবের জীবনে॥

প্র, ব। না বুঝিনু তব কথা, কিবা তব মরমের ব্যথা,
সুখী তুমি সংসার ভিতরে।

দ্বি, ব। কিছুরি নাহি অভাব, তবে কেন এই ভাব,
কিসের ভাবনা অন্তরে॥

ত্রী, ব। পিতা মাতার নয়ন পুতলি,
ভালবাসে প্রাণের সহিত,
পুজ্য তারা জগত মাঝারে,
ধন ধান্য আছে অপ্রমিত।

মার্কণ্ড। সংসারে অনিত্য এ সুখ,
আজ্ মিষ্ট লাগে যাহা, কাল তিক্ত হয় তাহা,
পরিণামে প্রসবয় দুঃখ।

মজিলে এ চিত মায়ার মোহেতে,
সত্যের আলোক হায়, ক্রমে ক্রমে নিবে যায়,
মগ্ন হয় ক্রমে আঁধারেতে ॥

প্র, ব। একি কথা বল ভাই পারিনা বুঝিতে,
হেন ভাব তব মনে উদিল কিমতে।

দ্বি, ব। পিতা মাতার তুমি হৃদয় রঞ্জন,
তোমা পেয়ে তাহাদের সার্থক জীবন,
তোমার বিষণ্ণ মুখ হেরিলে নয়নে,
নিশ্চয় ডুবিবে তাঁরা দুঃখের জীবনে ॥
তাই বলি মন স্থির কর সখে এবে,
বিফল ভাবনা ভাবি কিবা ফল হবে।

মার্কণ্ড। সখে মম নিশ্চয় স্বপন, এই সংসারের পরিজন,
সময়ে হইবে তারা পর।
মায়ায় মোহের ফলে, আমার আমার বলে,
অনিত্যেতে হয় যত্নপর ॥
নিশিতে যেমতি এক তরুপরে,
নানা পক্ষী করে বাস, মিহির হলে প্রকাশ,
যেইরূপ সকলেতে নানা দিকে ধায়,
সেইরূপ পিতা মাতা অনিত্য ধরায়।
নিজ ভাগ্য লয়ে জীব আসে জগতেতে,
নিজের করম ফলে, নিজের সাধন বলে,
সুখ দুঃখ ভুঞ্জে সবে এই সংসারেতে,
অনুক্ষণ ভাসিতেছে, কালের স্রোতেতে ॥

হেলায় খেলায় মাতি কত মূঢ়জন,
এই সংসারেতে আসি, মাখিয়া পাপের মসী,
বিফলে কাটায় এই দুর্ল্লভ জীবনে,
কাঞ্চন ত্যজিয়া রাখে কাঁচেরে যতনে।
কেন জীব আসে ভবে এ কথা ভুলিয়ে,
লয়ে পুত্র পরিজন সুখে কাটায় জীবন,
সুখের তরঙ্গে পড়ি ভাবে মনে মনে,
অমর হইয়া যেন এসেছে এখানে॥
তত্ত্বজ্ঞান পাশরিয়া মত্ত হয় সুখে,
সম্পদ পাইয়া করে, স্ফীত হয় গর্ব্ব ভরে,
ধরাকে ভাবে যেন সরার সমান,
আপনি হইতে চায় সবার প্রধান।
দুদিনের তরে আসিয়া হেথায়,
সংসার পাতিয়া বসে, প্রমত্ত থাকে কুরসে,
ভাবেনা বারেক শেষে কি দশা ঘটিবে,
কি উপায়ে ভবসিন্ধু হইতে তরিবে॥
ভীম বেগে কাল স্রোত অবিরত বহিছে,
নিরবেতে আয়ুধন, সতত করি হরণ,
অগাধ সমুদ্র দিকে, তীর গতি ধাইছে,
সকলের পরমায়ু ক্রমে ক্রমে কমিছে।
কালের কবলে সবে হবে নিপতিত,
কেহ না নিস্তার পাবে, একদিন যেতে হবে,
মোহে মুগ্ধ হয়ে নিত্য ভাবে এ সংসারে,
ভুলিয়া ভাবেনা হায় সেই সর্ব্বেশ্বরে॥

রাঃ মোল্লার—তাল মধ্যমান।

শয়ন করিয়া মোহের শয্যায়, মানব দিন দিন উৎসন্নে যায়।
ভুলে সেই পীতাম্বরে, ডুবে থাকে আঁধারে,
ভাবেনাকো একবার শেষেতে কি হবে হায়॥
পাইয়া তুচ্ছ সম্পদ, মনে করে পরম পদ,
ডাকিয়া আনে বিপদ, বিফলে জীবন খোয়ায়।
থাকিতে দিন দীনবন্ধুরে, ডাক যদি প্রাণ ভরে,
নিতান্ত পাবে অন্তরে, কালে কি বাঁধিবে হায়॥

প্র, ব। ভাই! তুমি অনেক বল্লে বটে, কিন্তু সকল কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌লেমনা। আমরা তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, সেই জন্য জিজ্ঞাসা কচ্চি যে, কি জন্য আজকাল তোমার মনের এরূপ ভাবান্তর হয়েছে, তুমি রাত্র দিন অন্যমনস্ক থাক কেন? বসে২ সর্ব্বদা কি চিন্তা কর? আগে শাস্ত্র পাঠে অনুক্ষণ অনুরক্ত থাক্‌তে, এখন আর ভ্রমেও তাহাতে হস্তার্পণ করনা, লোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে আদৌ ইচ্ছুক নহ, ইহার কারণ কি?

মার্কণ্ড। ভাই! সংসারের অনিত্যতা ও নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি এরূপ বিমনা হইয়াছি, এই মাংস পিণ্ডময় দেহ, যাহা আমাদের প্রধান যত্নের বস্তু ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী, তাহা নানারূপ জটিল ব্যাধির আধার ও ক্ষণভঙ্গুর। সময় উপস্থিত হইলে, কালের একটী নিশ্বাসে ইহার পতন হইবে, মানবের বুদ্ধিবল কিছুতেই ইহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহে। মানব যে সংসার পাইয়া মনে মনে স্বর্গ সুখ ভোগ করে, তাহা নিতান্ত অনিত্য ও ধ্বংসশীল, যাহাকে যতই কেন যত্ন করনা, কালের নিকট হইতে কখনই

রক্ষা করিতে পারিবেনা। কেবল মোহে মুগ্ধ হইয়া মানব আমার আমার বলে নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে। আমি এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া একান্ত চিন্তা-কুল হইয়াছি, সংসারের কোলাহল আমার আদৌ ভাল লাগেনা, সেইজন্য নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা আমার এত বলবতী, নগরের কৃত্রিম শোভা অপেক্ষা স্বভাবের চারুসাজে সজ্জিত এই সকল প্রান্তর দেখিলে আমার মনে আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। কোলাহল পরিশূন্য, এই সকল নির্জ্জন স্থানে আসিলে মন প্রাণ অনেকটা উদাস হইয়া উঠে, চিত্ত সেই অনাদি পুরুষের অপার প্রেম রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। বোধ হয় এই জন্যই মোক্ষ প্রার্থী পুণ্যতপা ঋষিরা নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

দ্বি, ব। ভাই! ভাবে বেশ বোধ হচ্চে যে তোমার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, কাজেই সংসারের ভোগ বিলাস নিতান্ত তিক্ত বোধ হচ্চে। কিন্তু ভাই আমাদের এ বয়সে কি এরূপ চিন্তা করা উচিত? আমরা যখন এখন বালক, তখন এ সময় গুরুগৃহে পাঠে মন নিবেশ করাই কর্ত্তব্য, যাতে পিতা মাতার মনে বিন্দুমাত্র কষ্টের উদয় হয়, সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা যখন প্রবীণ হইব, সেই সময় ধর্ম্ম চিন্তায় মন নিবেশ করিব। এ সময় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, অবিচলিত চিত্তে তাহারি অনুষ্ঠান করিলে যথেষ্ঠ হইল। নবীন বয়সে তোমার ন্যায় অমন ভাবুক হইবার আবশ্যক নাই।

মার্কণ্ড। সখে! তোমার মনের এই ধারণাটী নিতান্ত ভ্রমাত্মক, কারণ ইহা সাধুজন সম্মত নহে। বিশ্বপতির বিশ্ব রাজ্যে যদি এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিত যে, বৃদ্ধ না হইলে জীবের মৃত্যু হইবেনা, তাহা হইলে তোমার যুক্তির সারত্ত্ব স্বীকার করিতাম, কিন্তু ভাই কালেরতো কোন নিৰ্দ্দিষ্ট সময় নাই, বালক, যুবা, কিশোর, এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশু অবধি তাহার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেনা, তাহলে কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে দিনপাত করি। ভবিষ্যতে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিব, এই বিশ্বাসে যে বর্ত্তমানে অলীক প্রমোদে প্রমত্ত্ব হয়, তাহার তুল্য ভ্রান্ত ও মুর্খ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানকে শ্রেষ্ঠ সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বর্ষা কালে বীজ বপন না করিলে, কৃষক যেমন হেমন্ত কালে শস্য লাভ করিতে পারেনা, তেমনি বর্ত্তমানে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে, কিছুতেই ভবিষ্যতে সুফল লাভ করিতে পারা যায়না। বিশেষ একবার সংসারের কালিমা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে, একবার মায়ার সুদৃঢ় পাশে আবদ্ধ হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড় অনায়াস সাধ্য ব্যাপার নহে। সুতরাং বৃদ্ধকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার আশয়ে, বাল্যকালে জাগতিক ভোগ বিলাস লইয়া মত্ত হওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। মৃত্যুর যেমন কালাকাল বিচার নাই, তেমনি ধর্ম্মভীরু মানবের ধর্ম্ম চিন্তা করিবার কোন নিৰ্দ্দিষ্ট সময় নাই, জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই সেই জ্ঞানময় পরম পুরুষের ভাবে বিভোর থাকা ব্যতীত এই ক্ষুদ্র প্রাণ কালের অধীন নশ্বর মানবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। যে মুঢ় মায়ার বশে ইহকালকে সর্ব্বস্ব

জ্ঞান করে, অলীক প্রমোদে বিভোর হয়ে নিজের দুর্লভ মানব জন্মকে বিফল অপব্যয় করে, রত্ন খচিত সুবর্ণ পিঞ্জরে একটা জঘন্য বায়সকে আবদ্ধ রাখে, বহুমূল্য হীরকের সহিত অকিঞ্চিৎকর উপল খণ্ডের বিনিময় করে, তাহার তুল্য অভাগা আর কে আছে, পাপরূপ বোঝায়ে পরিপূর্ণ তার জীবন তরী লোভের বাতাসে ক্রমে যে অকূলের দিকে অগ্রসর হয়, ও শেষে ভীম তরঙ্গে মগ্ন হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়। কাজেই এই দেহের উপর আমার বিশেষ কোন মায়া নাই। এই অনিত্য জীবন যে কিরূপে ব্যয় করা উচিত, সময়ের কি প্রকার ব্যবহার করিলে, পরিণামে সুফল প্রসব করিবে, তাহা আমি এখনও স্থির করিতে পারি নাই, সেইজন্য আমি সর্ব্বদা চিন্তা সাগরে মগ্ন থাকি, সংসারের রোল আমার আদৌ তৃপ্তকর বোধ হয়না।

দ্বি, ব। ভাই! বাল্যকালে উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিলে, পরিণামে লোকে সুখী হইতে পারে। গুরুজনেরা এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। তোমার যখন যথেষ্ট মেধা আছে, তখন কেন উত্তমরূপে শাস্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে পণ্ডিত বলিয়া সংসারে তোমার প্রতিষ্ঠা হইবে, কোন বিষয়ে আর তোমার অভাব থাকিবেনা।

মার্কণ্ড। ভাই! মানব যখন নিজের অভাব বুঝিবে, তখন সে নিজে নিজের অভাব মোচনের জন্য যত্নপর হইবে। নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় যত্ন ব্যতীত কোনকালে পরে কাহারও অভাব মোচন করিতে পারেনা। আর তুমি যে প্রতিষ্ঠার কথা কহিলে, তাহা অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ পদার্থ,

তাহাতে যথার্থ প্রাণের পিপাসা মেটেনা। কাজেই সেই প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পরিশ্রম করিতে আমার আদৌ স্পৃহা হয়না। বিশেষ এই জগতে যথার্থ গুণের পুরস্কার নাই, ন্যায়ের সম্মান অতি অল্প, সুতরাং তাদের মত কখনই অভ্রান্ত হইতে পারিনা। আমি লোকের যশ গ্রাহ্য করিনা, পুস্তকগত বিদ্যা বা নীরস তর্ক কোন কার্য্যকরী নহে। যে বিদ্যা শিখিলে বিশেষ কোন লাভ হয়না, কেবল অন্তরে কতকটা গর্ব্বের উদয় হয়, সেরূপ বিদ্যা শিক্ষার জন্য আয়াস স্বীকার, সময়ের অপব্যয় করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি সেইরূপ বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া লোকের নিকট দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিনা। যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে পরকালের মঙ্গল হয়, মানব জন্ম ধারণ করা সার্থক হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ করিতেছি, বিধি সদয় হইয়া যেদিন আমার সেই আশা পূর্ণ করিবেন, সেইদিন নিশ্চয় আমার অশান্ত অন্তর শান্ত হইবে।

প্র, ব। ভাই! তোমার সব কথার মর্ম্ম আমরা বুঝ্‌তে পারিনি, আমাদের গুরুদেবও দুই তিন দিন বলিয়াছিলেন, যে পাঠের সময় তুমি উন্মনা হইয়া থাক, অবশ্যই তোমার মনের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় তিনি এতদূর বুঝিতে পারেন নাই যে, বৈরাগ্যের অনল তোমার হৃদয় কাননে ধূ ধূ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। যাই হোক, আমরা ইঙ্গিতে তাঁর নিকট তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিব, দেখি তিনি কি প্রতীকারের চেষ্টা করেন।

দ্বি, ব। ভাই! আর এখানে অপেক্ষা কর্ব্বার আবশ্যক কি, দেখ, দেব দিবাকর ক্রমে পশ্চিম গগণ আলোকিত করিয়াছেন, উচ্চ উচ্চ তরুশির সকল যেন সুবর্ণ মুকুটে ভূষিত হইয়াছে, পক্ষীকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগত হচ্চে, প্রকৃতি সতীর ভীষণ ভাব এক্ষণে রম্য মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে, এস আমরা এই সময়ে আশ্রমে যাই।

প্র, ব। আচ্ছা ভাই চল।

(সকলের প্রস্থান।

গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ।

রাগ বেহাগ — তাল তুরু ফাঁকতাল।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

হরিহে তুমি সত্য, তোমার মহিমাও অপার, তোমার কৃপা দৃষ্টি না হলে কিছুতেই অধম জীব তোমার স্থাপিত্ব নির্ণয় কত্তে, কি তোমার ভাবে বিভোর থাক্তে পারেনা। তা না হলে আমার আবার কাজ পড়বে কেন, মনে করেছিলাম যে যতক্ষণ চেতনা থাকে ততক্ষণ নিশ্চল স্থাণুর ন্যায়, সেই চিন্তায় অতীত সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তায় চঞ্চল মনকে নিযুক্ত করে ভীষণ যাতনার কবল হতে মুক্ত হবো, দিবানিশি নাম সুধাপানে ভোর হয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ কর্ব্বো। কিন্তু তা হলনা, ব্যাঘাত পড়লো, কাজেই আমাকে

আমার জীবনের প্রিয় ব্রত ভঙ্গ করে, বিধি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সংসাধনের উপলক্ষ স্বরূপ হয়ে আমাকে আবার ভক্তিজ্ঞান হীন অসার সুখ প্রিয়, ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যদের আবাসে প্রবিষ্ট হতে হল। সেই ভক্তের নিধি ভগবান, কৃপাবান ও ভক্ত-বৎসল সত্য, কিন্তু তাঁকে পাবার পথ ততদূর সুগম নয়। মনের একাগ্রতা ও অসাধ্য সাধনার সহিষ্ণুতা ব্যতীত কেহই সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পারেনা। আমি একজন প্রভুর চিহ্নিত দাস, তবু আমারও যখন সম্পূর্ণ রূপে কামনার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হলনা, তখন সেই মহান্ কাজ যে ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যের পক্ষে সুদূর পরাহত ও এক প্রকার অসম্ভব। এই সংসারে ধর্ম্ম বল দুর্ব্বল মানবদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বল, বাহুবল ও অর্থ বল ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ সেই কৃপাময়ের কৃপা দৃষ্টি যার উপর নিপতিত হয, এই অসার সংসারে সেই ধন্য, তারি মানব জন্ম ধারণ করা সার্থক। প্রভুর অনুগৃহিত ব্যক্তি ভিন্ন, কার সাধ্য যে জাগতিক প্রলোভন রাশিকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়, একমাত্র সর্ব্ব সংহারক কাল, সেই ভাগ্যবানের, নিকট মস্তক নত করেন, ও তাঁর অপ্রতিহত শক্তি তাঁরি নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। যাই হোক, আর এখানে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে প্রভুর আদেশ ক্রমে পরম ভক্ত সরল হৃদয় মার্কণ্ডকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিগে। কারণ দীক্ষা না হলে পরমার্থ পথের পথিক হবার অদৌ অধিকার জন্মায় না। এই বালক মার্কণ্ড প্রভুর নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র, অতি শুভ মুহূর্ত্তে এই ভাগ্যবান ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সময়ে

ইহার দ্বারায় জগতে অতি মহান্ ব্যাপার সংসাধিত হইবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পটে দেখা দেবেন, ততদিন, এই মহাপুরুষের অতুল কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে দেদীপ্যমান থাকিবে। মোহান্ধ মানব, পরিণামে ভক্তি ও বিশ্বাসের সুধাময় ফল সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় রসে আপ্লুত হইবে। এক্ষণে যাই নির্জ্জনে মার্কণ্ডকে ডেকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিগে, তা হলে তাহার মনের উৎকণ্ঠা, প্রাণের পিপাসার শান্তি হইবে। যার অন্তর প্রভুর জন্য যথার্থ কাতর হয়, দয়াময়ের দয়ার নদী তখনি তাহার দিকে প্রধাবিত হয়। ধন্য, এই জগতে মার্কণ্ডই ধন্য। এখন প্রভুর গুণ গাইতে গাইতে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার যা কর্ত্তব্য, তাহা সংসাধন করিগে।

রাঃ বাহার—তাল সুর ফাঁকতাল।

নীরদ নিভ বরণ, নিত্য নিরঞ্জন,
নারায়ণ নিষ্কলঙ্ক, নিরবধি নির্ব্বিকার নিত্যধন।
দানব দলন কারি পীত পীতাম্বর,
মাধব মধুসূদন মহান মহত্তর,
রাতুল চরণ সদা পূজিছে অমর,
সৎগুণ প্রসার বর, সত্যসনাতন ॥
জয় জয় যদুপতি জয় যাদব প্রধান,
জয় কৃষ্ণ কংশারি করুণা নিদান,
পতিত পাবন প্রভু পরম পুরাণ,
রমানাথ রসময় রসিক রতন।

(নারদের প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

কুটীর।

(মৃকণ্ডু ও ব্রাহ্মণী)।

ব্রাহ্মণী। আর নিশ্চিন্ত হয়ে থেকনা, আমার কথা মত এর কোন উপায় দেখ, এখনও সময় আছে, এই সময় কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা না দেখ্‌লে শেষে আমাদের পস্তাতে হবে। দিন দিন ছেলেটার রকম দেখে আমার প্রাণে বড় ভয় হয়েছে, তোমাকে বল্লে আমার কথা আদৌ গ্রাহ্য করনা।

মৃক। প্রিয়ে! তোমার এই সকল কথার বিশেষ কোন সারত্ত্ব নাই। তোমার অন্তরের এইরূপ অমূলক আশঙ্কার উদয়, তোমার রমণীজনসুলভ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। সর্ব্বজন পূজিত বিধাতা যাহার অন্তর যেরূপ উপকরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, মরণশীল মনুষ্যের এমন সাধ্য নাই যে তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথাচরণ করে। তবে তোমাকে এইমাত্র বলে রাখি যে তোমার এই ছেলেটি বড় সামান্য ছেলে নয়, সময়ে তোমার ছেলের যশে সংসার পরিপূর্ণ হইবে।

ব্রাহ্মণী। আমি তোমার ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনি, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত, তোমাদের হৃদয়ে পরের উপর স্নেহ মমতা খুব অল্পই স্থান পাইয়া থাকে। সেইজন্য আমার কথা ততদূর গ্রাহ্য কচ্চনা। আমি সামান্য বুদ্ধি মূর্খ মেয়ে মানুষ হয়ে বেশ বুঝতে পেরেছি যে, আমার মার্কণ্ডের গতিক বড় ভাল নয়, তার মনের বিশেষ কোন ভাবান্তর জন্মাইয়াছে। পূর্ব্বেকার মতন সে আর কাহারও সঙ্গে ভাল করে কথা বার্ত্তা কয়না, সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসে কি ভাবে, সময়ে সময়ে দুই চক্ষু দিয়ে অনবরত অশ্রুজল পতিত হয়। সে দিনতো ওর সমপাঠিরা তোমাকে ওর সম্বন্ধে কত কথা বল্লে, তুমি সে সব কথা গ্রাহ্য না করে এক রকম হেঁসে উড়িয়ে দিলে। কেন, আমার মার্কণ্ডের উপর তোমার কিছুমাত্র মমতা নাই, আমার বড় সাধের মাকণ্ড, স্ত্রী পরিবার নিয়ে সুখে ঘরকন্না করে, একি তোমার সাধ নয়?

মৃক। প্রিয়ে! সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের মনের সাধ কখন কি পূর্ণ হতে পারে, এই সংসারে সেই বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ যাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সে নিজের সংস্কার বশে সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার তিলমাত্র অন্যথা করিতে পারেনা। সংসারের আদি কারণ পরম পুরুষের কৃপায় তোমার মার্কণ্ডের ভাগ্য সাধারণ লোকের ভাগ্য অপেক্ষা নিশ্চয় ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে, মনের প্রবৃত্তি গুলি স্বভাবতঃ পরমার্থ পথের পথিক হইয়াছে,

সুতরাং পরিণাম বিরস অনিত্য ঐহিক সুখ, তাহার পক্ষে যে তিক্ত বোধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এই সমগ্র জগতে কুহকিনী আশা, প্রত্যেক মানবের হৃদয় কন্দরে বাস করিয়া থাকে। যতক্ষণ তাদের শ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয়, চেতনার চিহ্ন মাত্র থাকে, ততক্ষণ তারা আশার সুদৃঢ় বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষম। রুচি ভেদে বিভিন্ন রূপ মানবের বিভিন্ন রূপ আশা হইয়া থাকে, কেহ বা অমৃতের অন্বেষণে জীবন পান করে, আর কেহ বা ত ঐ পানেই পরিতৃপ্ত হয়। আমার বোধ হয় মার্কণ্ড কখনই সামান্য আশার দাস নহে, নিশ্চয় উহার কোন উচ্চাশা আছে, সেইজন্য সংসারের অসার কাজে, কি তুচ্ছ কথা বার্ত্তায় বহুমূল্য সময় অপব্যয় কর্ত্তে সম্মত নহে। কানন মধ্যে একটী সুরভি কুসুম বিকশিত হলে, তাহার সুবাসে সমগ্র বন যেমন আমোদিত হয়, তেমনি বোধ হয় এই সুপুত্রের পুণ্যে আমার কুল অবধি পবিত্র হইবে। কাজেই তোমার এই বৃথা চিত্ত চাঞ্চল্যের কোন বিশেষ ভিত্তি নাই, তুমি কোমল প্রাণা কামিনী, সেই জন্য, তোমার অন্তরে এ প্রকার বৃথা ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে। ফলতঃ সর্ব্বজন পূজিত বিধাতা, মার্কণ্ডের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, কার সাধ্য যে নিয়ত সলিল সিঞ্চনে প্রস্তরে অঙ্কিত মুর্ত্তির বিলোপ সাধন করে।

রাঃ বেহাগ—খাম্বাজ তাল একতালা।

শুন প্রিয়ে শ্রবণে, মম বচন,
তোমার তনয়, সামান্য তো নয়,

প্রভুর কৃপায়, জিনিবে শমনে।
শুনলো ললনা, বৃথা এ ভাবনা,
বিধির বিধি কে বোধিতে পারে,
নিজ অদৃষ্টের ফল. (হে),
সবার প্রবল, তুচ্ছ অন্য বল এ ভব ভবনে॥
পুত্রের তোমার, যেরূপ আচার,
তাতে অনুমান হয় মনেতে,
নিজ করমের জোরে (হে),
অসার সংসারে কেবা পারে তারে, জিনিবে শমনে।
দয়াময় হরি, মোরে কৃপা করি,
দিয়াছেন এ পুত্র রতনে,
শেষে তাঁহার কৃপাতে, এই অবনীতে,
পারিবে পুরিতে যশের নিশান॥

ব্রাহ্মণী। তোমার ও সকল বাজে কথা আমি শুনতে চাইনা। আমার বড় সাধের মার্কণ্ড যাতে ঘরবাসী হয়, তাহার চেষ্টা কর। এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্র মুখ দেখে আমার তাপিত অন্তর শীতল হইয়াছে। এই মার্কণ্ড এখন আমার নয়নের পুতলি, হৃদয়ের অস্থি, ও দেহের নিশ্বাস স্বরূপ। এতো সাধের মার্কণ্ড যদি আমাদের বশে না থাকে, স্ত্রী পুত্র লয়ে সংসারী না হয়, তাহলে সে কষ্ট রাখিবার কি আর স্থান আছে। আজ কাল বাছার মনের ভাবান্তর দেখেত আমার প্রাণে প্রকৃতই ভয় হইয়াছে। সেইজন্য তোমাকে আমি এতো করে বলচি, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে একটী সুন্দরী মেয়ের সহিত আমার ছেলের বিবাহ দি, তাহলে আমার মার্কণ্ডের মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

মৃক। হা অভাগিনী! সামান্য লতাপাশে মদমত্ত হস্তীকে আবদ্ধ করা, কি সহজ কাজ, বসন খণ্ডে অগ্নি শিখাকে লুক্কায়িত রাখা কি অনায়াস সাধ্য ব্যাপার, তেমনি এমন ক্ষমতা কার, যে বিধি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা স্রোতকে প্রতিহত করে? তুমি মায়ার বিকারে সম্পূর্ণরূপে আছন্ন হইয়া আছ, সেইজন্য শূন্য পথে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছ। সুদূর ভবিষ্যতে তোমার দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, সেইজন্য বর্ত্তমানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, গভীর আশায় সমুদ্রে ভাসিতেছ, কিন্তু তোমার এই মনের দুর্ব্বলতা ও দুরাশার জন্য নিশ্চয় পরিণামে তোমাকে অনুতাপের সেবা করিতে হইবে। মানুষ সহস্র চেষ্টা করিলেও, মানুষকে সুখী কি সংসারী করিতে পারেনা। সেই কৃপাময়ের অতুল কৃপা ও নিজের প্রার্থনের ফল ব্যতীত, আর কাহারও যত্ন কিম্বা চেষ্টা কখনই বিন্দুমাত্র কার্য্যকরী হয়না। আমার মার্কণ্ডকে সংসার জালে জড়িত করা যদি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিকুল হয়, তাহলে কার সাধ্য যে তাকে প্রলোভনের মোহে মোহিত করে, কি কর্ত্তব্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

ব্রাহ্মণী। তোমার অনেক কথা বলা অভ্যাস, সেইজন্য প্রায় আবোল তাবোল বক, "ধান ভান্তে শিবের গীত গাও," আমি আজ তোমার ওসব ওজর শুনতে চাইনা। আমার মার্কণ্ড কখনই অশিষ্ট ছেলে নয়, সে তোমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করে, তোমার কথা কখনই সে অমান্য কর্ব্বেনা। তুমি আজ তাকে ডেকে বিবাহের প্রস্তাব কর, ও একটী সৎকুলজাতা সুন্দরী পাত্রী অন্বেষণ করে ঠিক কর। আমি

বিশেষ রূপে এই কাজটি কর্ব্বার জন্য তোমাকে অনুরোধ কচ্চি, তুমি আমার এ কথাটি অগ্রাহ্য করনা।

রাঃ মল্লার—তাল যৎ।

মিনতি এই নাথ করিহে ধরি চরণে,
করোনা অবহেলা দাসীর এ বচনে।
অন্তরে বাসনা মম হয়েছে প্রবল,
কর নাথ কর মম জীবন সফল,
পুত্রের বিবাহ দিয়ে, সুন্দরী বধুরে আনি নিজ নিকেতনে॥
আমি নারী বুঝিয়াছি তনয়েরি মন,
গৃহে নাহি বসে সদা উচাটন,
পরিণয় দিলে, আর কোথা যাবে,
পড়িবে শিকল চরণে।

মৃক। প্রিয়ে! আমি তোমার এই সামান্য অনুরোধটি রক্ষা করিতে সম্মত আছি। তোমাকে সুখী করিবার অভি-প্রায়ে একবার কেন, শতবার মার্কণ্ডকে বিবাহ করিতে অনুরোধ কর্‌তে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্য হইব, তাহা বলিতে পারি না।

ব্রাহ্মণী। বিলক্ষণ, সে তেমন অবাধ্য ছেলে নয়, তোমার কথা কখনই সে অগ্রাহ্য কর্ব্বেনা, তুমি একটু পেড়াপিড়ি করে বলো, তাহলে সে না বলতে পার্ব্বেনা।

মৃক। ভাল, আমি তোমার সাক্ষাতে তাকে বলবো, সে কি উত্তর করে, তা তুমিও শুনতে পাবে। এই যে মার্কণ্ড এই দিকেই আসচে।

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁরা, আজকাল তুই একদণ্ড ও ঘরে থাকিসনা কেন? তুই এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি।

মার্কণ্ড। মা, গ্রামের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রান্তরের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ব্রাহ্মণী। কি আশ্চর্য্য, এমন বিদকুটে ছেলেও তো বাপের জন্মেও দেখিনি। এত জায়গা থাকতে সেই আকাট মাঠে গিয়ে কি লাভ হয়?

মার্কণ্ড। মাগো! কৃত্রিম শোভায় শোভিত, রত্নালঙ্কার খচিত রাজার প্রাসাদ অপেক্ষা প্রাকৃতিক সুষমায় পরিপূর্ণ, স্বভাবের চারুসাজে সজ্জিত সেই নির্জ্জন প্রান্তরে গেলে মন প্রাণ অধিক পরিমাণে পুলকিত হয়। বিশেষ সেই বিশ্ব-পতি বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমার শত শত স্পষ্ট নিদর্শন তথায় বিদ্যমান আছে। ভাবুকের অন্তর সেই সকল দেখিলে ভাবের ভীম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া থাকে। কাজেই, সংসারের কোনরূপ অকিঞ্চিৎকর কৃত্রিম শোভায় আর তাহার মন আকৃষ্ট হয়না।

ব্রাহ্মণী। ছেলে মুখে, ও রকম বুড়ো কথা ভাল লাগেনা, এ সময়ে যত্ন করে গুরু বাড়িতে বিদ্যাভাস করা, তোর এক-মাত্র কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ড। মা, এ সংসারে যে মানবের কর্ত্তব্য বোধ আছে, সময়ের সদ্ব্যবহার জানে, তার আর ভয় ও ভাবনা কি? এই অনিত্য দেহ ধারণ করে, দুদিনের জন্য ভবে এসে এমন বিদ্যা অভ্যাস করা চাই, যে তার প্রভাবে পরিণামে প্রভূত পরাক্রান্ত কালকে জয় করিতে পারা যায়। তা না

করে, যে বিদ্যা শিখায় বিশেষ কোন লাভ নাই, মনের কিছু-মাত্র উন্নতি হয়না, কেবল কতকটা তমোর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অসার তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে, সেরূপ অপ-শিক্ষায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপব্যয় করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সেই সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারায় অনেক মহত্ত্বর কার্য্য সাধন করিতে পারা যায়। যে বিদ্যা প্রভাবে মনুষ্য, মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে, হৃদয়ে বিমল শান্তির উদয় হয়, সেরূপ বিদ্যা পুঁথিতে নাই, অধ্যাপকের নিকট পাওয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ। যদি কৃপাময় কৃপা করিয়া এ তাপিত দাসকে একজন উপযুক্ত গুরু মিলাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অহঙ্কার বর্দ্ধক তুচ্ছ পার্থিব বিদ্যা ত্যাগ করিয়া, সে বিদ্যা শিখিলে অন্তরাত্মা শীতল হইবে, আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই বিদ্যা শিখিতে চেষ্টা কর্ব্বো।

ব্রাহ্মণী। ওকি রকম কথা বলিসরে, লেখা পড়া না শিখলে, সকলে যে মুর্খ বলবে, কোন স্থানেও আদর পাবিনা, সকলেই অবজ্ঞা কর্ব্বে, তোর পক্ষে সে কি ভাল হবে ?

মার্কণ্ড। মা! স্বার্থের দাস, অসার সুখপ্রিয়, হীনপ্রাণ, মনুষ্যের নিন্দা স্তুতিতে সমান জ্ঞান না কল্লে, কখনই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়না। বিশেষ মা, এই সংসারে যথার্থ গুণের পুরস্কার নাই, সত্যের সমাদর অতি অল্প, স্বার্থের গন্ধ থাকিলে, নিজের প্রয়োজন বুঝিলে চাটুকার মনুষ্য একজন মহাপাপী নরপ্রেতকেও দেবতা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মত কখনই অভ্রান্ত হতে পারিনা, আমি সেরূপ স্বার্থপর অল্পপ্রাণ

মনুষ্যের নিকট অসার সম্মান লাভের লোলুপ নহি। সমাজে লোকের নিকট অপরিচিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করাই আমার মনমত সাধ। সংসারের অসার কোলাহল শ্রবণে, আমি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হই, পদে পদে মানবের ভ্রান্তির আতিশর্য্য দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাই, সেইজন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে গিয়া বসিয়া থাকি ও একমনে নিজের বিষয় চিন্তা কবি।

ব্রাহ্মণী। তুই আমাদের বড় আদরের ধন, এই অল্প বয়সে তোর আবার চিন্তা কি, এখনতো সংসারের কোন রকম ভার তোর উপর পড়েনি, তবে তোর আর কিসের ভাবনা, আমি তোর কথা শুনেতো একেবারে অবাক হয়ে-গেছি।

মার্কণ্ড। মা! এটা যে আপনি ভুল বল্লেন, এই সংসারে কি চিন্তা শূন্য মনুষ্য আছে, মানবের জ্ঞানের সঞ্চারের সময় হইতেই চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়া ফেলে, দুর্ভাগা মানব মোহবশে অন্ধ অনিত্য চিন্তায় অভিভুত হয়ে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম বিফলে অপব্যয় করে, আর যে জন চতুর, ভাগ্য যার প্রতি প্রসন্ন, সেই ভাগ্যবান অসার চিন্তা ত্যাগ করিয়া, চিন্তামণির চরণ চিন্তায় চঞ্চল মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখে, ও পরিণামে শমনের করাল কবল হতে পরিত্রাণ পায়। কানন মাঝে যে প্রকার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ আমারও হৃদয় রাত্রদিন চিন্তার দীপ্ত দীপ শিখা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। আমি কে, কি জন্য এখানে আসিলাম, এ মানব জন্ম ধারণের উদ্দেশ্য কি, এই কয়দিন

পরে আবার কোথায় যাইব প্রভৃতি চিন্তা প্রবল হইয়া পরতে পরতে আমার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইতেছে। কোন মহাত্মার সদুপদেশরূপ সলিল সিঞ্চন ব্যতিরেকে আমার এ দারুণ চিন্তাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে। জানিনা কতদিন পরে দীনবন্ধু এই দীনহীন দাসকে সেরূপ সুদিন দান করিবেন।

ব্রাহ্মণী। বাছা! তুমি আমার সুবোধ ছেলে, সব বোঝ, তবে কি জন্য আমার সম্মুখে এ প্রকার প্রলাপ বকলে, পণ্ডিতেরা মানবের যে সময়ের যাহা কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ করেচেন, তাহার অনুষ্ঠান করাই সুবোধের কার্য্য, বৃদ্ধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিলে, কি বালক বৃদ্ধের আচরণে অনুকরণ করিবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি এখন বালক, এই জগতে তোমার এখন অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। এই কিশোর বয়স তোমার চিন্তার প্রশস্ত কাল নহে, অতএব তুমি এক্ষণে তোমার মনকে পরিবর্ত্তন কর, সুপুত্রের ন্যায় পিতা মাতাকে সুখী করিতে চেষ্টিত হও, আর এ প্রকার কঠোর চিন্তায় তোমার তরল মস্তিষ্ককে আলোড়ন করিওনা।

মার্কণ্ড। মা! যদি জগতে এ প্রকার অকাট্য নিয়ম প্রচলিত থাকিত যে বৃদ্ধ না হইলে মানবের মৃত্যু হইবেনা, তাহা হইলে বরং আমি আপনার যুক্তির স্বারবত্ত্বা স্বীকার করিতাম, কিন্তু মা মৃত্যুর তো কোন স্থিরতা নাই, কাল, অনুক্ষণ জীবের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, কখন যে কাহাকে আক্রমণ করিবে তাহার কিছুমাত্র স্থির নাই, সুতরাং কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি? যেমন বরষা কালে বীজ-বপন না করিলে হেমন্ত সময়ে শস্য লাভ হয়না, তেমনি

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপব্যয় করিলে বৃদ্ধকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টা করিলেও কোন প্রকার সুফল প্রসব করেনা। ফলতঃ ধর্ম্ম চর্চ্চার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই নিজের পরকাল চিন্তা করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের মৃত্যুর যেমন কোন ধার্য্য সময় নাই, তেমনি ধর্ম্ম চিন্তা করিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বর্ত্তমানে সদানুষ্ঠান না করিলে, ভবিষ্যতে কখনই কোন সুফল হয় না। অতএব বৃদ্ধকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এই আশায় যৌবন কালে অনিত্য সংসারে একবার প্রবেশ কল্লে, আর তাহার কোন উপায় থাকেনা। কারণ, পশু, জালে বদ্ধ হইলে যেমন মুক্ত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার, তেমনি, একবার সংসারের মোহে মোহিত হয়ে পড়লে আর তাহার অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর বলে বোধ হয়না। বিশেষ মনুষ্যের অভ্যাস, তাহার স্বভাবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। সহজে কেহ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেনা, সেইজন্য বলচি যে বাল্যকাল হইতে, যাহা অভ্যাস করিবে, বৃদ্ধকালে সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা সহজে বিস্মরণ হওয়া কখনই অনায়াস সাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষ একবার পঙ্ক মাখিয়া শেষে তাহা প্রক্ষালন করিয়া ফেলা অপেক্ষা, আদৌ পঙ্ক স্পর্শ না করাই যুক্তি সঙ্গত।

ব্রাহ্মণী। আমি ছেলে মুখে ও রকম বুড়ো কথা শুনতে ভাল বাসিনা, এখন তোর পিতা তোকে যা অনুরোধ কচ্চেন, তাহা তুই রক্ষা করবি কিনা স্পষ্ট করে বল?

মার্কণ্ড। পিতার আজ্ঞা আমার শিরধার্য্য, কারণ এই

সংসারে পরম পূজনীয় পিতৃদেব ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বরূপ, কিন্তু মা পার্থিব পিতার অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে যদি জগৎ পিতার অতুল প্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, তখন সুপুত্রের কি কর্ত্তব্য ?

ব্রাহ্মণী। আজ কাল তুই বড় বাচাল হয়েচিস, অনেক কথা শিখেচিস, আমি তোর সঙ্গে অতো বকতে পারিনা। তোর পিতা যা বলচেন, তা ওঁর মুখেই শোন।

মার্কণ্ড। পিতঃ! আপনি এ দাসকে কি আজ্ঞা কর্ব্বেন, অকপটে প্রকাশ করুন, যদি আমার ক্ষমতার অধিন হয়, তাহলে নিশ্চয় তাহা প্রতিপালন করে নিজের নশ্বর জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিব।

মৃক। তোমার প্রসূতির নিতান্ত সাধ যে তুমি দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হও, কারণ তুমি আমাদের কুলের প্রদীপ ও বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বল, তোমাকে সংসারী হইতে দেখিলে আমাদের তাপিত অন্তর শীতল হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ পুত্র বধূর মুখচন্দ্র দেখিবার সাধ আমাদের অন্তরে নিতান্ত প্রবল হইয়াছে। যদি তুমি নিজে সঙ্গত বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি তোমার জননীর বাসনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হও।

ব্রাহ্মণী। আমাদের এই সামান্য অনুরোধটি অগ্রাহ্য করোনা। এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে পেয়ে সকল শোক, সকল যাতনা বিস্মৃত হইয়াছি, এখন তোমার বিবাহ দিয়ে বউ ঘরে আনলে আমার সকল সাধের উদ্‌যাপন হয়।

মৃক। বৎস! নিরুত্তরে রইলে যে, আমাদের প্রস্তাব

কি তোমার মনমত হলোনা? এক্ষণে তোমার যাহা মনগত অভিপ্রায় তাহা অকপটে প্রকাশ কর।

ব্রাহ্মণী। ও কি তোমার কথা অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারে, সেইজন্য চুপ করে আছে, বিশেষ লজ্জা বশতঃ মুখে কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পাচ্চেনা। তুমি এক্ষণে আমার মার্কণ্ডের অনুরূপ একটী সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা অন্বেষণ কর, আমি খুব শীঘ্র শীঘ্র বাছার বিবাহ দিয়া বউ ঘরে আনিব।

রাঃ সাহানা—তাল ঠেকা।

বাসনা মম মনে।
শীতল করিব চিত পুত্র বধূ দরশনে॥
তুমি সত্বর হয়ে, দেশ বিদেশে গিয়ে,
তনয়ের অনুরূপ পাত্রী আন এথানে।
আমার বাছার মন, হইয়াছে উচাটন,
গৃহবাসী হবে সুত, পড়িলে প্রেম বন্ধনে॥

মার্কণ্ড। পিতঃ! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত আপনারা আমাকে এ প্রকার অসঙ্গত আজ্ঞা করিতেছেন। এই অনিত্য সংসারে দুই দিনের তরে আসিয়া তুচ্ছ মায়ার শিকলে আবদ্ধ হইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। বালক বালিকারা ভুমে রেখা পাত করিয়া যেরূপ ঘর সংসার পাতিয়া খেলায় মত্ত হয়, ও ক্রিড়ান্তে যেমন তাহার নাম মাত্র থাকেনা, সেইরূপ অবোধ মনুষ্যেরা স্ত্রী পুত্র লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু সর্ব্ব সংহারক কাল প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের নিরাশ নীরে নিমগ্ন করাইয়া দেয়, বিশেষ নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে, কিছুতেই বিবাহ করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। সংসারী হইতে হইলে অগ্রে অর্থের আবশ্যক, অর্থ

না হইলে কখনই সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়না, সুতরাং অগ্রে আমি উপার্জ্জন করিতে না শিখিলে কিরূপে বিবাহ করিব। অনর্থক তোমাদের গলগ্রহ বৃদ্ধি করা কি উচিত?

ব্রাহ্মণী। তোর সে সব ভাবনা ভাবতে হবেনা, যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই তাহার আহার সংগ্রহ করিয়া দিবেন, মানুষ রাত দিন বসিয়া ভাবিলেও কোন উপায় স্থির করিতে পারেনা। এখন ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের অনুরোধ রাখবি কি না স্পষ্ট করে বল।

মার্কণ্ড। মা! এই কর্ম্মভূমি, লোকে যাকে সংসার বলে অভিহিত করে, তাহা আমাদের পরীক্ষার স্থল, উপ-ভোগের স্থান নহে। যে মূর্খ আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, ইহকালকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া সংসারের মায়ায় মোহিত হয়ে পড়ে, আর তার ইহজন্মে পরমার্থ পথের পথিক হইতে স্পৃহা হয়না। কাজেই সেই হতভাগ্যকে বার বার কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। বিশেষ মানবের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবার পদের শৃঙ্খল স্বরূপ, ও ধর্ম্ম চিন্তার প্রধান অন্তরায়। ক্ষণভঙ্গুর পরিণামবিরস পার্থিব প্রেমে মনে বিমল আনন্দের উদয় কিছুতেই সম্ভবেনা, সেইজন্য যার সঙ্গে একবার প্রেম করিলে, ইহজন্মে কখন বিচ্ছেদ হয়না, সেই পরম পুরুষের প্রেম লাভের জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়াছি। কাজেই তুচ্ছ ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে জীবনের বহুমূল্য সময় অপব্যয় করিতে আমার ইচ্ছা হয়না।

মৃক। বৎস, সাধারণ লোকে তোমার উচ্চাশা কখনই উপলব্ধি করিতে পারিবেনা, বিশেষ তোমার দুর্ব্বল হৃদয়া

স্নেহময়ী জননী নারীজনসুলভ মায়ায় মোহিতা হয়ে তোমাকে লইয়া সংসারী হইতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছে। তুমি দার পরিগ্রহ না করিলে কখনই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবেনা। এ অবস্থায় তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ কর, তাহারি অনুষ্ঠান করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি অল্প বয়সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, সুতরাং কোন বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দেওয়া নিরর্থক, যদি তুমি তোমার স্নেহময়ী জননীকে সুখী করা, নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ কর তাহা হইলে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হও।

মার্কণ্ড। পিতঃ! চপল প্রকৃতি ব্যক্তির ন্যায়, সহসা কোন বিষয়ে মতদান করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষ চির জীবন যাহার সহিত সম্বন্ধ, একবার আবদ্ধ হইলে, যখন আর কিছুতেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেরূপ গুরুতর বিষয়ে স্বীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য। সেইজন্য আমার সানুনয় প্রার্থনা যে আমি একটু বিবেচনা করিয়া দুইদিন পরে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব। এক্ষণে অনুমতি করুন আমি এই স্বায়ংকালে একটু ভ্রমণার্থ বহির্গত হইব, আমার বয়স্যগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মৃক। বৎস, তোমার ইচ্ছার স্রোতকে প্রতিহত করা আমার অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার বাসনারূপ কার্য্য করিতে পার।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞে। (মার্কণ্ডের প্রস্থান)।

ব্রাহ্মণী। দেখলে, মার্কণ্ড আমাদের কোন কথা স্পষ্ট স্বীকার কল্লেনা, কেবল পাঁচটা বাজে কথা বলে আসল

কথাকে চাপা দিয়ে রাখলে, আর তুমিও তো কোন রকম পেড়াপিড়ি কল্লেনা, বরং তারি কথায় সায় দিয়ে যেতে লাগলে, এটা কি তোমার উচিৎমত কাজ হলো। আমি তোমাকে এত করে বুঝিয়ে বল্লুম, তা তোমার আদৌ গ্রাহ্য হলোনা। আজ তো নিজের কানে ছেলের কথা গুলো শুনলে, ছেলে মুখে ও রকম বুড়োমি কথা কি ভাল লাগে। মনের কোন রকম গোলমাল না হলে, আমার অমন সুবোধ ছেলে কখনই ও রকম আবোল তাবোল বক্‌তোনা। নিশ্চয় ওর অন্তরে কোন রকম ভাবান্তর জন্মেছে, এখন সময় আছে, এখন যাতে ওর মন ফিরে যায়, সাধ্য মতে তাহার জন্য চেষ্টা কর, ভাল করে বুঝিয়ে বিবাহ কত্তে সম্মত করাও, খুব সুন্দরী একটী মেয়ের সন্ধান কর, তা না হলে বোধ হয় আমার মার্কণ্ড কখনই গৃহবাসী হবেনা।

রাঃ আড়ানা বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

কান্ত একান্তে বলি তোমায়,
কর সদুপায়, বংশেতে সতত যেন বহে তনয়।
নয়ন পুতলি সম প্রাণের নন্দন,
নিরখিয়া বিধুমুখ রেখেছি জীবন;
মনেতে আছে বাসনা, পুরাও প্রভু কামনা,
দিয়ে পুত্রের পরিণয়॥

মৃক। প্রিয়ে! কাননে ভীম দাবানল প্রজ্জ্বলিত হলে, সামান্য নীহার পাতে যেমন তাহা কখনই নির্ব্বাপিত হয়না, তেমনি পুত্রের অন্তরে যে বৈরাগ্যের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা সদুপদেশ দ্বারায় প্রশমিত করা কিছুতেই অনায়াস সাধ্য ব্যাপার নহে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিপুল সুকৃতি ব্যতীত

এরূপ অল্প বয়সে কাহার বিমল জ্ঞান জন্মায় না। বিধাতা তোমার পুত্রের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেনা। আমি তোমার অনুবোধ মত মার্কণ্ডকে সংসারী হইবার জন্য বিস্তর বুঝাইব, যাতে বিবাহ করে, তাহার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিব, কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্য হইব, তাহা বলিতে পারিনা।

ব্রাহ্মণী। বিলক্ষণ! এ কথা আমার বিশ্বাস হয়না, যতই কেন হোক না মার্কণ্ড কখনই তোমার কথা অমান্য কর্ব্বেনা, তবে তুমি বিশেষ করে একটু পেড়াপিড়ি করো, যেন আজকার মতন ওর কথায় সায় দিয়ে যেওনা।

মৃক। আমি চেষ্টার ত্রুটী কর্ব্বোনা, তারপর আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা কেহই খণ্ডন কর্ত্তে পার্ব্বেনা। এক্ষণে আমি যাই, কারণ দিনমণি পশ্চিম গগণে ঢলে পড়েচেন, এই সময়ে সন্ধ্যাপোসনায় প্রবৃত্ত হইগে।

(মৃকণ্ডুর প্রস্থান)।

ব্রাহ্মণী। আর আমি এখানে অপেক্ষা করে কি কর্ব্বো, আমিও কুটীর মধ্যে যাই। মা জগদম্বে! দাসীর প্রতি কৃপা করে, আমার বড় সাধের মার্কণ্ডের মনটি ফিরিয়ে দাও, বাছা যেন আমাদের কথা শুনে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করে। মাগো! তুমিই এই অভাগিনীর একমাত্র বল ও ভরসা, তোমারি শ্রীচরণ দাসীর প্রধান সম্বল, ঐ পবিত্র নাম আমার জপমালা, দেখো মা দাসীকে যেন পরিণামে নিরাশ নীরে ভাসতে না হয়, শ্রীপাদপদ্মে দাসীর এইমাত্র প্রার্থনা।

(ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

—— * ——

প্রান্তর।

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)।

——————

রাঃ হাম্বির—তাল একতালা।

চেতরে চেতরে চিত, জীবন বিফলে যায়,
কতকাল নিদ্রা যাবি শুইয়া মোহ শয্যায়।
পদ্মপত্রে যথা নীর, তেমতি প্রাণ অস্থির,
অনিত্য এই শরীর মরণ নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম পথে কাঁটা দিয়ে, পুত্র পরিজন লয়ে,
আছরে সুখে বসিয়ে অমর ভেবে।
কবে কাল কাল বশে, জোরে এসে ধরবে কেশে,
ভাব তাই হৃষিকেশে থাকিতে সময়॥

না, কিছুতেই না, আমি কিছুতেই আমার উচ্চলক্ষ হতে পরিভ্রষ্ট হইবনা, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতি ও ভালবাসা টুকুন ক্ষীণপ্রাণ কোন মনুষ্যকে কখনই দেবনা। আমি বেশ জানি যে একবার সংসারে প্রবেশ কল্লে, একবার মায়ার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হলে, আর সহজে তার মুক্তিলাভ ঘটেনা। আমার পিতা মাতা যদি আমাকে যথার্থ স্নেহ কর্ত্তেন তাহলে কখনই আমাকে এ অলীক প্রসঙ্গে প্রমত্ত

করিয়া, পরমার্থ পথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহারা সামান্য সাংসারিক সুখাস্বাদনের আশায়, আমাকে সংসারী করিতে চাহেন, বোধ হয় এইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন, যে এই সংসারে যথার্থ পরার্থপরতা নাই, নিজের স্বার্থের সামান্য গন্ধ না থাকিলে কেহ কাহাকে ভালবাসে না। যাই হোক, আমি আমার জীবনের যাহা সারব্রত বলিয়া স্থির করিয়াছি, প্রাণপণে তাহা উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করিব, মুক্তার লোভে যে ভীষণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, নিশ্চয় তাহার তলদেশ অবধি দেখিব, সকল প্রকার প্রলোভন ও অনু-রোধকে উপেক্ষা করে, অটল অচলের ন্যায়, নিজের প্রতিজ্ঞা পথে বিচরণ করিব, কিছুতেই বিচলিত হইবনা। জীবের জীবন যখন পরিপক্ক ফলের ন্যায় পতনশীল, ও ফেণের মতন অসার, তখন বৃথা কাজে ও অনিত্য প্রসঙ্গে প্রমত্ত হয়ে দুর্লভ সময় অপব্যয় করা কি উচিৎ? তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর প্রেমের লোভে মত্ত হয়ে, জগৎ পতির অতুল প্রেম হতে বঞ্চিত হওয়া কি বড় গৌরবের কথা? অমৃত ত্যাগ করে, তক্র পানে পরিতৃপ্ত হওয়া কি সুবোধের কাজ? যে নিতান্ত মূর্খ, সেই জগতে পশু আশা পূর্ণ করাকে শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া জ্ঞান করে, সুতরাং পরিণামে সেই সব অভাগারা যে নিয়ত অনুতাপের সেবা করিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমি পিতা মাতার অনুরোধ ক্রমে যদি দার পরিগ্রহ করিয়া একবার সংসারে প্রবেশ করি, আমার চিত্ত যদি একবার মায়ার মোহে মোহিত হয়, তাহলে নিশ্চয় প্রভুপদ প্রাপ্ত হওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। আমি যদি ইচ্ছা

করিয়া, একখণ্ড তুচ্ছ উপল খণ্ডের লোভে মুগ্ধ হয়ে বহুমূল্য হীরককে অগ্রাহ্য করি, সুধাকরের বিমল বিভাকে উপেক্ষা করে, খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকে যদি তৃপ্ত হই, তাহলে আমার তুল্য অভাগা আর কেহই নাই, আমার এই ভবে আসাই বৃথা হইবে। অবোধ পতঙ্গ সুধা বোধে যেমন দীপ্ত দীপ শিখায় পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তেমনি স্বার্থপর মানব সুখী হইবার বাসনায় সংসারের কালীমা, চন্দনের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে, ও ক্রমে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। আমি প্রাণ থাকিতে কখনই, সেরূপ নীচ পথের পথিক হইবনা, মনের যাহা অভিলাষ তাহা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ করিব, দেখি দয়াময় কতদিন পরে এই দাসের উপর সদয় হন। একি, সহসা কেন এই বনস্থলি কেমন এক প্রকার স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, বোধ হয় কোন দেবতা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, ঐ যে পিযুষপ্রপাত সম অদূরে কার মধুর সঙ্গিত স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, এ কখন মানব কণ্ঠ প্রসুত নয়, আমি অনন্যমনে এই সঙ্গীত সুধা পান করি।

(গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)।

রাঃ মল্লার—তাল ধামার।

জয় হে জগত জীবন, যদুপতি জনার্দ্দন।
রসময় রমানাথ, রাধিকা মনমোহন॥
জয় দেব দানবারী, কেশব কৃষ্ণ কংশারি,
গোলোক বেহারী হরি নিরদনিভ বরণ॥
জয় যাদব প্রধান, জয় পুরুষ পুরাণ,
স্মরিলে পবিত্র নাম ত্রাসে পলায় শমন।

অমল কমল জিনি, রাতুল পদ দুখানি,
জয় জয় জগৎ স্বামী সত্যময় সনাতন ॥

নারদ। ভাগ্যবান! আমাকে দেখে তুমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইওনা। আমি তোমার জন্য, তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবার অভিপ্রায়ে এই মর্ত্ত ভূমে আগমন করিয়াছি। তোমার করুণ ক্রন্দন, সেই সর্ব্বশক্তিমানের কর্ণগোচর হইয়াছে। বৎস। দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় সেই পরম পুরুষের উপাসনা করিয়া কখন কাহাকে বিফল কাম হইতে হয়না। সেইজন্য ভক্ত আদর করে ভক্তবৎসল বলে ডাকে। তোমার মনভীষ্ট পূর্ণ কর্ব্বার জন্য তাঁর আদেশ ক্রমে আজ আমি এখানে আসিয়াছি।

মার্কণ্ড। (প্রণাম করিয়া), প্রভো! আপনি কে, কি জন্য এই নিবিড় কানন মধ্যে পদার্পণ কল্লেন?

নারদ। বৎস! আমি একজন শ্রীকান্তের ভক্ত, আমার নাম দেবর্ষি নারদ, তোমাকে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি, কারণ বীজমন্ত্র জপ না করিলে কোন কালেও সাধনার সিদ্ধ লাভ হয়না, সেইজন্য গুরুর শ্রীমুখ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা অতীব আবশ্যক। অদ্য এই শুভ মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।

মার্কণ্ড। প্রভুর কৃপায় এ দাস আজ কৃতার্থ হইল, এই অধমের প্রতি যে দয়াময়ের এতদূর দয়া, তা আমি পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলাম না। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

নারদ। বৎস! তুমি অদূরের ঐ সরোবর হইতে স্নান করিয়া আইস, তাহারপর শাস্ত্রানুসারে আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব।

মার্কণ্ড। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি ভবদীয় আজ্ঞানুসারে, এখনি স্নান করিয়া আসিতেছি। বোধহয় প্রভুর অনন্যসাধারণ কৃপায় অদ্য এ দাস নূতন জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে, এমন কি এ অধমের ভববন্ধন অবধি মোচন হইবার একান্ত সম্ভাবনা। অগ্নিসংযোগে অঙ্গার যেমন স্বমূর্ত্তি পরিত্যাগ করে, তেমনি দয়াময়ের দয়ায় এ দাসের মলিন হৃদয় বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে, বোধ হয় আর আমার উপর দুরন্ত কৃতান্তের কোনরূপ অধিকার থাকিবেনা। এক্ষণে প্রভুর আজ্ঞা মত স্নান করিয়া আসি।

(মার্কণ্ডের প্রস্থান)।

নারদ। (স্বগতঃ), অতি শুভক্ষণে এই ক্ষণজন্মা মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার বিমল যশে ধরণী পরিপূর্ণ হইবে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ-পটে উদয় হইবেন, ততদিন, ইহার এই ভাগ্যফলের অতুল কীর্ত্তি অক্ষুণ্নভাবে দেদীপ্যমান থাকিবে। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রচণ্ড তাড়নায় বিন্দুমাত্র হীনপ্রভ হইবেনা। এক্ষণে জগৎ-পূজ্য চতুর্ম্মুখের আজ্ঞাক্রমে এই ধর্ম্মপিপাসু যুবককে মহামন্ত্র দান করিয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দি। তাহা হইলে সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার জন্মাইবে। দুরাশার দাস, স্বার্থপর ভ্রমান্ধ মানবদের ভক্তির প্রভাব বোঝাইবার অভিপ্রায়ে, এই যুবকের দ্বারায় কোন মহত্ত্বের কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ও সেই

বিচিত্র ব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইবে। ঐ যে মার্কণ্ড স্নান করিয়া আসিতেছে।

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)।

মার্কণ্ড। প্রভো! এক্ষণে দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

নারদ। বৎস! এইখানে উপবেশন কর, আমি তোমার কর্ণে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র দান করি। (কর্ণে মন্ত্রদান) ভাগ্যবান, সাধারণ লোক অপেক্ষা তোমার ভাগ্য ভিন্ন-উপকরণে গঠিত হইয়াছে, কঠোরতপা জিতেন্দ্রিয় ঋষিরা তোমার বিমল চরিত্র অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে। অদ্য আমি তোমার চিত্ত-ভুমিতে যে বীজ বপন করিলাম, কালে তাহা বহু-শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষ পরিণত হইবে, এবং জ্ঞানপিপাসু সত্যপথের পথিক শত শত ব্যক্তি তাহার অমৃতোপম ফল ভক্ষণ করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবে। অদ্য আমি তোমাকে যে অমূল্য ধন দান করিলাম, ইহার বিনিময়ে, তুমি সেই মহাদুর্দ্দিনে রক্ষা পাইবে। হৃদয়ে অন্তরে এই মহাধন সঞ্চিত করিয়া রাখিলেই, মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব, মনুষ্য নামের উপযুক্ত হয়। পরাৎপর পরম পুরুষের অনুকম্পায়, তুমি অদ্য নূতন জীবন লাভ করিলে, সকল প্রকার পার্থিব বন্ধন অদ্য তোমার সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর তুমি মুক্ত পুরুষের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে, সংসার রঙ্গভুমে বিচরণ করিবে। মহীলতা মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থান করিয়াও যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করেনা, তেমনি সাংসারিক কলুষ রাশি, শারদীয় গগণের ন্যায় তোমার বিমল অন্তরকে বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত করিতে পারিবেনা। স্বর্গীয় কুসুম পারি-

জাতের ন্যায় তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যখন ভক্তির সুবাসে আমোদিত, পরিণামবিরস আপাত মধুর, ঐহিক অনিত্য ভোগ বিলাসে যখন বীতস্পৃহ, সেই তত্ত্বাতীত পরম পুরুষের তত্ত্বানুসন্ধানে যখন নিয়ত তৎপর, তখন এই ভীষণ ভব-সমুদ্র পার হওয়া তোমার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। তুমি নিজের হৃদয়বলে ঋষিজনোচিত সদ্গতি লাভে কৃতার্থ হইবে, ও জগদম্বার যাবতীয় সুসন্তানেরা তোমার চরণে মস্তক নত করিতে বাধ্য হইবে। তোমার তুল্য পরমার্থ-পথের পথিক ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবাকে বিশেষ কোন উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিপুল পুণ্যফলে, সকল প্রকার দুরূহ তত্ত্ব, অতি সহজে তোমার বোধগম্য হইয়াছে। সুতরাং তোমাকে আর কি শিক্ষা প্রদান করিব! তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, অনিত্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া রাত্রদিন চিন্তামণির চরণ চিন্তায় চঞ্চল মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে কোন প্রকার ত্রাসে কাতর হইতে হইবেনা। পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায়, ও নিজের সাধন বলে, তুমি এই ভবধামে ধন্য হইবে।

রাঃ কালেংড়া—তাল মধ্যমান।

সাধন প্রভাবে ভবে ধন্য হবে।
শমন সভয় চিতে শরণ নেবে॥
ছিছু তোমায় যেই ধন সতত করো যতন,
সার্থক হবে জীবন অন্তে তরিবে।
সুধীজন তুমি অতি, ধর্ম্মপথে সদা মতি,
বরদে বিমলা পতি তোমায় তুষিবে॥

মার্কণ্ড। গুরুদেব! কঠিন লৌহ পরেশপাথরের পরশে যেমন সুবর্ণ হয়, তেমনি ভজন সাধন হীন এই অধম, প্রভুর পবিত্র পদরজ স্পর্শে আজ ধন্য হইল। বোধ হয় কেবল মাত্র এই অভাগাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু এই ধরাধামে পদার্পণ করিয়াছেন! নিতান্ত দীন ব্যক্তি পথমধ্যে যেমন অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পায়, এ দাস তেমনি বিনা পুণ্যে স্বর্গ লাভের ন্যায় প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। ভাষায় এমন কোন উপযুক্ত শব্দ নাই যে তার দ্বারায় আমার মনের গূঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হই। আজ কৃপা-ময় কৃপা করে, এ অধমের ভবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন, ও গন্তব্য সুপথ দেখাইয়া বাধিত করিলেন। এক্ষণে প্রার্থনা, যেন চিরকাল এ দাসের মন ঐ অভয় শ্রীচরণে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকে।

নারদ। বৎস! এই সংসারে তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চয় চিন্তার অতীত সেই ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়া পরি-তুষ্ট হইবে, তোমার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই, কারণ এই সংসারের সেই আদি পুরুষ তোমার উপর নিতান্ত অনুকূল, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণী রত্নগর্ভা হইয়াছেন, তুমি তোমার কুলের তিলক, ও বংশের গৌরব স্বরূপ, তুমি একমনে আমার দত্ত মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলেই তুমি অনায়াসে কৃতান্তের দর্প চূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। এক্ষণে আমি অন্যত্রে গমন করি, অগতির গতি শ্রীপতি তোমার মঙ্গল করুন।

মার্কণ্ড। এ দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নারদ। তোমার সার্ব্বাঙ্গিন কুশল হোক।

(নারদের প্রস্থান)।

মার্কণ্ড। দয়ারসাগর মহর্ষির কৃপায় আজ ধন্য হইলাম, দিশেহারা পথিক যেন সুপথ প্রাপ্ত হইল, এতদিন হতাশ হৃদয়ে অকূল সাগরে ভাসিতেছিলাম, আজ দেবর্ষির অনু-কম্পায় কুল দেখিতে পাইলাম। এখন একবার মনে প্রাণে ঐক্য করে তাঁকে ডাকতে পাল্লে, আমার এই নশ্বর মানব দেহ পবিত্র হবে। সেই অগতির শ্রীপতি যে তাঁর অনুগত ভক্তদের উপর নিতান্ত সদয়, তাঁর অতুল কৃপার যে ইয়ত্তা নাই, তাহা আমার এই ঘটনাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইল। আহা! প্রভুর কি অপার করুণা, দয়াময় আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আশাপূর্ণ করিবার মানসে এই দেবর্ষিকে উত্তর সাধক করিয়া পাঠাইয়াছেন। আহা! কৃপানিধি অধম জীবের উপর এতদূর কৃপালু না হলে, তাদের আর কোন উপায় ছিলনা। দেবপ্রতিম দেবর্ষি নারদও অধমের চিত্তভূমিতে যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, যদি আমার ভাগ্য বশতঃ কোনরূপে নষ্ট হইয়া, সাধনরূপ তরুতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া নশ্বর জীবনকে শীতল করিতে সমর্থ হইব, এক্ষণে আমি আমার বয়স্যদের নিকট গমন করি। আমার বিলম্ব দেখে তারা নিশ্চয় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে, কাজেই তাদের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।

(মার্কণ্ডের প্রস্থান)।

সপ্তম অঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত লীলাকুঞ্জ।

(হর-পার্ব্বতীর আসীন)।

মহাদেব কর্ত্তৃক গীত।

রাঃ মালকোষ—তাল চৌতাল।

দয়াল দীনবন্ধু দেব দেব দামোদর।
অনাদ্য অচ্যুত অবিনশ্বর॥
জয়তি জনার্দ্দন জয় যাদব প্রধান,
পরম পুরুষ প্রভো, পিতা পতিত পাবন,
জয় কমলাকান্ত, শ্রীনাথ শ্রীপতি শ্রীকান্ত,
ভকত বল্লভ, শ্রীপদ পল্লব ভাবি নিরন্তর।
রসিক রসময় রসিকজনরঞ্জন,
নিত্যময় নিরাধি নিত্য নিরঞ্জয়,
কেশব কৃষ্ণ কংশারি, বিপিন বিহারি শ্রীহরি,
গোবিন্দ গোপাল, যশোদা দুলাল, জয় গদাধর॥

গৌরি। আহা! প্রভুর কণ্ঠনিসৃত, সেই পরাৎপর পরম পুরুষের মহিমায় পরিপূষিত, এরূপ মধুর সঙ্গিত শ্রবণ কল্লে, প্রকৃতই আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। যে পবিত্র

সঙ্গিতের অপ্রতিহত প্রভাবে, বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা প্রাদুর্ভূতা হয়েছিলেন, তাহা কখনই সামান্য বস্তু নয়। একমাত্র সঙ্গিতের সাধনায় অনেকে ব্রহ্মপদ অবধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভ্রমান্ধ নিতান্ত হীন-জনেরা এই স্বর্গীয় পবিত্র বস্তুকে নিতান্ত কলুষিতভাবে ব্যবহার করিয়া, নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু বহুমূল্য মুক্তামালা নীচ বানরের কণ্ঠ ভূষণ হইলেও যেমন মুক্তার বিশেষ অগৌরব হয়না, তেমনি ইহার পবিত্রতা কিছুতেই হ্রাস হইবার নহে।

হর। প্রিয়ে! যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। পুরীষ ও পায়েস একস্থানে থাকিলেও কদর্য্যভোজী শূকর যেমন পুরীষের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি মায়ার দাস, সংসারের অজ্ঞমানবেরা নিজেদের রুচি অনুসারে দেবর্ভোগ্য পবিত্র বস্তুকে নিতান্ত ঘৃণিত ও কলুষিত ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা অনিত্য ইহকালকে নিত্য জ্ঞান করিয়া দিন দিন মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে, তিক্ত বিষয় ভোগে উন্মত্ত হয়ে তত্ত্ব কথা বিস্মৃত হইয়াছে, সেই সকল অভাগারা যথার্থই নয়ন থাকিতে অন্ধ, দুর্ল্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুবৎ ব্যবহারে দিন-পাত করিতেছে, তাহারা কখনই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেনা। কেবল শৃঙ্খলমুক্ত বলীবর্দ্দের ন্যায় উদাসভাবে দিন কয়েক সংসারে বিচরণ করিয়া শেষে নিয়ত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে থাকে। তখন সুদারুণ অনুতাপের শেষ করা ব্যতীত আর কোন প্রকার উপায়ন্তর থাকেনা।

গৌরি। নাথ! তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে সংসাররূপ রঙ্গভুমে মানব নানাবিধ অভিনব অভিনয় করিতেছে, যদি তাহাদের বাক্য অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি জন্য এই বিবেকসম্পন্ন মানবদের মধ্যে ভক্ত ও পাষণ্ড, ধার্ম্মিক ও তস্কর, ঈশ্বর পরায়ণ ও নাস্তিক উভয়বিধ মানব পরিদৃশ্য হয়? অপরের সামান্য কষ্ট দেখিলে, একজনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, আর একজন কি জন্য একজন ভ্রাতাকে অপার দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বিপুল আনন্দাদি অনুভব করে? যখন সকল মনুষ্য এক প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত, হিতাহিত জ্ঞান যখন সকলকারি আছে, তখন কি জন্য এ প্রকার বিষম বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে? ঈশ্বরের সৃষ্টি এই মানব ওরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইবার কারণ কি? তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া দিলে তো তাহারা অনায়াসে পরমার্থ পথের পথিক হইতে পারিত।

হর। প্রিয়ে! জীবসৃষ্টির অদ্ভুত উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত থাকিলে, কখনই এ প্রকার সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদয় হইতনা। মেঘ যেমন সকল স্থানে সমান ভাবে বারী বরিষণ করিয়া থাকে, তেমনি সেই পরাৎপর পরম পুরুষের দয়া সকল মানবের প্রতি সমান ভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কাহার উপর তাহার বিশেষ অনুগ্রহ কি নিগ্রহ নাই। সেই সমদর্শী পুরুষের দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান, মানব কেবল স্ব স্ব কর্ম্মফলে, ও সাধনবলে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুস্কৃতি নিবন্ধন

মানবের রুচি ভিন্নভিন্নরূপ ধারণ করে, ও তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া তাহার অদৃষ্ট গঠিত হয়। যেমন বরষাকালে বীজ বপন করিলে, শীতকালে শস্য লাভ হইয়া থাকে, তেমনি পূর্ব্বজন্মের সৎকার্য্যের ফল, ইহজন্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্য অল্প বয়সে অল্প পরিশ্রমে এক একজন বিপুল ফললাভ করে, অজ্ঞ লোকেরা এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে নিরপেক্ষ বিচারক ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া অনুমান করে, কিন্তু জীব মাত্রেই স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। মনুস্য দিনদিন যত ঈশ্বর পরায়ণ হয়, ততই তাহার স্বভাব বিমল ও উন্নত হইরা থাকে, আর যে পরম পুরুষকে বিস্মৃত হইয়া সাংসারিক ভোগ বিলাসে মত্ত্ব হয়, ততই ক্রমে ক্রমে নীচকর্ম্মা ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে। নিয়ত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে ক্রমে অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া পড়ে, বিবেকের মধুর উপদেশ বাণী, তখন আর কোন প্রকার কার্য্যকরী হয়না। এইরূপে স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রভাবে মানবের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া থাকে। বিশেষ এই কর্ম্মভূমি জীবের মহা পরীক্ষার স্থল, উপভোগের স্থান ইহা নহে। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইলে, তবে পরিণামে অনন্ত সুখভোগের অধিকারী হয়। যে মূর্খ আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পরিণাম বিরস অনিত্য ঐহিক সুখে প্রমত্ত্ব হয়, দিন দিন সেই হতভাগ্য উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে, সেই ভ্রান্ত মানবের পরিত্রাণের আর কোন প্রকার উপায় থাকেনা। তাকে পুনঃপুনঃ কঠোর জঠর যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হয়। শ্রীপতির শ্রীচরণে অকপটে

মন প্রাণ সমর্পণ কল্লে তবে জীব মহা মহা সঙ্কটে উদ্ধার হইয়া থাকে। পাপীর পরিত্রাণের জন্য সেই কৃপাময়ের কৃপানদী নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তাতে একবার অবগাহন করিতে পারিলে, হৃদয়ের সকল প্রকার মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়, ও মোক্ষ পদলাভে অধম জীবের অধিকার জন্মায়, যে নিতান্ত অভাগা, ভাগ্য যার প্রতি একান্ত অপ্রসন্ন, সেই কেবল অসার সংসার পাইয়া পরমার্থ পথে কণ্টক বিস্তার করে, একখণ্ড সামান্য লোষ্ট্রের সহিত বহুমূল্য হীরকের বিনিময় করিয়া নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে।

গৌরি। নাথ শুনুন অদূরে কেমন মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রুত হচ্চে, বোধ হয় দেবর্ষি নারদ তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে, আপনার গুণ গান করিতে করিতে এইদিকে আসিতেছেন।

(গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)।

রাঃ মল্লার—তাল ধামার।

শঙ্কর বিনা কে সঙ্কটে তারিবে।
ভব বিনা ভবে কার ভরসা করিবে॥
জয় হে ভবানি পতি, পরমেশ পশুপতি,
বৃষভ বাহনে গতি, মহিমার কেবা সীমা দিবে।
আশুতোষ আশুতোষ, ত্রিপুরারী ব্যোম কেশ,
গলে সদা শোভে শেষ, এ দীনে দয়া করিবে॥

(প্রণাম করিয়া)।

আহা কিবা শোভা হেররে নয়ন,
শঙ্কর শিবায় অপূর্ব্ব মিলন,

এ হেন সুষমা সংসারের সার,
হেরিলে ভক্তের আনন্দ অপার।
রজত গিরির পাশেতে দামিনী,
শিবপাশে শিবা শোভিছে তেমনি,
নেহারি প্রভুর রাতুল চরণ,
হইল সার্থক আমার জীবন,
এরূপ স্বরূপ আছে কি ভুতলে,
ভকতের চিত্ত ভাসে ভক্তিজলে॥
যুগল রূপের মরি কি মাধুরি,
চপলার পাশে রজতের গিরি,
জটায় গঙ্গিনী কুলকুল করে,
গরজিছে ফণি বেড়ি বাঘাম্বরে।
ধকধক শশী জ্বলিছে কপালে,
এরূপ সুষমা অতুল ভুতলে,
নিমীলিত আঁখি বসিয়াছে ধ্যানে,
সপ্তমির শশী যেনরে গগণে॥
বামেতে বিমলা রূপের প্রভায়,
চঞ্চলা চঞ্চলা ভয়েতে লুকায়,
যেজন শরণ লইয়াছে পদে,
তার কিবা ভয় পার্থিব বিপদে,
শমন সশঙ্ক তাহাকে হেরিলে,
মুক্তিধন হায়, পায় অবহেলে।
চঞ্চল মনেরে, করি অচঞ্চল,
ভক্তিভাবে পূজি চরণ কমল॥

স্তব।

জয় ভবেশ ভৈরব, চরণ পল্লব, দেহ দীনে।
জয় সুরারি নাশন, সত্য সনাতন ব্যক্ত পুরাণে ॥
জয় জ্ঞানের আধার, গুণের সাগর নিত্যধন।
জয় পিণাক পণ্ডিত, পিশাচ মণ্ডিত নিরঞ্জন ॥
জয় কালের শাসক, বিষাক্ত কণ্টক মহেশ্বর।
জয় যোগেন্দ্র যোগেশ, গলে শোভে শেষ মহত্ত্বর ॥
জয় বৃষভ বাহন, বিভুতি ভুষণ কলেবর।
জয় বরীন্দু পাবক, ত্রিনেত্র ধারক গঙ্গাধর ॥
জয় ব্যোম ব্যোম কেশ, দেব আশুতোষ দিগম্বর।
জয় পতিত পাবন, পুরুষ প্রধান মহেশ্বর ॥
জয় কৃতান্ত বঞ্চক, কুবের বান্ধব কৃতজ্বর।
জয় দেব ত্রিলোচন, ত্রিতাপ নাশন সতীবর ॥
জয় যোগীর জীবন, ভকত রঞ্জন, ভোলানাথ।
পড়িয়াছি দায়, রাখ রাঙ্গা পায় দীননাথ ॥

রাঃ কালেংড়া—তাল আড়াঠেকা।

নসনা বসনা শিব নামেতে।
তবিবে ভবসাগব উঠি কৃপাতবিতে ॥
ভাব সে বাতুল পদ, সুবেব স'ব সম্পদ,
অনায়াসে মোক্ষপদ পাবিবে তুই শেষেতে।
দয়ার সাগব হব, হর হর তাপ হব,
তুস্তাবে দেব নিস্তার নিজ গুণে,
আমি হে অধম জনা, কি জানি তব সাধনা,
বিতরিয়া কৃপাকণা হবে আমায তাবিতে ॥
দুর্দ্দান্ত অসুরগণ, কনি শ্রীপদ সাধন,

জিনিল অমরগণ বাহুর বলে,
দিনে দিনে গত কাল, নিকটে বিকট কাল,
তাই ওহে মহাকাল স্থান দেহ শ্রীপদেতে॥

গৌরি। এস নারদ এস, তোমার স্তবে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে কোথা হইতে এই কৈলাস ধামে আসিলে?

নারদ। মা! কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য একবার ধরাধামে গিয়াছিলাম।

গৌরি। নারদ! তোমার কথা শুনে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম, কারণ এখন তোমার কাজ শেষ হয় নাই। নির্জ্জনে নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রভুপদ চিন্তা ভিন্ন এ জীবনে আর কি প্রয়োজনীয় কাজ হইতে পারে? তুমি সেই শ্রেষ্ঠ কাজ পরিত্যাগ করে, কি অসার কাজে সময়ক্ষেপ করিলে?

নারদ। মা! আমার বিশেষ কোন কাজ নাই, অথচ মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর, আমার ভাগ্যে ঘটেনা। আমার নিজের সমস্ত কাজ, ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়াছি, আমাকে কেবল পরের জন্য ভ্রাম্যমাণ চক্রসম রাত্রিদিন ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে হয়। মাগো! তোমার কৃপাদৃষ্টি পতিত না হলে, কেহ কি কখন কর্ম্মের কবল হতে নিস্তার পেতে পারে, বোধ হয় আমার এখন তেমন সুদিন উপস্থিত হয়নি, সেইজন্য চিন্তামণির চরণ চিন্তা ত্যাগ করে, অসার কাজ নিয়ে সতত উন্মত্ত থাকতে হয়। যেদিন এই অধম সন্তানকে ঐ সুরাসুর সেবিত পবিত্র পাদপদ্মে স্থান দেবেন, সেইদিন দাসের সকল প্রকার কর্ম্মপাশ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন আর কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচেরে

যত্ন করিতে আদৌ ইচ্ছা হইবেনা। কৃপাময়ীর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হলে, কাহারো তেমন সৌভাগ্যের উদয় হয়না।

হর। বৎস! তোমার তুল্য গুণবান মহাপুরুষের ঈদৃশ বিনয় ও শিষ্টাচার সন্দর্শনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। বৃক্ষের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা, ফলবান শাখাটি যেমন নমিত হইয়া পড়ে, তেমনি নিতান্ত গুণবান সৎপুরুষেরাই তমবর্জ্জিত ও অমায়িক ভাব সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তুমি নিজে তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ, সামান্য আশা ও আকাঙ্কার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছ, সর্ব্বসংহারক কালের অপ্রতিহত ক্ষমতা, তোমার নিকট ব্যর্থ হইয়াছে, কাজেই তোমার নিজের কর্ম্ম জীবন শেষ হইয়াগিয়াছে, আশা ও আকাঙ্কার তৃপ্তি হইয়াছে, এখন কেবল দেব দ্বিজের উপকারের জন্য, ধরণী নিরুপদ্রবের আশয়ে, আর সেই লীলাময়ের লীলারঙ্গের সহায়তা হেতু, তোমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, বস্তুতঃ তোমার নিজের কোন কার্য্য নাই। কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকিলে, কেহ কোন কার্য্যে শ্রম স্বীকার করেনা, কিন্তু কেবল মাত্র তুমি, এই সংসারে পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে। সামান্য মানবে এ প্রকার অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেনা। পরকে সুখী করিবার জন্য যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারেন এ সংসারে তিনিই ধন্য, তারি জীবন ধারণ করা সার্থক।

নারদ। প্রভো! সামান্য জল, ফুলের সহিত থাকিলে যেমন সুরভিত হয়, পরেশ পরশে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে, তেমনি প্রভুর কৃপা হলে, অতি হীনজন

হতে নিতান্ত দুস্কর কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। আমার ন্যায় সামান্যজনের দ্বারায় কোন প্রকার মহত্তর কার্য্য সম্ভবেনা, কেবল দয়াময়ের অগণ্য সাধারণ কৃপার গুণে এ দাস ধন্য হইয়াছে।

গৌরি। নারদ! তোমার ন্যায় নির্ম্মল হৃদয় ভক্ত আর কেহই নাই। পশুপতি নিরন্তর তোমার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তোমার তুল্য গুণবান সৎপুরুষ অতি বিরল, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুমি ধরাধামে গমন করিয়াছিলে?

নারদ। মাতঃ! এই সমগ্র বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় যখন তোমার জ্ঞানদৃষ্টির আয়ত্তাধিন, তখন, আমি কি উদ্দেশে ধরাতলে গিয়াছিলাম, তাহা কি মা তোমার জান্তে বাকি আছে?

হর। বৎস! তোমার কথাগুলি অভ্রান্ত বটে, কিন্তু ততদূর সমীচীন নহে, ভক্তের মহিমা বিস্তারের জন্য, ও লীলা-রঙ্গের উৎকর্ষ সাধনের আশয়ে প্রিয়ার আত্ম বিস্মৃত হইয়া থাকে, কাজেই তাহাকে সাধারণ মানব ধর্ম্মের অধীন হইতে হয়। তাহা না হইলে লোক শিক্ষার জন্য, আমাদের এই লীলা যে ব্যর্থ হইবে, কাজেই প্রিয়তমা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে সরলভাবে তাহার বাক্যের উত্তর দান কর।

নারদ। মা! আমার সর্ব্বান্তরযামিনী, সকলের মনের গূঢ় ভাব বিশেষরূপে জানেন, তবে যদি জেনে শুনেও আমার মুখে শোনবার ইচ্ছা হয়, তাহলে শুনুন, আমি প্রভুর ইচ্ছা-ক্রমে স্বধর্ম্ম পরায়ণ, তেজপুঞ্জ কলেবর মৃকণ্ডু নন্দন মার্কণ্ডকে

কৃতার্থ করিবার জন্য ধরাতলে গিয়াছিলাম। পূর্ব্ব হইতে তাহার হৃদয় কাননে বৈরাগ্যরূপ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাসনারূপ তৃণ গুচ্ছকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই অন্তর কষিত কাঞ্চনের ন্যায় পবিত্র হইয়াছে, প্রাণ সেই অগতির গতি শ্রীপতিকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত কাঁতর হইয়া উঠিয়াছে, আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাহার কর্ণ কুহরে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র দান করিলাম। এইবার হইতে সকল প্রকার সাধনায় তাহার প্রকৃত অধিকার জন্মাইবে, ও নিজের হৃদয়বলে ও সাধনফলে, পরিণামে ঋষিজনোচিত সদ্গতি লাভে সমর্থ হইবে।

হর। দীনের গতি দীনবন্ধুর বর প্রভাবে. পরমার্থ পথের পথিক মহাভাগ মৃকণ্ডুর ঔরসে অতি শুভ মুহূর্ত্তে মার্কণ্ডের জন্ম হইয়াছে, এই মহাত্মা কোন প্রকার পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেনা, চিরকাল ভগবানের চিরজীবন উৎসর্গ করিবে। মহীলতা মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইয়াও যেমন বিন্দুমাত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করেনা, তেমনি এই ভাগ্যবান সংসারে বাস করিয়াও ঐহিক প্রমোদে প্রমত্ত হইবেনা, মায়ার অমোঘ পরাক্রম তাহার নিকট প্রতিহত হইবে। নিতান্ত কঠোরতপা জিতেন্দ্রিয় ঋষিরা যে কার্য্য সাধনে ভীত হয়, এই মহাত্মার দ্বারায়, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ-পটে উদয় হইবেন, ততদিন এই ভাগ্যবানের অতুল কীর্ত্তি কিছুতেই ম্লান হইবেনা। ঐহিক কামনা পরিশূন্য হইয়া, শ্রীকান্তের শ্রীপাদপদ্মে অকপটে শরণ লইবার ফল যে কতদূর সুধাময়, তাহা ভ্রমান্ধ জীবেরা

উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে, ভক্তির জয় জগতে সম্যক্‌রূপে বিশোধিত হইবে, এবং মলিন বুদ্ধি শত শত ভ্রমান্ধ মানব, তাহার বিমল চরিত্রের অনুকরণ করিয়া, সংসারে ধন্য হইবে। সুতরাং অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমাধা করিবার জন্য, দেবর্ষি নারদ ধরাতলে গিয়াছিল। তাহার এই কার্য্যের দ্বারায় প্রভুত উপকার সংসাধিত হইল।

গৌরি। মহাত্মা মার্কণ্ডের তুল্য সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কারণ অগতির গতি শ্রীপতি, ও আপনি তাহার শুভানুধ্যায়ি, পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য ব্যতীত কাহারো এতদূর ভাগ্যের উদয় হয়না। একটী সুরভি কুসুম বিকশিত হলে, তাহার সুবাসে যেমন সমগ্র কানন সুরভিত হইয়া থাকে, তেমনি কুলে ভাগবদ্ভক্ত একটী সুপুত্র জন্মাইলে, তাহার গুণে সেই বংশ অবধি পবিত্র হইয়া যায়, ও চিরকালের জন্য সংসারে অতুল কীর্ত্তি অক্ষুণ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। কালের প্রচণ্ড তাড়নায় তাহা বিন্দুমাত্র পরিম্লান হইবেনা।

হর। পিযুষ প্রপাত সম তোমার বদন নিসৃত মধুর বাক্যগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী, ও যুক্তিমার্গের একান্ত অনুকুল, কিন্তু প্রিয়ে! পাপ তাপময় এই সংসারে যথার্থ গুণের পুরষ্কার নাই, যে মহাত্মা সংসারে পদাঘাত করিয়া ভাগবদ্ভক্ত হইবে, তাহাকে নিরন্তর সংসারে পাষণ্ডদের নিকট নিয়ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। মহাত্মা মার্কণ্ডের ভাগ্যে এই চির প্রচলিত প্রথায় অন্যথাচরণ হইবেনা।

গৌরি ।১ সে কথা সত্য, কিন্তু নাথ দেব দিবাকর স্বীয় কিরণ প্রভাবে, যেমন মেঘরাশি ভেদ করিয়া উদয় হন, তেমনি ধর্ম্মের প্রতি যার মতি থাকে, শ্রীনাথের শ্রীপাদপদ্ম যার সার সম্পত্তি, পরিণামে নিশ্চয় তাহারি জয়লাভ হইয়া থাকে। মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় সংসারে কোন প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করিয়া পরিত্রাণ পায়না। ঘোর অমাবস্যার পর যেমন মধুর পূর্ণিমার উদয় হয়, তেমনি ধর্ম্মভীরু সাধুরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। নিয়ত শীলা বরিষণে অচল যেরূপ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়না, তেমনি অসার সংসারের সারধন ভক্তি, যার হৃদয় ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে, জগতের মনুষ্যকৃত সকল প্রকার অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করিতে সক্ষম হন, তাঁর অন্তরের ভাবান্তর উপস্থিত করা বড় অনায়াস সাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষ যে অল্পায়ু অভাগাদের কালপূর্ণ হইয়াছে, প্রাণ পরিত্যাগের নিতান্ত প্রয়োজন, কেবলমাত্র সেইসব দুরাত্মারা নিজেদের ধ্বংশের জন্য উদার হৃদয় ভক্তপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। ভীম বিষধরের ফণায় পদাঘাত করিলে, কি প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে, যেমন কিছুতেই জীবন রক্ষা হয়না, তেমনি সাধুদ্বেষি হইলে, তাহাকে অচিরকাল মধ্যে অপ্রতিহত ঐশ্বরিক তেজে সেই হতভাগ্যকে ভস্মিভুত হইতে হয়। আর আমাকেও তো সেইজন্য মাঝে মাঝে ভীমামূর্ত্তি ধারণ করে ভীষণ রণরঙ্গে মত্ত হইতে হয়।

রাঃ মুলতান—তাল কাওয়ালি।

রক্ষিতে ভকতি।
ভূতলে উদয় হই বহু রূপেতে॥
রাখিতে ভকতমান, করেতে করি কৃপাণ,
তাহার দেখ প্রমাণ দানবের সমরেতে।
মনে প্রাণে ঐক্য করে, যেজন পারে ডাকিবারে,
তার কি ভয় সংসারে, কি করিবে তারে কালেতে॥

নারদ। মাগো! মহামতি তত্ত্বজ্ঞানী মার্কণ্ড যখন তুচ্ছ পর্ণ কুটীর ত্যাগ করে, বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেছে। তখন সামান্য ঝড়ে তার আর ভয় কি? ভাগ্যক্রমে সে যে সহায় পেয়েচে, তাতে কার সাধ্য আছে, যে তার বিন্দুমাত্র অহিত করে পার পায়। বিশেষ সংসারে নির্য্যাতন রাশি অম্লান মুখে সহ্য কর্ত্তে শিখলে, নিন্দা, স্তুতিতে সমান জ্ঞান কল্লে, কলঙ্কের কালীমা চন্দনের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মাখলে, তবে প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মবীর মার্কণ্ড অসামান্য হৃদয়বলে নিশ্চয় এই মহা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছি, যে এই সংসারে যখন কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হইবে, তখন মা মা বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করো, তাহলেই তখনি অভয়া আসিয়া সমস্ত ভয় দূর করিয়া দিবেন।

গৌরি। অবশ্য, মার্কণ্ড যদি কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া আমার শরণাপন্ন হয়, তাহলে আমি তখনি, সর্ব্বজন ভীতিপ্রদ ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া শত্রু সংহার করিব।

নারদ। মাগো! এই জন্যই ভক্তে তোমাকে দয়াময়ী বলে ডাকে, পিতা অপেক্ষা সন্তানের উপর, মাতার স্নেহ যে

অধিক বলবতী, মার এইরূপ অপরূপ কৃপা, তাহার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। সাধকের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সৎকার্য্য, কখন ব্যর্থ হয়না, সেইজন্য পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্যফলে, অল্প পরিশ্রমে, একেবারে এতদ্দূর উন্নত হইল।

হর। ভক্তের করুণ ক্রন্দন আমি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিনা, অল্পায়াসে আমি তুষ্ট হই, সেইজন্য সকলে, আমাকে আশুতোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। আমি আমার সেই নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে, সুখ মত্ত মানবকে আমার অনন্য সাধারণ প্রভাব দেখাইবার উদ্দেশে, মার্কণ্ডকে মহা মহা দায় হইতে রক্ষা করিব, ও সেই উপলক্ষে সংসারে এক অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া রাখিব।

নারদ। মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করে, যিনি প্রভুর এতদ্দূর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তাহার ভাগ্য নিশ্চয় ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে। বৃহৎ অর্ণবযানের পশ্চাতে ক্ষুদ্র তরণী বাঁধিলে, যেমন অনায়াসে তুফান পূর্ণ সমুদ্র পার হইতে পারা যায়, তেমনি প্রভুর শ্রীপদরূপ তরি আরোহণ করিয়া, ধর্ম্মবীর মার্কণ্ড অনায়াসে দুস্তার ভবসাগর হইতে পার হইবে। আমি তাহাকে যে বস্তু দিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রসাদে ও নিজের ভক্তির গুণে কালজয়ী হইয়া জগতে চির-স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিবে। এক্ষণে এ দাস পবিত্র পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

গৌরি। বাছা! তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো, তুমি নিজের সাধনবলে সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়াছ, তবে এইমাত্র বলি যে তোমার মন যেন

তোমার মনের মতন থাকে, ও এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবে পরের উপকার করিয়া বিমল আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়া সুখী হও।

নারদ। মা! এ দাসকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ অভয় পাদপদ্মে আমার মতি থাকে, তাহলেই সকল প্রকার কাম্য বস্তু আমার পক্ষে করতলে ন্যস্ত ফলের ন্যায় অনায়াস সাধ্য হইবে। এক্ষণে একবার দেবরাজের সভা উদ্দেশে গমন করি।

(নারদের প্রস্থান)।

রাঃ পিলু—তাল ঠুংরি।

কিবা শোভা মধু মিলনে।
শোভিতেছে তরুলতা নূতন ভূষণে॥
মলয়ার সমীরণ, করিছে সুধা সিঞ্চন,
কাঁপিছে কানন লতা, তার মৃদু পরশনে।
ফুটিছে কুসুম ফুল, জুটিতেছে অলি কুল,
তুষিতেছে সদা মন, সদা গুণ গুণ গানে॥

গৌরি। নাথ! ঐ শুন্‌নুন তাপসবর বীণা যোগে, কেমন মধুর স্বরে গান কচ্চে, চলুন আমরাও ঐ খানে গমন করি।

হর। আচ্ছা প্রিয়ে চল।

(হর গৌরির প্রস্থান)।

অষ্টম অঙ্ক।

প্রান্তর।

(মার্কণ্ড ও তিনজন বয়স্যের প্রবেশ)।

১ম ব। ত্যজিয়া নগর ভীষণ প্রান্তরে,
কেন সখে এলে হেথা।
কি লাভ হইবে পশিলে কাননে,
বল সখে সেই কথা॥

২য় ব। নিরজন স্থান প্রিয় সখার,
তাই আসে ভ্রমিতে হেথায়।
প্রাণের অধিক মোরা ভালবাসি,
তাই প্রতিবাদ করিনাকো হায়॥

মার্কণ্ড। নগরের কোলাহল নহে প্রিয় মম,
তাই আসি বিজন বিপিনে।
হেরিলে ইহার অতুল সুষমা,
ভাবের তরঙ্গ খেলে অন্তরেতে॥

৩য় ব। আমরা সখে নহি তব পর,
প্রিয়তম সঙ্গি অভেদ অন্তর,

কায়া সনে ছায়া যেইরূপ রয়,
সেইরূপ সখে রহিয়াছি হায়।
যতদিন দেহে রহিবে জীবন,
এইরূপে দিন করিব যাপন,
অভেদ হৃদয়, সখে সবাকার,
না হইলে দেখা, নিরখি আঁধার,
সবিনয়ে সখে তাইহে সুধাই,
কানন মাঝারে কেন এস ভাই।

১ম ব। শ্বাপদ শঙ্কুল নিবিড় কানন,
নরভুক্ রক্ষ ভ্রমে নিরন্তর,
তাল বৃক্ষ সম ভীম অজাগর,
শত শত হেথা, ভীষণ আকার।
নিতান্ত সাহসী শূর যেইজন,
তার প্রাণে হয় ত্রাসের সঞ্চার,
মৃগয়া কারণ আসিলে হেথায়,
শানিত শস্ত্রেতে হইয়া ভুষিত ॥
কিন্তু আমরা বুঝিবারে নারি,
কি আশার আশে আসে প্রাণসখা,
এহেন ভীষণ নিবিড় কাননে,
মৃগয়ার সাধ নাহিক মানসে,
ভ্রমে জীব হিংসা কভু নাহি করে।

২য় ব। থাকিতে নগরে প্রমোদ উদ্যান,
নানা জাতি ফুলে, কিবা সুশোভিত,

নয়ন রঞ্জন, সে সব সুষমা,
পক্ষীয় কুজন অমিয় বরষে।
হেন রম্য স্থানে না করি গমন,
শোভা হীন, জনশূন্য এ বিপিনে,
কিবা ফলোদয় আসিলে হেথায়,
হিংস্র জন্তু যথা করে বিচরণ ॥
পুণ্যতপা ঋষিগণ সংসার ছাড়িয়ে,
পরমার্থ তত্ত্বে উন্মত্ত হইয়ে,
নিবিড় কাননে, রহে নিরন্তর,
কেন মোরা আসি গৃহীয় সন্তান।

মার্কণ্ড। কেন যে আসি এখানে, লোকালয় পরিহরি,
বোঝে আমার এ মন, মুখে প্রকাশিতে নারি।
কৃত্রিম শোভায় পূর্ণ, সংসারের সমুদয়,
না মজে মানস তাহে, কালেতে বিরূপ হয় ॥
এই সব তরু বয়, হের কেমন মাধুরী,
আহা কোন শিল্পকর, রোপিয়াছে শ্রেণী করি।
প্রণয় কাহারে বলে, দেখাতে অবোধ নরে,
মাধবী লতা উঠিয়াছে, প্রিয় তরু সহকারে ॥
এদের এ আত্মদান, রবে চিরকাল তরে,
হবেনা কভু বিচ্ছেদ, শুকাইলে তরুবরে।
স্বার্থের বসেতে হায়, মানবেরা ভালবাসে,
পিপাসার শান্তি হলে, ভুলে যায় অনায়াসে ॥
তাই সখে এ সংসারে, আমার না মন যায়,
কাহারে ভালবাসিতে, জড়াতে মম হৃদয়।

দুদিনের তরে আসা, ভবের এ পরিজন,
সকলি অলীক হায়, যেন নিশার স্বপন ॥

১ম ব। ভাই মার্কণ্ড! এই রকম ধরণের কথা, আমরা প্রায়ই তোমার মুখে শুনিয়া থাকি। যদিও তোমার সকল কথার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারিনা, কিন্তু তথাপি শুনতে কেমন ভাল লাগে, সেইজন্য পুনঃপুনঃ শোনবার ইচ্ছা প্রবল হয়। কারণ, সুধাময় সারগর্ভ তোমার বাক্যগুলি শ্রবণ পথ দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ পূর্ব্বক, হৃদয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করায়, মুহূর্ত্ত জন্য যেন জাগতিক সকল প্রকার চিন্তা অন্তর হতে অন্তরিত হইয়া যায়, ও মন প্রাণ এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমরা তোমার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। তুমি যদিও নিজের স্বভাবসিদ্ধ উদারতার গুণে, আমাদের ন্যায় গুণহীন অভাগাদেরও বন্ধু বলিয়া অনু-গৃহীত করিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমাকে মনে মনে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি, তুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার অগ্নিতে পতিত হইলে যেমন স্বমূর্ত্তি পরিহার করে, তেমনি তোমার সদুপদেশ ও সদৃষ্টান্ত সন্দর্শনে, আমাদের ন্যায় মলিন বুদ্ধি মানবের কলুষিত চরিত্রের উৎকর্ষ্য, সাধন হওয়াই সম্ভব। সেইজন্য সেবকের ন্যায় আমরা তোমার সঙ্গ লইয়াছি, সৎসঙ্গ নিবন্ধন অবশ্যই আমরা ক্রমে ক্রমে সৎপথের দিকে অগ্রসর হইব।

মার্কণ্ড। ভাই! দুরাশাবিকারগ্রস্থ, সুখ মত্ত মানব, সংসার পাইয়া, নিজেকে অমর জ্ঞানে পার্থিব সুখ সাগরে নিমগ্ন হয়, ও সেই পরম কারুনিক পরম পিতার অতুল প্রেম বিস্মৃত হইয়া যায়। এবং শৃঙ্খল মুক্ত বলীবর্দ্দের ন্যায়

উদাস ভাবে সংসারে বিচরণ করে, কিন্তু যেমন কুপুত্র হলেও পিতার স্নেহের হ্রাস হয়না, তেমনি ভ্রমান্ধ অধম জীবের উপর সেই অগতির গতি শ্রীপতির অতুল দয়া অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সংসারের মায়া বিস্মৃত হয়ে, মনে প্রাণে ঐক্য করে, তাঁকে ভক্তিভাবে ডাকলে, তখনি ভক্তের মনভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই কৃপাময়ের কৃপার ইয়ত্তা নাই, বরষাকালের বরিষণের ন্যায়, তাঁহার সেই দয়া সকলের উপর সমভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তোমরা নিজের হৃদয়বলে ও ভক্তি প্রভাবে, সেই ভক্তের নিধিকে লাভ করিতে সক্ষম হইবে, আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির দ্বারায় বিশেষ কোন উপকার হইবেনা। ভাই! যদি নিজের উন্নতি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অনিত্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিন্তামণির চরণ চিন্তায় চঞ্চল মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখ, পার্থিব ভোগ-বিলাসকে তিক্তজ্ঞানে পরিত্যাগ কর, তাহলে সেই দুর্দ্দিনে, কালের ভয়ে ভীত হতে হইবেনা। ক্ষীণবল মরণশীল মানুষ মানুষের বিশেষ কোন উপকার কি অপকার করিতে পারেনা, সমস্ত শুভাশুভ সেই সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, অতএব তোমরা সেই মঙ্গলময়ের চরণে শরণ লও, তাহা হইলে, এই ভবে আসার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

রাঃ ভুপাল—তাল একতালা।

নিলে শরণ সেই অভয় চরণে।
ধন্য হবে জীবন ফাকি দিবে শমনে॥
তারিতে তাপিত জনা, কেবা পারে তিনি বিনা,
নারদ বাজাইয়া বীণা মত্ত রয় যার গুণগানে।

কমলা সেবে যেই পদ, সুরের সার সম্পদ,
না রবে কোন বিপদ শ্রীপতির শ্রীপদ গুণে॥
দিন দিন যায় দিন, ক্রমে হলো আয়ুক্ষীণ,
নিকটে এলে দুর্দ্দিন কে তারিবে দীন জনে।
রসনা আছে স্ববশে, মজ তার নাম রসে,
তাহা হলে অনায়াসে যাবি নিজ নিকেতনে॥

২য় ব। ভাই! আমরা নিতান্ত অধম ও অভাজন, সেই জন্য আমাদের কাছে ধরা না দিয়ে পাঁচটা অন্য কথা বলে নিরস্ত কল্লে। অমিত বলশালী হস্তী নিজের বল না বুঝিয়া যেমন ক্ষীণবল মনুষ্যের অধিনতা স্বীকার করে, তেমনি তুমি নিজের অনন্য সাধারণ প্রভাব না বুঝিয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় এ প্রকার দীনতা প্রকাশ করিতেছ। জগতে জগদম্বার সুসন্তানেরা যে তমগুণ শূন্য ও সমচিৎ অমায়িক ভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা তোমার এই আচরণ দৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। মণি, তমোময় খনি গর্ভে লুক্কায়িত থাকিলেও যেমন তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির উষ্ণতা যেমন অনুভূত হইয়া থাকে, তেমনি আমরা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, আর বৃথা বাক্যে প্রবোধ দিলে শুনিব না, এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথার্থ উত্তর দানে বাধিত কর।

১ম। আমরা যখন মার্কণ্ডের বাল্যকালের সঙ্গি, তখন আমাদের কথা কখনই অগ্রাহ্য করিবেনা, আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিয়া বাধিত করিবে। আমাদের নিকট কোন কথা কখনই গোপন করিবেনা। বিশেষ উদার স্বভাব ন্যায় পরায়ণ মার্কণ্ড, যে মিথ্যা বাক্যে

আমাদের প্রবোধ দিবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কথা, কখনই সখার শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইতে পারেনা। কাজেই তোমার মনের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সখাকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তাহার মীমাংসা হইবে। কারণ দৈবানুগ্রহে জগতের সমস্ত জ্ঞান-কাণ্ড সখার আয়ত্তাধিন হইয়াছে, দৈব বিদ্যা ভিন্ন, কাহারো অল্পায়াসে এতদূর অভিজ্ঞতা লাভ হয়না।

মার্কণ্ড। ভাই! আমি নিতান্ত অধম, ও ভ্রমের দাস, বিবেকের বশবর্ত্তী না হইয়া, নিরন্তর কুপথে ভ্রমণ করিতেছি। যে যাহারে ভালবাসে, সে যদি নিতান্ত নিগুণ হয়, তবু তাহাকে গুণবান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, স্নেহের আতিশয্য নিবন্ধন সংসারে সকল স্থানেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইজন্য আমি তোমাদের নিতান্ত প্রিয় বলিয়া, প্রকৃত পক্ষে আমার যে গুণ নাই, তোমরা তাহার আলোপ করিতেছ। তোমাদের এই সকল কথা যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে, আমার অন্তরে তমোর উদয় হইতে পারে, মানব এইরূপে তমোর আনুগত্য স্বীকার করিলে, আর তাহার পরমার্থ পথের পথিক হইতে স্পৃহা হয়না, এই প্রকার পদস্খলন নিবন্ধন আত্মাভিমানী মানব পুনঃপুনঃ কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আমি যদি নিতান্ত মুর্খ হই, আমার ভাগ্য যদি একান্ত অপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে, তোমাদের এই সকল শ্রবণ সুখকর, চাটুবাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া, নিজের উন্নতির পথে কণ্টক বিস্তার করিব, কারণ মানবের হৃদয়খানি শারদীয় গগণের ন্যায় বিমল হলে,

গঙ্গাজলের মতন পবিত্র ভাব ধারণ কল্লে, তবে সেই কৃপাময়ের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাহাতে তমো, কি আত্মাভিমানের ছায়া মাত্র পতিত হলে, প্রভুপদ লাভ করা জীবের পক্ষে একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। কারণ সেই নিরপেক্ষ পরম পুরুষ কাহারো গর্ব্ব কি অহঙ্কার সহ্য করেন না। যে কেহ তাঁহার কল্যাণকর নিয়ম সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজের বাহুবল ও শিক্ষা নৈপুণ্য মাত্র আশ্রয়ে, জগতে যথেচ্ছাচারী হইয়াছে, অনতিকাল মধ্যে, সেই গর্ব্বিত অভাগাকে, তিনি অধঃপাতের খরস্রোতে ভাসাইয়াছেন। এই সংসারে কাহারো প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ কি নিগ্রহ নাই, মানব স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলে, তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। যেমন প্রাচীরকারক উর্দ্ধগামী ও কূপখনন কর্ত্তা নিম্নগামী হয়, তেমনি কৃতকর্ম্মের তারতম্যানুসারে, এক প্রকার মানবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে, সেই জন্য অসৎ কর্ম্মে কাহারো ঘৃণা, আবার কাহারো আনন্দ লাভ হয়, সৎপ্রসঙ্গে সকলের সমান উৎসাহ হয়না। যাইহোক তোমরা ভাই, আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা অকপটে প্রকাশ কর, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অধিন হইলে, নিশ্চয় তাহার উত্তর প্রদান করিব।

২য় ব। ভাই সে অতি সামান্য কথা, অন্য দুই একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সদুত্তর পাই নাই।

মার্কণ্ড। তোমার মনের কথা প্রকাশ করে না বল্লে, আমি কি করে বুঝবো?

২য় ব। ভাই! কথাটা এমন কিছু নয়, তবে ভাই

আমারা স্পষ্ট জানতে চাই, যে এই প্রান্তর ও পার্শ্বের নিবিড় বন, তোমার এতদূর প্রিয় কেন হইল? নগরে স্বভাবের শোভায পূর্ণ, কতশত মনোহর উদ্যান রহিযাছে, তথায নগরের কোলাহলের নাম মাত্র নাই, অথচ চিত্ত বিনোদনের প্রচুর উপকরণ বর্ত্তমান আছে। হিংস্র পশু পূর্ণ, ভীতিপ্রদ এই স্থানের অপেক্ষা, যত্ন প্রসূত নানাজাতি তরুলতায় ভূষিত সেই সকল উদ্যান কি সমধিক মনোরম নয? তবে সেখানে না গিয়ে, এই বিজন স্থানে আসবার আবশ্যক কি? কিজন্য তুমি নগর ত্যাগ করিযা এই নির্জ্জন প্রান্তরে আসিতে ভালবাস?

মার্কণ্ড। ভাই! এই বিজন স্থানে আমি কেন যে আসি, কেন যে আমার এখানে আসবার ইচ্ছা এত প্রবল হয়, তাহা আমি নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিনা। তবে এই মাত্র বলতে পারি যে এই স্থানে এলে আমার মন কেমন উদাস হইয়া যায, প্রাণের ভিতর কেমন এক প্রকার অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের লহরী ক্রীড়া করে, এবং হৃদয মধ্যে শান্তির ছায়া নিপতিত হইয়া থাকে। আমি সেইজন্য কোলাহল পরিপূর্ণ নগর পরিত্যাগ করিয়া এই প্রান্তরে আসিয়া থাকি। একটু নিবিষ্ট মনে এই নির্জ্জন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ কল্লে, মনে বিমল আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। বিধাতা পুণ্যতপা ঋষিদের জন্য এ প্রকার রমণীয় স্থান লুক্কায়িত করিযা রাখিযাছেন, অশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন কৃত্রিম শোভার সহিত, স্বভাবের চারুসাজে সজ্জিত এই মনোরম আদৌ তুলনা হয়না। এই কাননস্থ বৃক্ষের প্রত্যেক বিকশিত

কুসুমে, সুন্দর বিহঙ্গ অঙ্গে, ও নবীন কিশলয়ে, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বেশ্বরের অপার মহিমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিজন স্থানের অপার সুষমা সন্দর্শন কল্লে, ইহকাল সর্ব্বস্ব মলিন বুদ্ধি মানবের চঞ্চল মন ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, ঘোর বিষয়ী ক্ষণেকের তরে নিজের বিষয়চিন্তা বিস্মৃত হইয়া যায়, ও নিতান্ত নাস্তিকের নীরস অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য বিভু প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। সেইজন্য পরমার্থ পথের পথিক, জ্ঞান পিপাসু সাধকেরা, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, সাত্বিক ভাবে পূর্ণ, এই সকল মনোহর স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সংসারে চক্ষের উপর নানা প্রকার কুআদর্শ পতিত হইয়া থাকে, সেইজন্য নিতান্ত বিমল চরিত্র ও ক্রমে ক্রমে কলুষিত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। বিশেষ একবার ঐহিক প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলে, আর তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ সহজে ঘটেনা। একবার পদস্খলন হইলে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতে হয়, বিশেষ ভাগ্যবান হইলে, তবে সেই প্রলোভনের জাল ছিন্ন করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমার মন নিতান্ত দুর্ব্বল, সহজে পার্থিব লোভে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য সর্ব্বদা সংসার হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি, কোন প্রকার মায়ার অধিন হইতে স্বীকৃত হইনা। এই সংসারে সুখ যে কি প্রকার বস্তু, তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াও স্থির করিতে অক্ষম হইলাম। কিন্তু এই নির্জ্জন স্থানে এলে, জগতের সকল প্রকার চিন্তা অন্তর হতে অন্তরিত হইয়া যায়, ও মুহূর্ত্তের জন্য এক প্রকার

অভূতপূর্ব্ব বিমল আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। উদ্যান কিম্বা অন্য কোন রম্যস্থানে গেলে, আমার মনে এ প্রকার হয়না। আমি সেইজন্যই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এখানে আসি।

১ম ব। ভাই! তোমার সঙ্গে থাকতে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, সেইজন্য একদণ্ডের তরে, তোমাকে আমাদের নয়নের আড়াল কর্ত্তে ইচ্ছা হয়না। বিশেষ তুমি সঙ্গে থাকলে, এই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তেও আমাদের বিন্দুমাত্র ভয় হয়না, মনে কেমন এক প্রকার সাহসের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে না থাকলে, আমরা কখনই এরূপ দুর্গমস্থানে আসিতে পারিনা, তোমাকে দেখলে হিংস্রজন্তুরা অবধি যখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, অন্য দিকে পলায়ন করে, তখন তুমি কখনই সামান্য ব্যক্তি নয়, নিশ্চয় ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা তোমার উপর নিপতিত হইয়াছে, তোমার ন্যায় গুণবান সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা নিশ্চয় ধন্য হইয়াছি, কারণ সামান্য তিল ফুলের সহিত থাকিলে, কালে তাহাও সুরভিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের জীবনের উন্নতি অবনতি একমাত্র সঙ্গীর দোষ গুণে সংঘটিত হয়। সেইজন্য পণ্ডিতেরা সঙ্গী নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আমরা সৌভাগ্য বশতঃ তোমার ন্যায় সঙ্গী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই অল্প বয়সে তোমার ন্যায় বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ, কখনই সামান্য মানবে সম্ভবেনা, কঠোর তপা সংসার বিরাগী ঋষিরা অবধি বোধ হয়, তোমার বিমল চরিত্র অনুকরণ করিতে ইচ্ছা

করেন, কারণ তাহাতে মালিন্যের নাম মাত্র নাই, সুতরাং তাহা নীহার বিন্দুর ন্যায় বিমল, ও শিশুর সুমধুর হাস্যের সম পবিত্র।

মার্কণ্ড! ভাই! আমি বিনয় সহকারে তোমাদের বলচি, ও প্রকার শ্রুতি সুখকর সুখ্যাতি সূচক বাক্য আমার প্রতি আর প্রয়োগ করিওনা। কারণ তাহা হইলে আমার মনের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইতে পারে। আমি নিজেকে একজন ভজন পূজন বিহিন নিতান্ত অধম বলিয়া জানি, আমার দেহে এমন কোন গুণ নাই, যাহার জন্য তোমরা আমাকে সুখ্যাতি করিতে পার। এ প্রকার অলীক বাক্যে আমার স্পর্দ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইলে, আমি জন্মের মতন সেই পরম পিতার অতুল প্রেম হইতে বঞ্চিত হইব। ব্যাধ মৃগ বধের জন্য যেমন বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখে, তেমনি মানবকে সহজে বিপথগামী করিবার অভিপ্রায়ে, সংসারে শত শত মোহজাল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে একবার পতিত হইলে, গুরুর বিশেষ কৃপা ব্যতীত কিছুতেই পুনরায় নিষ্কৃতি লাভ ঘটেনা। তোমরা আমার নিতান্ত হিতৈষি বন্ধু হইয়া, আমাকে সেই দুশ্ছেদ্য মোহজালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছ। কৃপাময় কৃপা করিয়া এই অকৃতি সন্তানকে যদি বৈরাগ্য অসি দান করেন, তাহা হইলেই সেই জাল ছিন্ন করিয়া জগতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

১ম ব। ভাই! তোমার মনের আশা কখনই অপূর্ণ থাকবেনা। তুমি নিশ্চয় পরিণামে নিজের বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

২য় ব। “ভাই! আমাদের যাহা মনের ভাব, তাহাই তোমার নিকট অকপটে প্রকাশ করিলাম। তোমার জীবনের উচ্চলক্ষ হইতে পরিভ্রষ্ট করা, আমাদের অভিপ্রেত নহে। কোনরূপ নীচ স্বার্থের বশে সামান্য চাটুকারের ন্যায় স্তুতি বাক্যে তোমার মনরঞ্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তোমাকে যেরূপ ভাবি, তোমার প্রতি আমাদের যে প্রকার বিশ্বাস, আমরা সেইরূপ কথাই বলিয়া থাকি, তাহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তুমি ক্ষমা করিবে।

৩য় ব। যাক, আর বাজে কথায় কাজ নেই, এরূপ অলস ভাবে কালক্ষয় করা অপেক্ষা এস আমরা এই কাননে কোন প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

মার্কণ্ড। ভাই! কাজ কল্লেই যখন নিজেকে তাহার লাভ লোকসানের দায়িক হইতে হয়, তখন বিশেষ বিবেচনা করে কাজে হাত দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জগতে অসার কাজে কালক্ষয় কল্লে কেবল নিজের পায়ে কুঠারঘাত করা হয়। সুতরাং বিশেষ বিচার করে কর্ম্ম নির্ব্বাচন করা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত।

১ম ব। ভাই! আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে উপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লই, তুমি আমাদের অধ্যক্ষ, তুমি আমাদের যাহা আজ্ঞা করিবে, আমরা অবিহিতচিত্তে তাহা পালন করিব। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে যাতে কলুষরাশি স্পর্শ না করে, অথচ মনে বিমল আনন্দের উদয় হয়, এইরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ড। ভাই! এই সংসারে যদি আনন্দ বলে কোন বস্তু থাকে, তাহা কেবল সেই পরাৎপর পরম পুরুষের উপাসনায় মন প্রাণকে সমর্পণ করিতে পারিলে, অনুভুত হইয়া থাকে। যদি তোমাদের কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, একমনে সেই প্রেমময়ের নাম সুধা পান কর, তাহা হইলে বিমল আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১ম ব। ও বেশ কথা ভাই, এস আমরা চারিজনে এই নির্জ্জন স্থানে উচ্চৈঃস্বরে, প্রাণভরে, সেই পরম পিতার মহিমাসূচক গীত গান করি। তাহা হইলে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইব।

২য় ব। এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু আমরা কোন গীত গান করিব, তাহা অগ্রে স্থির কর।

৩য় ব। কেন মার্কণ্ড আমাদের তো অনেকগুলি গীত শিখাইয়াছে, এসনা ভাই তার মধ্যে একটা গান গাই।

১ম ব। কোন গানটা গাইব তাহা মার্কণ্ড নির্ব্বাচন করিয়া দিক।

মার্কণ্ড। ভাই! তিনি বাক্যের অতীত, ও মনের অগোচর, সুতরাং সামান্য বাক্যে তাঁহার বিশেষ কোন উপাসনা হয়না। তাঁহার পক্ষে সকল কথাই সমান, তিনি কেবল মাত্র হৃদয়ের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হন। ভক্তিভাবে যে কথাই উচ্চারণ করিবে, তাহাই তাঁহার কর্ণ বিবরে স্থান পাইয়া থাকে, এক্ষণে এস আমরা সকলে যাহা জানি সেইরূপ একটী গীত, ভাববশে ও উচ্চৈঃস্বরে গান করি।

৩য় ব। আচ্ছা বেশ কথা ভাই, তুমি অগ্রে গান কর, তারপর আমরা তোমার সঙ্গে যোগ দিব।

মার্কণ্ড। আচ্ছা এস ভাই, আমরা সমস্বরে প্রভুর মহিমাসূচক ভক্তিরস পরিপূরিত এই গানটি গান করি। সাধকে কঠোর সাধনায় যে ফললাভ করে, সরল বিশ্বাসী ভক্ত ভক্তিভরে নাম গানে মত্ত হয়ে সেইরূপ সদ্গতি ভোগ করিয়া থাকে। অতএব এস আমরা সকলে একপ্রাণে প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করি।

রাঃ সোহিনী—তাল একতালা।

হৃদয়ের নাথ তুমি এস হৃদয়ে।
পূজিব তব শ্রীপদ ভক্তি কুসুম দিয়ে॥
মোরা অতি অভাজন, কি জানি তব সাধন,
তুমি পতিত পাবন, প্রাণ কাঁপে ভব ভয়ে।
কৃপাময় কৃপা কর, তোমার ভাবে অন্তর,
যেন হয় হে বিভোর॥
তোমার ভাবে মজিলে, ভাসিব পুলক জলে,
কি করিবে আর কালে, ত্রাসে যাবে পলায়ে।
তুমি অনাথের নাথ, জনার্দ্দন জগন্নাথ,
তোমায় করি প্রণিপাত॥
তোমার করুণা হলে, কঠিন পাষাণ গলে,
স্থলেতে ফোটে কমলে, কত পাপী যায় তরিয়ে।
তুমি অগতির গতি, জয় শ্রীকান্ত শ্রীপতি,
ওহে কমলার পতি॥
মোরা অকৃতি সন্তান, তুমি করুণা নিদান,
সঙ্কটেতে কর ত্রাণ, শ্রীপদ যুগল দিয়ে।

১ম ব। আ মরি মরি প্রভুর পবিত্র নাম কীর্ত্তন কল্লে, অন্তরে যে এ প্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। আজ আমাদের জীবনের মধ্যে একটী গণনীয় সুদিন, কারণ আজ যে প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন করিলাম, তাহা আমাদের এই জীবনের মধ্যে একদিনও ঘটে নাই। আমরা যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এইরূপ বিমল আনন্দে দিনপাত করিব। এখন এস ভাই, এইরূপ আর গীত গান করি।

মার্কণ্ড। আচ্ছা ভাই তাহলে গান কর।

রাঃ বাহার রাগেশ্রী—তাল ঠেকা।

মন ভেবেছো সহজ জ্ঞানে জ্ঞানাতীত ধনে পাবে।
ভেলা অবলম্বে কিরে অম্বুনিধি পারে যাবে॥
জ্ঞানের সমাপ্তি যথা, সহজ জ্ঞান কি লাগে তথা,
এযে মন বালকের কথা, সরায় কি ধরা পুরাবে।

(সশস্ত্র তিনজন চণ্ডালের প্রবেশ)।

১ম চ। তো সুমুন্দি কেরে, এহানে এসে ষাঁড়ের মতন ডাক ছাড়চিস। আমর আমর ছোড়াগুলো কি ডাকাবুকো রে, এই আকাট জঙ্গলে মরবার তরে এসেচে।

২য় চ। ওরে মেজো তালুই, দেখচিস ছোড়াগুলো যেন পাকা তেলকুচার মতন রাঙ্গা টুক্‌টুকে। চল ধরে নিয়ে গিয়ে মা কালীর কাছে বলিদান দিগে, তারপর প্রাণপুরে পেসাদ মার্ব্বো।

৩য় চ। বেশ কথা কয়েচিস, তোর বুদ্ধিকে গড় করি, মুরুচ্চি শালা কুপো কাত কল্লেই, তুই দেখবি মোদের মুরুচ্চি

হইব, কেননা, তোর বুদ্ধির ডগা খেজুর কাঁটার মতন ধারালো। তুই যে মতলব দিয়েচিস, তাতে মোদের খুব ধর্ম্মও হবে, আবার পেটও ভরবে। বা বা বড় কথা কয়েচিস, আয় ভাই তাই করি।

১ম চ। র, একেবারে অতো খপ্প্যা হোসনা, মুই আগে ওনাদের দুএকটা কথা সুধিয়ে নিই। চেহারায় দেখচিসনা এনারা কোন ভদ্দরলোকের ছাওয়াল। মোগার জঙ্গলে কেন আলো, একবার সুধায়ে দেখি।

৩য় চ। আরে নে, চনা সুধাতে হয়, ঘরে গিয়ে সুধাব, এহন ধরে নিয়ে চল আজি রাত্রে কালীপূজা কর্ব্বো, কচি কচি ছাওয়াল গুণোরে দেহে মোর জিবটা সক্‌সক্‌ কচ্চে।

২য় চ। আরে মেজো তালুই বড় হালকা, ছোড়াগুলো যহন আমাদের খপ্পড়ে পড়েছে, তখন আর যাবে কোথা। ওরাতো মোদের কব্জির মধ্যে এসেচে। মনে কল্লেই গলা টিপে ধরতে পার্ব্বো, তাতে আর ডরকি, এহন বন্দুরে কি সুধায় শোননা।

১ম চ। বলি তো বেটারা কেরে, মোদের জঙ্গলের ধারে এসে এ রকম সোয়সয়বৎ কচ্চিস। তোরা থাকিস কোথায়।

মার্কণ্ড। আমরা এই নিকটস্থ গ্রামে বাস করি। সংসারের কোলাহল, আমাদের আদৌ ভাল লাগেনা, সেই জন্য সখাদের সঙ্গে এই নির্জ্জন স্থানে এসে মনের আনন্দে আমাদের ঠাকুরের নাম আমরা গান করিতেছি।

১ম চ। হা, হা, হা, এই তোদের ঠাকুরের নাম গাওয়া, আমর বেটারা, আমারা মনে করেছিলাম, যে কতকগুলো নেড়ি কুকুর একত্র জড় হয়ে খেউ খেউ কচ্চে।

২য় চ। এই বেটা তোদের ঠাকুরের নাম গাওয়া, আমার তো শুনে হেসে হেসে পেটে খিল ধরেছে, আর তো বেটাদের আবার ঠাকুর কি, মোদের মা কালী সত্য, তা ছাড়া সব মিথ্যে।

৩য় চ। মোরা কাঁচা ছেলে নই এমন কোন সুমুন্দি নেই, যে মোদের চখে ধুলো দেয়। মোরা বেশ জানি বামুনগুলো বড় দাগাবাজ, কেবল লোক ঠকিয়ে আলোচাল, আর বেড়ে কলা ঠকিয়ে খায়, কিন্তু বাবা, মোদের ঠকাতে পার্ব্বেনা। মোরা বড় শক্ত ছেলে।

১ম চ। বেটারা আবার বলে যে ঠাকুরের নাম গাইছে, আমর, আমাদের জলজেন্ত মা কালী ছাড়া, আবার কোন সুমুন্দি ঠাকুর আছেরে।

মার্কণ্ড। বাপু সব, এরূপ ভেদ জ্ঞান বশতঃ অবোধ মানব সতত বিপথগামী হইয়া থাকে, কাজেই জন্মের মতন তাদের পরমার্থ পথ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ও বার বার কঠোর জঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে। এই সংসারে জগদম্বা সাধারণ ভোগ্য সম্পত্তি, কাহারো নিজস্ব করা ধন নহে। সুতরাং তোমাদের মা কালী, সকলের ভক্তির বস্তু, আমরা কি মার অতুল কৃপা হতে বঞ্চিত হবো, তিনি কি আমাদের মা নন।

২য় চ। আমর বেটা, যতদূর মুখ, ততদূর কথা, আমাদের মা কালীকে মা বলিস, এতবড় আস্পর্দ্ধা, জানিসনা, এই লাটির বাড়ি, তোদের মাথা কটা ছাতুর মতন একেবারে চুর করে দোবো, পাজি হারাম জাদা, বিটলে বামুন।

১ম চ। আর কথায় কাজ কি ছাগল ছানার মতন পিচমোড়া কোরে বেঁধে নেয়ে মোদের ঠাকুলকে চল, তারপর মোদের মনে ঝা আছে, তাই কর্ব্বো।

৩য় চ। মোগার খপ্পড়ে এসে পড়েচে, আর যাবে কোথায়। সোলমাচের মতন ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো। কোন নানা এলেও অক্ষে হবে না।

২য় বয়স্য। ভাই মার্কণ্ড! আজতো আমরা বড় ভয়ানক বিপদে পড়লুম, এই অসভ্য বর্ব্বদের নিকট হতে প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট। কারণ এইসব পাষণ্ডদের আদৌ ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সুতরাং ব্রহ্মবধে ইহারা কখনই দুঃখিত হইবেনা।

১ম ব। আজ আমরা অতি কুক্ষণে এই কাননে এসেছিলাম, সেইজন্য এই ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইল। বোধ হয় ইহজন্মে, আর আমরা আমাদের ভক্তি ভাজন পিতা মাতার চরণ দর্শন করিতে পারিবনা। আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন। হায়, কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই সকল নির্ম্মম হৃদয় পাষণ্ড চণ্ডালদের করে, আমাদের নিহত হতে হবে।

মার্কণ্ড। যে চতুর, সেই অগতির গতি শ্রীপতির শ্রীপদে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, তার অন্তর হতে ভয় ও ভাবনা চিরদিনের মতন অন্তরিত হইয়াছে। আমরা যদি ভয় পেয়ে,

সেই ভব ভয়হারি শ্রীহরির শ্রীচরণে মনপ্রাণকে সমর্পণ কর্ত্তে সক্ষম হই, তাহলে কার সাধ্য, যে আমাদের কেশাগ্র মাত্র স্পার্শ করে। সেই দয়াময় পদানত ভক্তদের জীবন রক্ষার জন্য নিশ্চয় কোন উপায় বিধান কর্ব্বেন। তা না কল্লে, তাঁর দয়াময় নামে যে কলঙ্ক স্পার্শ কর্ব্বে।

৩য় ব। ভাই! তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে, আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ত্রাসের সঞ্চার হয়না। আমরা নির্ভয়ে এই হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ কাননে বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি এই বিপদ হতে রক্ষা হবার কোন উপায় বিধান কর।

মার্কণ্ড। ভাই! উপায় সেই নিরূপায়ের উপায় দেবেন, আমরা ক্ষীণমতি মানব, আমাদের কি সাধ্য যে সুদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আমাদের যাহা সাধ্য, ও ক্ষমতার অধীন, তাহারি অনুষ্ঠান করি, তারপর সেই পরাৎপর পরম পুরুষের মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। এই সংসারে এমন কাহারো ক্ষমতা নাই, যে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হয়। আমরা যদি তাঁর উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি, তাহা হইলে কোন প্রকার পাথিব বিপদে, আর আমাদের কাতর হতে হবেনা। ইহকাল সর্ব্বস্ব স্বার্থপর মানবের মনে সে প্রকার স্থির বিশ্বাস নাই, সেইজন্য তাদের দুর্দ্দশার এতো আতিশয্য যন্ত্রণার প্রাবল্য।

১ম চ। আরে, কাটের মুরদের মতন দেড়িয়ে কি ভাবচিস, আর দেরি করে কি হবেক, এই টুকটুকে ছোড়া· গুলোরে ধরে নিয়ে চনা, এমন দাঁও সহজে যুটবেনা।

মার্কণ্ড'। বাপু, আমাদের কোথায় ধরে নিয়ে যাবে, আর আমাদের দ্বারায় তোমাদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

২য় চ। তোদের মোদের বাকুলকে ধরে নিয়ে যাবো, সেখানেকে মা কালীর পূজা দিয়ে বলিদান দোবো।

মার্কণ্ড। বাপু সকল, এই প্রকার ভ্রম সঙ্কুল ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, কারণ এ প্রকার অপধর্ম্মের সেবায় কোন প্রকার ফললাভ হয়না, কেবল লাভের মধ্যে আত্মা দিন দিন আরো কলুষিত হইয়া পড়ে। কোন প্রকার বলিদান দিয়া জগদম্বাকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য, জগজ্জননী জগদম্বা, জীবের হৃদয় নিহিত ভক্তিতে বাধ্য হন, পার্থিব কোন প্রকার বস্তুতে তাঁকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। তোমরা আমার অনুরোধে এই প্রকার পৈশাচিক ধর্ম্ম কার্য্যে বিরত হও, গগণভ্রষ্ট নীহারের সম পবিত্র অন্তর জগদম্বার মনমত বাসস্থান। একমাত্র ভক্তিতে তাঁকে বাধ্য করিতে পারা যায়, অতএব, তোমরা এই সকল অপকর্ম্ম পরিত্যাগ করে ভক্তি শিক্ষা কর, তাহলে আর তোমাদের কোন প্রকার ভয় কি ভাবনা থাকিবে না। নিশ্চয় দুস্তার ভব সাগর হইতে নিস্তার পাইবে। অন্তর শান্তি রসে প্লাবিত হইয়া উঠিবে, কাজেই আর তোমাদের উপর, দুরন্ত কৃতান্তের আর কোনরূপ অধিকার থাকিবে না। আমি হিতৈষি বন্ধুর ন্যায় তোমাদের যে কথা বলিলাম তাহা প্রতিপালন করিলে, সেই বিষম দুর্দ্দিনে পরিত্রাণ পাইবে, ও মানবজন্ম ধারণ করা সার্থক হইবে।

৩য় চ। আমর, এ ছোড়াটার ছেলের মতন হাত পা,

বুড়োর মতন কথা, এরেই বলে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, বেটা বোধহয় পাদরীর বাচ্ছা, সেইজন্য হাত পা নেড়ে বক্তিমা কচ্চে। নে নে বেটা এই বেলা দুচারটা কথা কয়ে নে, তোদের প্রেমাই শেষ হয়ে এসেচে। আর খানিক ক্ষণ পর সব বেটাকে শিঙে ফুকতে হবে।

২য় চ। এই ছোড়াটা বড় কপচাচ্চে, বোধহয় এই বেটাই এদের পালের গোদা, এই বেটাকে আগে পিচমোড়া করে বেধে ফেল। দেখি ওর কোন বাবা, মোদের খপ্পর হতে ওকে বাঁচায়।

১ম চ। এই বেটাই গোড়ারছে বদমাইস, বেটা কি বিজ বিজ করে মোদের গালাগালি দিলে।

৩য় চ। তা ঠিক তো, মোরা সব বুঝি, এমন কোন সুমুন্দি নেই, যে মোদের কাছে ওড়নঘাই করে। মোরা বড় চালাক ছেলে।

মার্কণ্ড। ওরে মূর্খ, তোরা যদি চালাক, তাহলে এই সংসারে আর বোকা কে, তোরা দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ করে, পশুর ন্যায় ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন কচ্চিস, সত্য-ধর্ম্ম ত্যাগ করে, অপধর্ম্মের সেবায় রত হয়ে, দিন দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হচ্চিস, সুতরাং তোদের তুল্য কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পাষণ্ড আর কে আছে, তোদের ন্যায় কদাচারী মনুষ্যেরা নিশ্চয় চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তোদের বাহ্যিক আকার প্রকার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বটে, কিন্তু অন্তর হিংস্র পশুদের অপেক্ষা হেয়, ও নরককুণ্ড সম অপবিত্র, মনুষ্যের মনুষ্যত্ত্বের পরিচায়ক, দয়া মায়া প্রভৃতি কোমল

প্রকৃতি গুলি, তোদের আদৌ নাই, তোরা যাকে ধর্ম্ম বলে গর্ব্ব করিস, তাহা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম নহে। সেই অপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অধোগতি হইয়া থাকে। রে মূর্খ, পশুবলে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ হনন করিলে, কখন কি জগজ্জননীর প্রসন্নতা লাভ করা যায়, কখনই নয়, যিনি ভক্তবৎসল দয়া-ময়ী, ভক্তের উপর যার অতুল কৃপা, সেই জগতরাধ্যা জগদম্বা এ প্রকার পৈশাচিক বলিতে পরিতুষ্ট হননা। তিনি হৃদয়-বান ভক্তের নিকট উচ্চাঙ্গের সাত্ত্বিক বলি প্রত্যাশা করেন। যদি ক্ষমতার অধীন হয়, তাহলে মনুষ্যের যারা প্রধান শত্রু, সৎপথের একমাত্র বাধা, সেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট রিপুদের, মার শ্রীচরণে বলি দিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। এইরূপ বলিকেই যথার্থ সাত্ত্বিক বলি কহে। জগদম্বার যাবতীয় সুসন্তানেরা এই প্রকার মহা বলি দিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ নরহত্যা কখনই বলি বলিয়া বিবেচনা করা যায়না। ইহাতে জগদম্বা কখনই প্রীত হন না, বরং আহুত পড়িলে অগ্নি যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ ঈদৃশ ঘোর পৈশাচিক নিষ্ঠুর ব্যাপারে, দীনতারিণী দয়াময়ীর ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইবে ও তৃণগুচ্ছ সম সেই ভ্রান্ত অভাগা দগ্ধ হইয়া প্রেতপুরে গমন করিবে। তোরা যদি নিজের মঙ্গল চাস, তাহলে এ পাপ বাসনা পরিত্যাগ কর, অনর্থক নর রক্তে হস্তকে কলঙ্কিত করিলে, তোদের আর দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। দুর্গমে ত্রাণ কারিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তোদের সুমতি দান করুন, যেন পাপ কার্য্যে তোদের ঘৃণা উপস্থিত হয়।

২য় চ। বারে ছোকরা, খাসা কপ্‌চেচে, এইবার বুলি ধরবে, পড় বাবা আত্মারাম পড়, দাঁড়ে বসে ছোলা খাও।

৩য় চ। নেঃ তোর বট্‌কেরা থো কর, এখন ঝপ্‌২ করে নিজেদের কাম হাসিল করেনে।

১ম চ। সুমুন্দিরা আর যাবে কোথা, মোগার কব্জির মধ্যে ঢুকেছে, আর ছেলেদের উঠে ধানের পত্তি কত্তে হবেনা, কিন্তু মর্দ্দেরা হুঁস করেছিস, ওই গোরা ছোঁড়াটার চেহারার কেমন চটক, হাত পা গুলো যেন মোম দে গড়েছে। সুমুন্দি বাউরা, দেখলিনি কত কি আবোল তাবোল বকতে লাগলো।

২য় চ। মোর ভাই বড় ডর হয়েছিলো, ছোঁড়া যেন ভাটার মতন চোখ দুটো রাঙা করে কি কতকগুলো বকতে লাগলো, তখন আমি আঁচলুম, সুমুন্দি খেপে উঠে মোর নাকে যদি একটা কামড় ঝাড়ে।

৩য় চ। ওরে ভাই! ও ছোড়া বড় সয়তান, ছোড়াটা বড় বাজে বকা বকেনি, মোদের গাল দিয়েছে, বট্‌কেরা করেছে, মোরা কি আটাশে ছেলে, সব বুঝি, মোদের কাছে ধাপ্‌পা বাজি করে ওড়া, আঠারো পাটি দাঁতের কাজ। ঐ একটুখানি ছেলে, একটা চড়ের ইয়ার নয়, ওর আবার কত ভিরকুটি দেখ।

২য় চ। ছোড়ার মরণ ঘুনিয়েছে. তাইতে মোদের গাল দেলে, মোরা ঢের সয়েছি, গায়ের রাগ গায়ে মেরে রেখেছি, ছোড়ারা নিজের দোষে মরলো, মোদেব তো কোন কসুর নেই। বল্লি হ্যারা পাজি বিট্‌লে বামুন, মিছিমিছি তুই গাল পাড়লি কেন?

মার্কণ্ড। সেকি বাপু, আমি তোমাদের গাল দেবো কেন, এই সংসারে গালাগালি কাকে বলে তা আমি আদৌ জানি নাই। লোকের অন্তরে আঘাত লাগতে পারে, এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ আমার অভ্যাস নহে। আমি তোমাদের ভালোর জন্য দুই একটা সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম, আমার কথা মত কার্য্য করিলে ইহকালে সুখী ও পরকালে সদ্গতি লাভে সমর্থ হইবে। তোমাদের হৃদয় পাষাণাপেক্ষা নীরস ও লৌহ সম কঠিন, সুতরাং তাহতে সৎপ্রবৃত্তি রূপ বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। দুই চক্ষে মোহের কাজল পরিয়াছ, সেইজন্য কে আত্মীয়, কে শত্রু, তাহা চিনিতে পারিতেছ না। হিতে বিপরীত জ্ঞান করিতেছ, ঘোর অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছ। তোমরা আমাদের মা কালীর নিকট বলি দিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, কিন্তু মা কালী কি কেবল তোমাদের, তিনি কি আমাদের মা নন, এই সাধন শূন্য অকৃতি সন্তানদের কাতর ক্রন্দন কি সেই দয়াময়ীর কর্ণকুহরে স্থান পাবে না।

১ম চ। আমর পাজি ব্যাটা, যত বড় মুখ, তত বড় কথা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমাদের মা কালীকে মা বলে ডাকিস, এত বড় তোর মাথার খামিদ, মোরা যে কি ছেলে তা বুঝি এখন জানতে পারিসনি?

মার্কণ্ড। বাপু, এতে আর আমার অপরাধ কি হলো, তোমার অনর্থক ক্রোধ করিবার আবশ্যক কি, মা কালী জগৎ শুদ্ধ লোকের মা, কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার অতুল দয়ার পাত্র হইবার নহে, বিপদে পড়িয়া এক মনে এক প্রাণে

মা মা বলিয়া ডাকিবে, অভয়ার অভয় চরণে শরণ নেবে, পতিত উদ্ধারিণী তখনি সেই বিপদে পতিত ভক্তের উদ্ধারের উপায় করিয়া দেবেন। এইজন্য ভক্তেরা আদর করিয়া তাঁহাকে দয়াময়ী বলিয়া ডাকে।

রাঃ সিন্ধু কাফি—তাল মধ্যমান।

অভয়ার অভয় পদে যে নিয়েছে শরণ।
কাল জয়ী হয়ে শেষে পাবে অনন্ত জীবন॥
অসার সংসার ভুলে,
মায়া ফাঁস ছিঁড়ে ফেলে,
মা মা বলে কাঁদিলে, করিবেন কৃপা বিতরণ॥
মায়ের কৃপা নদী,
বহিতেছে নিরবধি,
পাপীর তাপিত হৃদি হয় সুশীতল,—
ভবানী ভবের রাণী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
দুস্তরেতে নিস্তারিণী, ভরসা দুটি শ্রীচরণ॥
বরষার বরিষণ,
সর্ব্বস্থানে হয় যেমন,
তেমতি বিশ্ববাসীগণ, মার কৃপা পায়,—
মায়ের করুণাবলে,
কঠিন পাষাণ গলে,
তাঁর কৃপা দৃষ্টি হলে, শশী ধরে যে বামন॥

৩য় চ। জ্বালালে, ছোড়া নেহাৎ জ্বালালে, দেখচি ভোগাতে এসেচে, আর দেরি করিসনি, ঝা করে বেঁধে ফেল। ছেলে মুখো বুড়ো কথা ভাল লাগেনা। ছোড়ার জেটামো কথা গুলো, মোগার কানে যেন তীরের মতন ফুটচে।

১ম চ। ঠিক কয়েচিস মোর বাপা, ছোড়ার পাকামো পাকামো কথায় কানটা ঝালা পালা হয়েচে। মোদের আড্ডাকে ধরে নিয়ে চল, দেখি ওনার কোন নানা এসে অক্ষে করে।

মার্কণ্ড। তোরা আমাদের যে মা কালীর নিকট বলি দিতে মনস্থ করেচিস, সেই সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের সকল প্রকার অমঙ্গল দূর করিবেন। সন্তানের উপর স্নেহময়ী জননীর স্নেহ কখনই মন্দিভুত হইবার নহে।

২য় চ। বটে, মোদের মা কালী, তোদের অক্ত খাবে, তেনার কাছে তোদের সব কটাকে জয় মা কালী বলে বলিদান দোবো, তোদের বাঁচাবার জন্য মোদের মা কালী আসবেক কেন? তেনার এতো কিসের গরজ হবেক।

৩য় চ। আচ্ছা দেখা যাক, কেমন মা কালী তোদের অক্ষে করে।

১ম চ। এখুনি বেটার বেঁড়ে জারি ভেঙ্গে যাবে। এখন আয়, সব কটাকে এক দড়িতে বেঁধে ফেলি।

৩য় চ। বেশ কথা, আয় তাই করা যাক। মোরা তিনজন জোয়ান আছি এই চারটে কচি ছেলেকে ডর কি?

২য় চ। এ চারটে তো মশারে, এক থাপ্পড়ে ঠিক করে দিতে পারি, এখন এগিয়ে আয়, বেঁধে ফেলি।

(মার্কণ্ড ও তিনজন বয়স্যকে বন্ধন)।

১ম ব। ভাই মার্কণ্ড! আর আমাদের কোন উপায় নাই। দেখচি এই পাষণ্ড বর্ব্বরদের করে আমাদের নিহত হতে হইল। হায়, এজন্মে আর পরম পূজনীয় পিতা

মাতার চরণ দর্শন করা আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিলনা। কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই অল্প বয়সে আমাদের ইহধাম পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে। মনুষ্য নামের অযোগ্য এই সকল পাষণ্ডদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা উষর মৃত্তিকায় বীজ বপনের ন্যায় নিরর্থক, কারণ দয়া মায়ার প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলি ইহাদের নীরস অন্তরে আদৌ স্থান পায় নাই।

২য় ব। আমরা যখন এই রাক্ষসদের কবলে পতিত হইয়াছি, তখন আর বোধ হয় কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, নিশ্চয় আমাদের আজ এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মার্কণ্ড। ভাই! এ প্রকার কাতর হইবার কোন অবশ্যক নাই, কারণ, মানব মাত্রেই মৃত্যুর অধীন, কেহই সেই অনিবার্য্য মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পায়না। সর্ব্বজন পূজিত বিধাতার বিধানানুসারে জীবের জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্রবল মানবের এমন সাধ্য নাই যে তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথাচরণ করিতে সক্ষম হয়। যদি এই চণ্ডালদের করে আমাদের মৃত্যু, সেই বিধির বিধি হয়, তাহা হইলে কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। আর তা যদি না হয়, তাহলে কার সাধ্য যে আমাদের কেশাগ্র মাত্র স্পর্শ করে। এখন মনের এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া, যার নাম করিলে, সুদারুণ ভব ভয় অবধি নিবারণ হয়, যার পবিত্র শ্রীপাদপদ্ম পতিত জীবের একমাত্র শান্তির নিকেতন, ভক্তিভাবে যার নাম কল্লে, অধম জীব মহা মহা দায়ে মুক্ত হয়, এই বিপদ কালে আমরা সেই বিপদ বারিণী জগদম্বার শ্রীচরণে শরণাপন্ন

হই, অভয়ার কৃপাকণা লাভ কর্ত্তে সমর্থ হইলে, আমরা নিশ্চয় নিরাপদ হইব।

২য় চ। কিরে মদ্দেরা হাঁ করে দেড়িয়ে রইলে কেন, চনা, ছাগল ছানার মতন ছোড়াগুলোরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাই।

মার্কণ্ড। হ্যাঁরে, সত্যই কি তোরা মা কালীর নিকট আমাদের বলি দিবি? দয়াময়ী ভবানী কি পদানত সন্তানের বলি গ্রহণ কর্ব্বেন। মা কি কেবল তোদের নিজস্ব সম্পত্তি, আমাদের কি ইষ্ট বস্তু নন? ভাল দেখি, দয়াময়ী এই অকৃতি সন্তানদের উপর কিরূপে বিরূপা হন। মাগো! বিশ্ববন্দিনী বিশ্বেশ্বরী, মা শৈলসুতা শুভঙ্করী, এই নিষ্ঠুর চণ্ডালদের কবল হতে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার কৃপাপথ আশ্রয় করে, আমরা নির্ভীক ভাবে এই ধরাধামে বিচরণ করিতেছি, অভয়ার অভয় পাদপদ্ম এ দাসদের প্রধান সম্বল। মাগো! সর্ব্বমঙ্গলে, দুর্দ্দান্ত দানবদের দলন করে, স্বর্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। আপনি ছাড়া কার সাধ্য যে ভক্তের মন বাসনা পূর্ণ করে, মাগো! কঠোরতপা ঋষিগণ সংসারে পদাঘাত করে, ইন্দ্রিয়দের স্ববশে এনে, আপনার শ্রীপদ লাভের জন্য, নির্জ্জন পর্ব্বত গুহা সার করিয়াছে, মাগো! আমরা ক্ষীণবুদ্ধি বালক, ভজন সাধন কিছুই জানিনা, তবে স্নেহময়ী জননী যেমন শিশুর অর্থ শূন্য আধ আধ কথায় পরিতুষ্ট হন, তেমনি মা আপনি আমাদের এই সামান্য স্তবে প্রসন্না হয়ে, এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা করুন। মাগো! কুপুত্রের উপর জননীর অতুল

স্নেহের তো হ্রাস হয়না, বরং অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কেবল কি এই অভাগাদের ভাগ্যে এই চির প্রচলিত প্রথার অন্যথাচরণ হইবে, পিপাসিত জনের অদৃষ্ট দোষে কি বিপুল সিন্ধু বিশুষ্ক হইয়া যাইবে, স্নিগ্ধ চন্দনকণায় দাহগুণ সম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব? মাগো! বিপদবারিণী, মাগো! পতিত উদ্ধারিণী, প্রাণে বড় ভয় পেয়ে মা মা বলে ডাকচি, এই নিরূপায় সন্তানদের, এই বিপদ হতে রক্ষা করুন।

কালী কালভয় হরা কালের কামিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী, দানব দলনী,
তাপিত-তনয়ে তার ওমা ত্রিনয়ণী।
ঈশানী ঈশান প্রিয়া, ইন্দু নিভাননা,
শৈলসুতা শুভঙ্করী, সুরেশ বন্দিনী॥
মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ মোহিনী,
অম্বিকে অনাদ্যা উমে, উমেশ গৃহিনী,
জয় জয় জয়াবতী, জগৎ বন্দিনী।
ভয়ে ভীত সদাচিত রাখ রাঙ্গাপায়,
কতজন মুক্তিধন ওই পায়ে পায়॥
অকৃতি সন্তান মোরা না জানি সাধন,
কৃপা করে কৃপাময়ী দেহ শ্রীচরণ।

রাঃ পরজ—তাল সুরফাঁকতাল।

কালভয় হরা, ওমা ত্রিপুরা সুন্দরী তারা,
পড়িয়াছি ঘোর দায়, না দেখি কোন উপায়,
রাখ মাগো রাঙ্গা পায় ওগো শিবদারা।
তুমি মা কৃপা কর যারে, কালে কি করিতে পারে,
চলে যায় সে ভবপারে ওমা সেবক যারা॥

(কালী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব)।

কালি। মাভৈঃ মাভৈঃ বৎস না ভাব অন্তরে,
হের, আসিলাম আমি তোমায় আহ্বানে,
এই চরাচর বিশ্বে কাহার শকতি,
আমার ভকতজনে পারে নাশিবারে।
রাখিতে ভক্তের মান, কৃপাণ করেতে,
কতবার মাতিয়াছি, ভীম রণরঙ্গে,
অসুরের শোনিতেতে বহিয়াছে নদী,
লক্ষ লক্ষ বীরগণ ত্যজেছে সংসার॥
ওরেরে বর্ব্বরগণ, ধর্ম্মের নামেতে,
অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিস সতত,
মম ভক্তে দিতে বলি করিছ প্রয়াস.
পশুর সমান হায় নিষ্ঠুর অন্তর।
ক্ষুদ্র কীট সম তোরা কি হবে বধিলে,
তাই আজ প্রাণরক্ষা হইল তোদের,
বলবান হলে, এই অসির আঘাতে,
শিরশূন্য দেহ হতো ধুলায় ভুষিত॥

১ম চ। আর দেখচিস কি, মা এসেছে, বামুন ছোড়া বড় সোজা ছোড়া নয়, ওনার মধ্যে কোন বস্তু আছে, তা না হলে কি কখন এমন কাণ্ড হয়, আমিতো তাজ্জব হয়েছি, এখন উপায় কি ?

১ম চ। এক কাম কর, এই বামুনকে ছেড়ে দিয়ে, দাঁতে কুট্টা নিয়ে ঘাট মান, তা হলে মার দয়া হবে।

৩য় চ। বেশ কথা বলেচিস, আয় তাই করি।

কালী। অভয় দানিমু, যারে ত্বরা করি,
কভুনা করিবে, এ হেন অধর্ম্ম,
নরহত্যা করি, ধর্ম্ম কভু হয় ?
পর প্রাণে ব্যথা দিলে কি পামর,
সুখী হওয়া যায়।

২চ। আরে শুনলি, মা মোদের যাতে বল্লে, চল ঝা করে সরে পড়ি, কি জানি আবার যদি গোসা হয়ে পড়ে, তাহলে রেয়াত কর্ব্বেনা, ঝা করে এক ঘা বসিয়ে দিলে একটা মানুষ দুটো হয়ে যাবো। চল এখন মাকে পেন্নাম করে ঘরে চল। আজ বড় তাজ্জব ব্যাপার দেখলাম।

১ম চ। যাক এখন সরে পড়ি, আমার ভয় কচ্চে।

(চণ্ডালদের প্রণাম ও প্রস্থান)।

মার্কণ্ড। মা! এ দাসের ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা কর্ব্বার জন্য কি জগজ্জননীকে এতোদূর কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হলো। এই গুণেই ভক্তে আপনাকে দয়াময়ী বলে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বিশেষ সাধনহীন অকৃতি সন্তানের উপর, মার কৃপা যে অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, তাহা আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মা, যে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, যার একটী মাত্র নিশ্বাসে সমগ্র সৌরজগৎ ধূলিকণার ন্যায় চুর্ণ হইতে পারে, সেই সর্ব্বশক্তিশালিনী জগদম্বাকে সামান্য বর্ব্বর চণ্ডালদের কবল হতে এ দাসকে রক্ষা করিবার জন্য, কেন. এতো বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল। দীন তারিণী, স্নেহময়ী জননী বালকের হস্তে খেলানা দিয়া যেমন

তাহাকে নিরস্ত করেন, তেমনি কি মা আজ আমার এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন রক্ষা করিয়া এ দাসকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন, কি সামান্য উপল খণ্ড হাতে দিয়ে মহামূল্য মণিতে বঞ্চিত কল্লেন, জগদম্বার একবার কৃপাদৃষ্টি হলে, যখন অধম জীব অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে, তখন এ দাসের এই সামান্য জীবন রক্ষা করায় বিশেষ কি উপকার হইল। মাগো! এই রক্তমাংস বিশিষ্ট মলমূত্র পরিপূরিত অসার দেহতো একদিন নিশ্চয় ধ্বংস দশায় উপনীত হইবে, এ সংসারে কোন বস্তুতো চিরস্থায়ী নয়, একদিন সকলকেইতো কাল সদনে গমন করিতে হইবে, সুতরাং এই ধ্বংসশীল দেহের উপর যত্ন করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা অপেক্ষা এ দাসকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনপ্রাণ ঐ অভয় চরণে অনুক্ষণ অনুরক্ত থাকে, এবং কালের ত্রাসে না ত্রাসিত হইতে হয়।

কালী। ভাগ্যবান! সংসার সুখমত্ত ইন্দ্রিয়ের দাস মানবদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ও জগতের নিরুপদ্রবের অভিপ্রায়ে, আমাদের সাকাররূপে অবনীতে অবতীর্ণা হইতে হয়। ইচ্ছা মাত্রে সে কার্য্য সাধন করিলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইজন্য আবশ্যক হইলে আমরা নানারূপ লীলাবন্ধে প্রবৃত্ত হই, ও যে, যে ভাবে আমাদের সাধনা করে, সেই ভাবে তাহার মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া থাকি। যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল বংশ বিশেষ পড়িলে বংশলোচন জন্মায়, তেমনি এই মানব একমাত্র সাধনের বলে অমরত্ব অবধি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে, সাধনার ফল কখন ব্যর্থ

হইতে পারেনা, জীব একমাত্র সাধনার প্রভাবে আমাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

মার্কণ্ড। মা! যদিও দাসের শক্তি অতি অল্প, তথাপি আমি সাধুজনের প্রদর্শিত এই সাধন মার্গ আশ্রয় করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। যদি ভাগ্য অনুকূল্য হন, দাসের উপর যদি মার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, তাহলে বোধ হয় নিশ্চয় সেই গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইব। মলয়া মারুত স্পর্শে যেমন সামান্য তরু সুরভিত হয়, তেমনি জগদম্বা যার সহায়, তিনি নিতান্ত হীনজন হইলেও, কঠোরতপা ঋষিদের ন্যায় সদ্গতি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। আজ যখন এ দাসের ক্ষুদ্র জীবন রক্ষার জন্য স্বয়ং কৈলাসবাসিনী কৈলাস ত্যাগ করে, এখানে উদয় হলেন, তখন নিশ্চয় আমার জীবন সার্থক হইল, আমার জীবনের মধ্যে এরূপ সুদিন আর কখন উদয় হইবে কিনা সন্দেহ। মাগো অন্তর্য্যামিনি, অন্তরের কথা তোমার অপরিজ্ঞাত থাকা কখন সম্ভবেনা। তাহলে মা মানবের ক্ষীণভাষায় আর কি বলে তোমার কাছে আমার মনের গূঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, মার যদি সন্তানের উপর এ প্রকার স্নেহ না হতো, তাহলে বোধ হয় গর্ব্বের অবতার ধনমদে মত্ত প্রবল ব্যক্তিরা একদিনেই নিঃসহায় দুর্ব্বলদের ধ্বংস করিয়া ফেলিত, এই সংসারে জগদম্বাই দুর্ব্বলের বল, আর্ত্তজনের রক্ষক, ও অসহায়ের সহায়, সকাতরে মা মা বলে কাঁদবার মতন কাঁদলে, স্নেহময়ী জননী কখন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পার্ব্বেন না, প্রণত সন্তানের উদ্ধারের জন্য দয়াময়ীকে আসতেই হবে।

রাঃ মিশ্রকাফি—তাল একতালা।

মহাদায় মহামায়া এ সংসারে।
তারোগো দিয়ে চরণ, দীনহীন কত নরে॥
তোমার দয়ার নদী, বহিতেছে নিরবধি,
কত পাপী তাতে ডুবি, জুড়াইল অন্তরে।
ভাবিলে পদ দুখানি, দুস্তারে তারো তারিণী,
যেরূপ ভাবে, তোমায় ভাবে, ত্রাণ পায় ভব ঘোরে॥

কালী। বৎস! মহর্ষি নারদ তোমাকে যে অমূল্য বস্তু দান করিয়াছেন, তাহার প্রসাদে তোমার মনের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তবে বরষাকালে বীজ বপন করিলে যেমন শরতের শেষে শস্য লাভ হইয়া থাকে, তেমনি একমনে একপ্রাণে সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কখনই কেহ ইষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারেনা। তোমার হৃদয় যখন উচ্চ ধর্ম্মভাবে মণ্ডিত, ও তোমার মনের বিশ্বাস যখন অটল, তখন নিশ্চয় তুমি পরিণামে এই জগতে মনুজকুলে একজন ক্ষণজন্মা শ্রেষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, আবার যখন তোমার আবশ্যক হইবে, সেই সময় আসিয়া দেখা দিব। তুমি নিজের হৃদয়বলে, আমাদের একান্ত বাধ্য করিয়াছ।

মার্কণ্ড। মাগো! আপনার এই অতুল কৃপায় এ অধম আজ কৃতার্থ হইল। পতিত জীবের উপর এ প্রকার কৃপা আছে বলে, তারা মহা মহা সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, ও ভক্তে আদর করে পতিতপাবনী বলে ডাকে। এই সংসারে অভয়ার অভয় শ্রীচরণ আমারি একমাত্র সম্বল, ও ঐ পবিত্রনাম আমার জপমালা, কালের শাসনে যখন অন্তর

ত্রাসে একান্ত কাতর হবে, তখন যেন সুরাসুর সেবিত পবিত্র পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত না হই, শ্রীচরণে দাসের এইমাত্র প্রার্থনা।

কালী। বৎস! প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হলে যেমন সুমেরু শিখর বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়না, গৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলে, যেমন তথায় অন্ধকার রাশি প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়, তেমনি সর্ব্বসংহারক কালের শাসনে, তোমার নির্ভীক হিয়ায় কখনই ত্রাসের সঞ্চার হইবেনা। আজ যে উপায়ে বর্ব্বর নরহন্তা নিষ্ঠুর চণ্ডালদের কবল হইতে রক্ষা পাইলে, পরিণামে এই অমোঘ উপায় অবলম্বন কল্লে, নিশ্চয় কালজয়ী হইতে সমর্থ হইবে। কালের অসীম ক্ষমতা তোমার সাধন বলের নিকট প্রতিহত হইবে। সমুদ্রের ভীম তরঙ্গ যেমন বেলা-ভুমি অতিক্রম করিতে পারেনা, তেমনি এই জগতে এমন সাধ্য কার আছে যে, ভক্তিপরায়ণ আমার ভক্তকে নিগৃহীত করে, পাষাণে মুষ্টাঘাত করিলে যেমন নিজের হস্তে বেদনা মাত্র লাভ হয়, তেমনি যে পাষণ্ড তোমার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা করিবে, তাহারি সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইবে, সমগ্র দেবগণ একযোগে চেষ্টা করিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেনা। এক্ষণে আমি চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার মনভীষ্ট পূর্ণ হয়।

মার্কণ্ড। করুণাময়ীর এমনি করুণা যেন এ দাসের উপর থাকে, তাহা হইলে এ ভবে আমাকে ভয় ও ভাবনায় বিন্দু-মাত্র কাতর হইতে হইবেনা। বৃহৎ অর্ণবযানের পশ্চাতে আমার ক্ষুদ্র জীবন তরীকে যখন ভক্তি শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ

করিয়াছি, তখন নিশ্চয় তুফানপূর্ণ এই ভবসাগর পার হইতে সক্ষম হইব। এক্ষণে এ দাস সুরাসুর সেবিত পবিত্র পাদ-পদ্মে প্রণাম করিতেছে।

কালী। তোমার সর্ব্বাঙ্গিন কুশল হোক।

(কালীর প্রস্থান)।

১ম ব। ভাই মার্কণ্ড! আজ তোমার কৃপায় আশু মৃতু-মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। সামান্য কীট, ফুলের সঙ্গে থাকিলে, যেমন নারায়ণের মস্তকে স্থান পাইয়া থাকে, তেমনি আমরা কেবলমাত্র তোমার অনুকম্পায় জগদম্বার রাতুল চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই জন্যই জ্ঞানপিপাসু মহাত্মারা, সৎসঙ্গের এতদূর প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাইহোক আজ আমাদের চর্ম্ম চক্ষু সার্থক হইল। কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে ভজনহীন এই হীনজনেদের এ প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইবে।

২য় ব। ভাই! যার শ্রীচরণ দর্শন কর্ব্বার জন্য, শত শত সাধু ব্যক্তি সংসারে পদাঘাত করে, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়দের স্ববশে এনে, নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায়, অনশনে জীবন যাপন করেন, সেই সাধনের ধন জগদম্বা, যখন মার্কণ্ডের আহ্বানে এখানে এসে উপস্থিত হলেন, তখন আমাদের মার্কণ্ড কখনই সাধারণ পাত্র নয়। আজ আমরা অবধি, আমাদের প্রিয়বন্ধু মার্কণ্ডের গুণে ধন্য হইলাম, আমাদের মনুষ্য জন্ম ধারণ করা সার্থক হইল। মার্কণ্ড আমাদের সঙ্গে না থাকিলে, নিশ্চয় আমাদের সকলকে অকালে কালসদনে গমন করিতে হইত।

মার্কণ্ড। ভাই! আমি অত্যন্ত হীনজন, আমার এমন কোন গুণ নাই, যে তাহার উল্লেখ করিয়া আমাকে সুখ্যাতি করিতে পার। তোমরা আমাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা করিয়া থাক, সেইজন্য এ প্রকার শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্যে আমাকে অপ্যাযিত কচ্চ। নীলবর্ণের কাঁচ চক্ষে দিলে যেমন জগৎ-শুদ্ধ সমস্ত বস্তু নীলবর্ণ দেখায়, তেমনি স্নেহানুরঞ্জিত চক্ষে সুহৃদের দোষভাগও সদ্‌গুণে পরিণত হইয়া থাকে। যাই হোক ভাই, এক্ষণে গৃহে চল, ভক্তিভাজন পিতা মাতার চরণ দর্শন করিয়া জন্মের মতন প্রলোভন পরিপূর্ণ বিপদ সঙ্কুল সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিব।

৩য় ব। ভাই! তোমার এ কথার প্রকৃত মর্ম্মতো বুঝিতে পারিলাম না। তুমি এই নবীন বয়সে আমাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া কোথায় গমন করিবে? আমরা তোমার বিশেষ অনুরক্ত, সুতরাং তোমাকে না দেখিয়া আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব।

মার্কণ্ড। ভাই! সংসারের অসার মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেব দেব মহাদেবের সাধনায় প্রবৃত্ত হইব। আশু-তোষ আশু তুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় এ দাসের তাপিত অন্তর সুশীতল করিবেন। তোমরা আমার জীবনের প্রিয় সহায়, সুতরাং আমার উন্নতি কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়? তোমাদের কি ইচ্ছা যে আমি দুই চক্ষে ভ্রমের অঞ্জন পরিয়া অসার কাজে এই দুর্ল্লভ মানব জন্মের বহুমূল্য সময় অপব্যয় করি, তোমরা যদি আমার যথার্থ আত্মীয় হও, তাহলে কখনই আমার এই উচ্চ আশায় বিন্দুমাত্র বাধা দেবেনা। সৌভাগ্য

বশতঃ আমি যদি পরাৎপর পরম পুরুষের একজন চিহ্নিত দাস হইতে সক্ষম হই, তাহা হইলে এই মরণশীল সংসারে, যথার্থ বিমল আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব। কারণ, অমৃতের হ্রদে একবার অবগাহন করিতে পারিলে, জন্মের মতন ক্ষুৎ পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, চল গৃহাভিমুখে গমন করি।

১ম ব। আচ্ছা ভাই চল, কিন্তু ভাই, আমাদের অকুল সাগরে ভাসিয়ে, কোথাও পলায়ন করোনা। তোমার অদর্শনজনিত ক্লেশ, আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবনা।

মার্কণ্ড। ভাই! এই জগতে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানু-সারে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তরঙ্গিণীর ভীম তরঙ্গ যেমন সামান্য বাঁধে বাধা পড়েনা, তেমনি ক্ষীণবল মরণশীল মনুষ্যের কি এমন সাধ্য যে বিধি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা-স্রোতকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়, আমার ভাগ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবেনা। তিনি যাকে যে প্রকার বুদ্ধি বৃত্তি দান করিয়াছেন, বুদ্ধিমানেরা তাহাই অবলম্বন করিয়া, এই সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, বিশেষ সুদূর ভবিষ্যতের বিষয় অবধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারো নাই। এক্ষণে গৃহে চল, ঐ দেখ দেব দিবাকর, ক্রমে পশ্চিম গগণ আশ্রয় করিতেছেন।

২য় ব। আচ্ছা ভাই চল, কিন্তু তোমার এই সকল কথা শুনে, আমাদের অন্তরে নিতান্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল।

মার্কণ্ড। ভাই! কিছুমাত্র চিন্তা নাই, সেই মঙ্গলময়, তোমাদের সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল বিধান করিবেন।

রাঃ ভিমপলাশি—তাল ঠেকা।

না ভাব অন্তরে।
সেই দয়াময়, হইবে সদয়, নিয়ে যাবে ভবপারে॥
সেই নিত্যময় অগতির গতি,
কমলার কান্ত শ্রীকান্ত শ্রীপতি,
তাঁহার উপর, করিলে নির্ভর,
কালে কি করিতে পারে।
একান্তে শ্রীপদ চিন্তা করিলে, জুড়াবে হৃদয় তাঁর কৃপাবলে,
সেই নিত্যধন, যিনি নিরঞ্জন,
পূজে শ্রীচরণ যতেক অমরে॥

৩য় ব। আচ্ছা ভাই, তাহলে এখন চল গৃহে যাই, এই ভীষণ শ্বাপদ সঙ্কুল কাননে আর অপেক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই।

(সকলের প্রস্থান)।
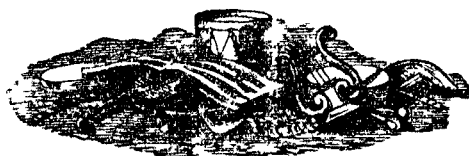
নবম অঙ্ক।

অমরাবতী।

(দেবরাজ ইন্দ্র ও দুইজন অপ্সরার প্রবেশ)।

অপ্সরাদ্বয় কর্ত্তৃক গীত।

রাঃ সিন্ধু—তাল ঢিমেতেতালা।

প্রণয় সরসী জলে, সন্দেহ তরঙ্গ খেলে,
রসিক নাবিক হলে, সাধের তরী ডোবেনাকো তুফানে।
অরসিক যেইজন, ছলে কলে লয় মন,
ফুরাইলে প্রয়োজন, শেষে ভাসায় নিরাশা জীবনে॥

১ম অ। নমি শচীকান্ত, শ্রীপদ কমলে,
কহ এবে দেব, কিজন্য স্মরিলে?

ইন্দ্র। আছে প্রয়োজন, তাইলো ললনা,
ডাকিনু এখানে, এবে পুরাও বাসনা।

২য় অ। আজ্ঞাধীনা দাসী মোরা,
কহ প্রভু কি কার্য্য সাধিব?

ইন্দ্র। মৃকণ্ডু মহর্ষি সুত, মার্কণ্ড যাহার নাম,
করিছে কঠোর তপ, নিবিড় কানন মাঝে।

তোমরা সেখানে গিয়া, হানিয়া কটাক্ষ বাণ,
দেখাইয়া হাবভাব, তপ বিঘ্ন কর তার॥
তোমাদের প্রতাপেতে, রসে যে ঋষির মন,
ঊর্দ্ধরেতা যেইজন, মুহূর্ত্তে হয় চঞ্চল।
হানিলে নয়ন বাণ, কার সাধ্য ধৈর্য্য ধরে,
পাষাণে ফোটে কমল, মহাযোগী ভোলে যোগ॥
মার্কণ্ডের হেরি তপ, ব্যথিত মম অন্তর,
প্রসন্ন করি মহেশে, যদি লয় আমার পদ।
সেইজন্য সুলোচনা, তোমাদের স্মরিয়াছি,
গিয়া নিবিড় কাননে, কর তাহারে চঞ্চল॥
তব মোহিনী মায়ায়, আবদ্ধ হইয়া যেন,
কাম ফাঁসে বদ্ধ হয়, পাশরিয়া তপ জপ।

১ম অ। এ আদেশ এখুনি পালিব,
করিব চঞ্চল মহর্ষিরে,
এ সংসারে কাহার শকতি,
মোদের প্রভাব পারে সহিবারে।
বঙ্কিম নয়নে চাহিলে আমরা,
পলকে প্রলয় পারি ঘটাবারে,
নীরস ঋষির বিশুষ্ক পরাণে,
রসের তরঙ্গ খেলাই মুহূর্ত্তে॥

২য় অ। গিয়ে ধরাপরে, মোহিব মার্কণ্ডেরে,
দেখিব কেমনে ধৈর্য্য ধরে।
পাশরিয়া নিজ তপ জপ,
কাতর হইবে কামিনী তরে॥

কতশত সংযমী মহর্ষি,
আমাদের নয়নের বাণে,
তেয়াগিয়া নিজের সাধনা,
ধরে গিয়ে রমণীর পায়।

১ম অ। আমাদের বঙ্কিম কটাক্ষে,
মদনের নিত্য নিকেতন।
শুষ্ক তরু হয় মঞ্জুরিত,
যে দিকেতে ফিরাই নয়ন॥
বিশ্বামিত্র আদি ঋষিগণ,
জানে ভালমতে মোদের প্রভাব।
এমন কাহার শকতি ধরায়,
আমাদের হায় করে পরাভব॥

ইন্দ্র। তোমাদের অমোঘ প্রভাব আমার অপরিজ্ঞাত নহে, সেইজন্য কার্য্যোদ্ধার মানসে তোমাদের আজ আহ্বান করিয়াছি। তোমাদের মোহিনী মায়ায় একবার আবদ্ধ হলে, নিশ্চয় তাহাকে সাধনমার্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। রবি তাপে তুষার রাশি যেরূপ বিগলিত হয়, তেমনি তোমাদের কটাক্ষবাণে ও হাবভাব দর্শনে বড় বড় সংযমী মহাত্মারা ধৈর্য্যচ্যুত হয়, ও কামিনী লাভের জন্য উম্মত্ত হইয়া উঠে। দেবতারা তোমাদের অনুকম্পায় মহা২ দায় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে কঠোরতপা মার্কণ্ডের তপ ভঙ্গ হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করগে।

১ম অ। দেবরাজের আজ্ঞা আমাদের শিরধার্য্য, আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে মহর্ষিকে মোহিত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বো,

কিন্তু প্রভো দেখবেন, হর কোপানলে মদনের ন্যায় দশা আমাদের যেন না হয়।

ইন্দ্র। না, সেজন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই, উদার স্বভাব তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিরা প্রায় সকল সময়ে ক্ষমা গুণের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। ক্রোধে অভিভূত হইয়া কখনই প্রতিহিংসা পরায়ণ হইতে ইচ্ছা করেন না। সুশীতল বারি বরিষণে যেমন প্রদীপ্ত পাবক প্রশমিত হয়, তেমনি ভক্তি-ভরে স্তব স্তুতি কল্লে, পরম জ্ঞানী মহর্ষিদের ক্রোধানল তখনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সুতরাং সেজন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই। তোমরা উপযুক্ত বেশভূষা করে, আমার আদেশ ক্রমে মর্ত্তধামে গমন কর, আশীর্ব্বাদ করি কৃতকার্য্য হয়ে, আবার এই অমরাবতীতে প্রত্যাগত হও।

২য় অ। যে আজ্ঞে, আমরা এখনি ভবদীয় আদেশ প্রতিপালনের জন্য গমন করি।

রাঃ পিলু—তাল ঠুংরি।

দেখবো সে ঋষিরে, কেমন করে ধৈর্য্য ধরে।
হানিয়া কটাক্ষ বাণ, মাতাইব তাহারে॥
কে আছে হেন ধরায়, না মজে মোদের মায়ায়,
পারি করিতে পলকে প্রলয়, রসে ঋষির মন মদনের শরে।

(অপ্সরাদের প্রস্থান)।

ইন্দ্র। (স্বগতঃ), এইবার মার্কণ্ডের কতদূর হৃদয়বল, তাহা বেশ বোঝা যাবে। হাজার হোক, মার্কণ্ড যুবক পুরুষ, সুতরাং রমণীদের কুহকে পতিত হলে, অনায়াসে ধৈর্য্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিজয়ী মদনের অপ্রাতিহত ক্ষমতা

ব্যর্থ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। মার্কণ্ড যদি এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়, তাহলে বিশোধিত স্বর্ণ সম তাহার বিমল হৃদয়ে ভগবান নিয়ত বিরাজ করিবেন। কঠোর তপা জিতেন্দ্রিয় মার্কণ্ডের কঠোর তপে, আমার অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, কি জানি যদি ভোলানাথকে তুষ্ট করিয়া, আমার এই ইন্দ্রত্বপদ লাভ করে, সেইজন্য তাহার উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য, এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছি, যে পঞ্চশরের অমোঘ প্রভাবে দেব দেব মহাদেবের সমুদ্র তুল্য ধৈর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কঠোরতপা ঋষিগণ, কর্ত্তব্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কামিনী লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, যুবক মার্কণ্ড কি সেই বিশ্ববিজয়ী মদনের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে। দেখা যাক, যাতে আমার এই কৌশল ফলপ্রদ হয়।

(ইন্দ্রের প্রস্থান)।
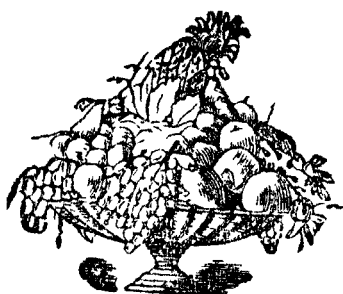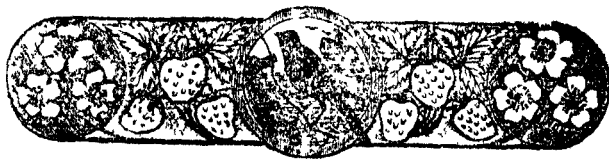
দশম অঙ্ক।

নিবিড় কানন।

(সন্ন্যাসীর বেশে মার্কণ্ডের প্রবেশ)।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ), সংসারিক মায়াজাল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা বড় সহজ কথা নয়। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি ব্যতীত অধম মানবের সে প্রকার প্রবৃত্তি কি ক্ষমতা কখনই জন্মায় না। একবার সেই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হলে, সংসারিক ভোগ বিলাসে একবার প্রমত্ত্ব হয়ে পড়লে, আর তাদের পরমার্থ পথের পথিক হতে স্পৃহা হয়না। সৎপথে কাঁটা দিয়ে, গুরুদত্ত পরম ধন বিস্মৃত হয়ে, চিরদিন অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, সংসারে আত্মীয় পরিজন, বৈরাগ্য পথের প্রধান কণ্ঠক, ও সৎকার্য্যের একমাত্র হন্তারক, আমি যদি পিতা মাতার আদেশক্রমে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী সাজিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই সুরগণের স্পৃহনীয় এরূপ বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম না। অনিত্য সুখে মত্ত্ব হয়ে আমাকে দিন দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে হইত। এই দুর্ল্লভ, বহু তপস্যার ফল, মানব জন্ম

ধারণ করা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইত। জ্ঞানের দীপ্ত দীপ শিখাকে নির্ব্বাণ করিয়া, বিবেকের হিতকর বাণীতে বধির হইয়া, চক্ষু বদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় এই সংসারক্ষেত্রে নিয়ত ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতাম। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য প্রযুক্ত আমি সহজে এই দুশ্ছেদ্য মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, দেব প্রতিম পরম কারুণিক মহর্ষি নারদের অনুকম্পায় ও আমার পিতৃ পুণ্যে, আমার ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয়, বিশ্বাস পরিশূন্য অধম জীবের দ্বারাস এ প্রকার দুস্কর কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার ঐহিক সম্বন্ধ হতে পৃথক হইয়াছি, সাংসারিক অনিত্য চিন্তাকে চিরবিদায় প্রদান করিয়াছি, পূর্ব্বেকার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। ভক্তির প্রবাহে হৃদয়কে সম্যক্‌-রূপে বিধৌত করে, তাতে দেব দেব মহাদেবের চারু মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, অকপটে মনপ্রাণকে সেই ভোলানাথের অভয় শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি। এখন তাঁরি পবিত্র নাম আমার একমাত্র জপমালা হইয়াছে, তাঁরি সাধনায় এই নশ্বর দেহ পাত করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়াছি, দেখি সেই দয়াময় এই অধমজনের উপর কতদ্দিনে কৃপাবান হন, সেই হৃদয়ের ধন, হৃদয় পটে দেখা দিয়ে, আমার দুষ্কৃতিজাল ছিন্ন করিয়া দেন। কোন সবৎস গাভীকে বীপ্রসাৎ কল্লে, যেমন সেই দ্বিজবর গাভীর প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হন, ও দাতা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তেমনি যে চতুর পরিণাম বিরস ঐহিক সুখ রাশিরে উৎসর্গ করিয়া, আশু-তোষের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সক্ষম হন, এই ভবে

সেই বুদ্ধিমানের আর ভয় ও ভাবনা কি, ভক্তবৎসল ভবানী-পতি, সেই পদানত ভক্তের কোন প্রকার অভাব রাখেন না। মুণিগণের স্পৃহনীয় নির্ব্বাণ পদ তাহার পক্ষে অনায়াস লভ্য হইয়া থাকে। এই হীনজনের ভাগ্যে কি সেই দয়াময়ের অতুল দয়ার নদী বিশুষ্ক হইবে, সুশীতল চন্দনকণা শৈত্য-গুণ শূন্য হওয়া কি সম্ভব, কখনই নয়। জীব জন্মাইবার পূর্ব্বে, তাহার জীবন ধারণের জন্য, যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দেন, এই জগতে প্রত্যেক বস্তুতে যার অপার মহিমার স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে. অনুতাপে প্রপীড়িত, অধম মানবের তাপিত হৃদয় সুশীতল করিতে যিনি সতত মুক্ত হস্ত, সেই পতিতপাবন বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর কি এই অধমের করুণ ক্রন্দনে বধির হইবেন, আমার সবিনয় প্রার্থনা কি তাহার কর্ণকুহরে স্থান পাইবেনা। অভ্রান্ত বেদে যাহাকে দয়াময় বলিয়া অভিহিত করে, তিনি কি এই অধমের ভাগ্যে নিদয় হইবেন, না, তা কিছুতেই সম্ভবেনা। আমি যদি অনিত্য চিন্তা পরিত্যাগ করে, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়দের স্ববশে এনে, তাঁর সাধনায় প্রবৃত্ত হই, মন্ত্রের সাধনের জন্য শরীরের পতন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হই, তাহলে নিশ্চয় কৈলাসের নিধি কৈলাস ত্যাগ করে, এ তাপিত জনের মনভীষ্ট পুণ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে পদার্পণ করবেন। মোক্ষদাতা মহেশ্বরের সাধনা করিয়া কখন কাহাকে বিফলকাম হইতে হয়না। পণ্ডিতদের এই মহা বাক্য বিশ্বাস করে, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভোলানাথের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কৃপাময় কৃপা করিয়া আমার মনের অন্ধকার দূর করিবেন,

হে দেব দেব মহাদেব! হে ভবানীপতি ভোলানাথ! এই অধম জনের হৃদয়ে বল দিন, যেন আমার মন অনুক্ষণ ঐ অভয় শ্রীচরণে অনুরক্ত থাকে, প্রভো! আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দুর্দ্দান্ত অসুরেরা স্বর্গরাজ্য অবধি অধিকার করিয়াছিল। প্রাবীট্ কালের বারি বরিষণের ন্যায় দয়াময়ের অতুল দয়া সকলের প্রতি সমান ভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কেবল কি এই অধম সেই সাধারণভোগ্য কৃপা হতে বঞ্চিত হবে, পিপাসিতজনের দুরাদৃষ্ট প্রযুক্ত বিপুল জলধি বিশুষ্ক হওয়া কি সম্ভব। রবিতাপে ম্রিয়মান পথশ্রান্ত পথিক যেমন বট বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লাভার্থ গমন করে, তেমনি ভীষণ ভব সমুদ্রে পার পাইবার জন্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সার করিয়াছি, সামান্য পর্ণের কুটীর ত্যাগ করিয়া সুদৃঢ় অট্টালিকায় আশ্রয় করিয়াছি, পরিণাম বিরস, স্বার্থ মিশ্রিত অনিত্য প্রেম অগ্রাহ্য করে, যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সেই প্রেমের প্রেমিক হতে মনস্থ করিয়াছি। কৃপাময় কৃপা করে, এই পদানত ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করুন।

রাঃ সাহানা—তাল একতালা।

আশুতোষ, আশু তোষ দাসেরে।
পাপহর, তাপহর, তারহে ভবঘোরে॥
না জানি তব সাধন, কৃপা কর নিত্যধন,
ত্রাসেতে কাঁপে জীবন, ভীষণ তরঙ্গ হেরে।
দয়াময় দিগম্বর, গিরীশ গিরিজাবর,
ত্রিপুরারী গঙ্গাধর, ভালে ইন্দু শোভা করে॥
শঙ্কর শম্ভু ত্র্যম্বক, কৃতান্ত ভয় নাশক,
ভালেতে জ্বলে পাবক, কটী শোভে বাঘাম্বরে।

রক্ষা কর এই দায়, স্মরণ লইনু পায়,
নিরুপায়ের উপায়, বলে তোমায় সুরাসুরে ॥

আমি যখন দয়ার সাগর দিগম্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন কার সাধ্য যে বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হয়। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বৈরাগ্যরূপ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, আমার সকল প্রকার ঐহিক কামনাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, অন্তর অনেকটা শান্ত হইয়াছে, এক প্রকার অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতেছে। সংসারে অবস্থান করিলে, কখনই এ প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইতনা। এক্ষণে একবার অশান্ত অন্তরকে শান্ত করে, সেই ভাবময়ের ভাবে বিভোর হই, সমগ্র ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করে, কল্পনা চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি, এইরূপ অচঞ্চল ভাবে চঞ্চল মনকে তাঁর পাদপদ্মে প্রদান করাই শ্রেষ্ট সাত্ত্বিক উপাসনা, এই প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা দিন দিন উন্নত হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে অলীক চিন্তাকে অন্তর হতে অন্তরিত করে, এইরূপ উচ্চভাবে, সেই ভবানীপতি আশুতোষের সাধনায় প্রবৃত্ত হইব। যদি সংসারে আনন্দ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ত্ব থাকে, তাহা হইলে কেবল তাহা এইরূপ উপায়ে লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানী যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, শ্বাসরোধ পূর্ব্বক, সহস্রদল পদ্মে সেই যোগীজন সেব্য অমূল্য নিধিকে প্রতিষ্টা কর্ত্তে চেষ্টা করি, চঞ্চল মনকে তাঁহারি চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করি, তাহলে নিশ্চয় আমার মলিন হৃদয় দর্পণে সেই

পরাৎপর পরমপুরুষের স্বরূপতত্ত্ব প্রতিভাত হইবে, ও অমৃতের প্রবাহে আমার চিত্তভূমি আপ্লুত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে সেই চিন্তার অতীত পরম ধনকে, চিন্তার সাহায্যে জ্ঞানপথে আনয়ন করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি, দেখি আমার এ সাধনা সিদ্ধ হয় কি না।

মার্কণ্ডের ধ্যানে উপবেশন।

গীত গাইতে গাইতে অপ্সরাদের প্রবেশ।

রাঃ ঝিঝিট—তাল কাওয়ালি।

ফুটেছে কুসম কলি।
এ সময় প্রাণ ভ্রমরা কোথায় গেলি॥
মলয়া মারুত বয়, তীর সম বেঁধে গায়,
আন্‌চান করে প্রাণ, প্রাণের কথা, কেমনে বলি।
তুই রৈলি উপবাসে, মধুতে পাপ্‌ড়ি ভাসে,
হেঁসে হেঁসে এখন এসে, ফুলে বসোরে বোকা অলি॥

১ম অ। এইতো ভাই, আমরা ঠিক জায়গায় এসেচি, এই দেখনা পরম যোগী মার্কণ্ড যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে, একমনে বিভুচিন্তায় রত আছেন। আমরা যেন ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায়, এই দীপ্ত দীপ শিখায় পতিত হতে এসেচি। সামান্য রূপের মোহে, কিম্বা কুৎসিত হাবভাব দেখিয়ে, এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী উন্নতমনা মহাত্মাকে কি কর্ত্তব্যপথ হতে পরিভ্রষ্ট কর্ত্তে পারা যায়, কখনই নয়। বোধ হয়, আমাদের মোহিনী মায়া এই মহাত্মার নিকট ব্যর্থ হইবে। কাজেই দেবরাজ ইন্দ্রের মনভীষ্ট পূর্ণ হওয়া সুদূর পরাহত বলিয়া অনুমান হয়।

২ অ। হাঁ ভাই ঠিক কথাই বলেচ, এই পরম তত্ত্বজ্ঞানী নবীন সন্ন্যাসী কখনই সামান্য পাত্র নহে। কারণ বৃদ্ধকালে সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাম নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ভোগলালসা পূর্ণ হইলে, স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণযৌবন কালে, ইন্দ্রিয়গণের সতেজ অবস্থায় তাহাদের শাসন করিয়া নির্লীপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করা, বাসনা ও আকাঙ্খা-রূপ ভীম ঝটীকায়, ধৈর্য্য তরীকে সুস্থির রাখা, বড় সামান্য ক্ষমতার কথা নহে। যুবক এই নবীন বয়সে যখন সংসারের দুশ্ছেদ্য মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধিন হইয়াছে, ভগবৎ প্রেমে এরূপ বিভোর ও বাহজ্ঞান শূন্য হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মনের সুখে মনঃরাজ্যে যখন বিপুল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখন এই মহাত্মা নিশ্চয় সেই পরাৎপর পরম পুরুষের নিতান্ত প্রিয়পাত্র, ও পদানত আশ্রিত ভক্ত। তাঁর কৃপাকণা লাভ কর্ত্তে না পাল্লে, কখনই মায়ার দাস মানবের এতদূর সুকৃতি লাভ সহজে ঘটেনা। সুতরাং এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার ভাগ্য, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা নিশ্চয় ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে। আহা, মধ্যাহ্নের দীপ্ত দিবাকর সম, সুকুমার দেহখানি যেন প্রদীপ্ত দেখাচ্চে, ও এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বহির্গত হচ্চে। অমল কমল তুল্য জ্ঞানগর্ব্বিত উজ্জ্বল বদন-খানি, ভক্তিরূপ নীহার পাতে বিধৌত হওয়ায়, শতগুণ সমুজ্জ্বল ও নয়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক, মার্কণ্ডের এই ভাব সন্দর্শন কল্লে, নিতান্ত নাস্তিকের নীরস হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ভাবুক

ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে, ও মলিন বুদ্ধি সংসারের দাস মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে। কিন্তু ভাই আমাদের অন্তরে বিমল আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষম দুর্ভাবনা ও ত্রাসের সমাচ্ছন্ন হইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের সে সব আশ্বাস বাণীতে সম্পূর্ণরূপ আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হইতেছেনা।

১ম অ। সখি! অধিনজনের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার কোন অধিকার নাই। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া অবিচার্য্যভাবে প্রভুর আদেশ পালন করা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। দেবরাজ আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধিনা দাসী, তিনি আমাদের যাহা আদেশ করিয়াছেন, অবিচার্য্যভাবে তাহা প্রতিপালন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২য় অ। তার আর সন্দেহ আছে, আমরা যখন এখানে এসেচি, তখন যাতে দেবরাজের কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিৎ, সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিয়া আশা তরীর কর্ণ পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই তেজঃপুঞ্জ কলেবর তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাকে আমাদের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করা, লতাপাশে প্রমত্ত গজকে আবদ্ধ করার ন্যায় অসম্ভব হইলেও আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, তাতে আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে। যেমন উষর মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে, কিছুতেই অঙ্কুরিত হয়না, তেমনি নারীর কটাক্ষবাণে যোগনিরত যোগীকে মোহিত করা এক প্রকার অসম্ভব, এখন দেখা যাক, আমাদের ক্ষীণ শক্তির দ্বারায় যদি এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবে পরিণত করিতে সক্ষম হই। কারণ

বিশ্বাস পরিশূন্য দুর্ব্বল হৃদয় আমাদের প্রভাবে সহজেই নমিত হইয়া পড়ে, গৃহে প্রদীপ জ্বলিলে যেমন অন্ধকার তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তেমনি যাহার সরল অন্তর ভগবৎ প্রেমালোকে আলোকিত, তাকে তাহার জীবনের উচ্চলক্ষ হতে পরিভ্রষ্ট করা কখনই অনায়াস সাধ্য নহে। যাই হোক, যখন আশায় বিশ্বাস করে, দেবরাজের আদেশ ক্রমে এতদূর অগ্রসর হয়েচি, তখন একবার সাধ্যানু-সারে চেষ্টা করে দেখা যাক।

১ম অ। হ্যাঁ ভাই এস, এখন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। দেখচি, মহর্ষি গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছে, বাহ্যজ্ঞানের চিহ্নমাত্র নাই, হটাৎ দেখলে বোধ হয়, যেন কোন প্রবীণ শিল্পকর, যত্নসহকারে গাম্ভির্য্যের অবতার, সৌন্দর্য্যের খনি এই মনোরম মহর্ষির চিত্র বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এখন এস ভাই, এই নবীন সন্ন্যাসীর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মধুর সঙ্গীত সুধা বিতরণ করি। প্রণয়রস পরিপূরিত আমাদের কলকণ্ঠের মধুর গীতধ্বনি এক্ষেত্রে মদনের পঞ্চশরের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে।

২য় অ। আচ্ছা এস ভাই, তাই করি।

রাঃ পিলু—তাল একতালা।

কার প্রেমে সাজিলে সন্ন্যাসী, (ওহে বঁধু)।
মুখ দেখে বুক ফাটে, তাইহে জিজ্ঞাসী॥
আমার প্রণয় পিঞ্জর, শূন্য আছে হে নাগর,
থাবে তুমি প্রেম আদায়, সোহাগ দাঁড়েতে বসি।

তোমার মতন রত্ন পেলে, যত্ন করে লব তুলে,
রাখিব হৃদি ভাণ্ডারে, থাকব সুখে দিবানিশি ॥
পিপাসায় হয়ে কাতর, এসেছি তব গোচর,
সাধ করে প্রাণ সখা, পরেছি গলায় ফাঁসি।
এমন মধুর কালে, কেনহে বিরাগী হলে,
প্রেম মধু কর পান, হৃদয় কমলে বসি ॥

মর্কণ্ড। (চক্ষু চাহিয়া),
আহা কি সুন্দর গীত,
দিগন্ত কাঁপায়ে মিশেছে শূন্যেতে,
পিযুস প্রপাত যথা, মনপ্রাণ মুগ্ধকারী।
বুঝি কোন দেববালা, পুলকেতে হইয়া পূর্ণিত,
তুলিছে তরল তান, শ্রবণ জুড়ায় মরি ॥
কিন্তু একি, সঙ্গীত ভিতরে,
ন্যক্কার জনক ঘৃণিত ভাবের
কি জন্য এত সমাবেশ, পরিপূর্ণ অসার কথায়?
ভক্তের হৃদয় হতে ছোটে ভাবের তরঙ্গ কত,
সঙ্গীতেতে পরিণত হয়, গীত তারে বলেরে সবায়।
প্রভুর মহিমা পূরিত, সে সব সঙ্গীত হায়,
অমৃতের প্রবাহ সমান, তাপিত অন্তর জুড়ায় ॥
কেন ভ্রান্ত কবি অলীক প্রসঙ্গে,
করিল হায় এ গীত রচনা,
কিজন্য শুকেরে বিদারি,
সোনার পিঞ্জরে পুষিল কাকেরে,
সুখের প্রসঙ্গ রয়েছে গীতেতে,
জানেনা সংসারে কারে সুখ বলে,

পশু প্রমোদেরে প্রণয় বলিয়া,
ভ্রমের জালেতে হয় যে আবদ্ধ।
ভ্রান্তি বশেতে অবোধ মানব,
বিধুর বিভাকে উপেক্ষা করিয়া,
খদ্যোত নেহারি হয় বিমোহিত,
থাকিতে নয়ন অন্ধ তাহারা॥

১ম অ। চৈতন্য হয়েছে ঋষির,
হের, চাহিছে চৌদিকে,
এস এইবার মধুর কথায়,
মনের বাসনা নিবেদন করি।

২য় অ। তুমি ভাই আগে কথা কও,

১ম অ। এসেছো যখন কেন ভয় পাও?

২য় অ। তপের প্রভাবে যদি দগ্ধকরে।

১ম অ। প্রসন্ন করিব শ্রীচরণে ধরে॥

২য় অ। ধরিয়া মোহিনীরূপ,
চল যাই ঋষির নিকটে,
হাবভাব দেখাইব কত,
করিব মোহিত সরল মানস।
বিশুষ্ক তরু হবে মুঞ্জরিত,
রসের প্রবাহ খেলিবে অন্তরে॥

১ম অ। সাহসেতে করি ভর,
চল যাই ঋষি সন্নিধান,
যা থাকে ভাগ্যেতে হায়,
ইন্দ্রের আদেশ করিব পালন।

২য় অ। (অগ্রসর হইয়া),
কে তুমি নবীন তাপস,
বসিয়া বিজন বনে,
আহা যেন রূপের প্রভায়,
আলো করেছে কানন।
তারার সমান জ্বলিছে নয়ন,
কামিনী বধের যেন এ ফাঁদ,
অথবা মনেতে অনুমান হয়,
শর পরিপূর্ণ কামের এ তুণ ॥

১ম অ। কি ভাবে ভাবুক হইয়া,
বিজনে যাপিছ কাল।
স্বর্গীয় লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ,
রাহুর উদয়ে যথা নিশানাথ ॥
আকাশ পটেতে হেরিয়া শশীরে,
সমুদ্র যেমতি আনন্দে উথলে,
তেমতি তোমার বিধুমুখ হেরি,
উথলিল হায় সুখ পারাবার।
রতন যেমতি রয়হে খনিতে,
তেমতি নাগর তুমি এ কাননে,
তোমার এরূপ হেরিলে নয়নে,
কামের কামিনী হয় বিমোহিত ॥
২য় অ। মধুর যৌবন কালে,
সুখভোগ পরিহরি,

কেন এ শুষ্ক সাধনা,
দেখিয়া দুঃখেতে মরি।
বর্ত্তমানে সুখ ছাড়ি,
ভবিষ্যতে ভরসা করা,
সুবর্ণ দূরেতে ফেলি,
আঁচলেতে গেরো দেওয়া॥
উপস্থিত সুখ ত্যজি,
অনিশ্চিতে কেন আশা,
এস প্রণয় সরেতে,
মিটিবে তব পিপাসা।

১ম অ। কেন হে নীরবেতে?
বরষি বচন সুধা,
সুশীতল কর প্রাণ,
আসিয়াছি আশার আশ্বাসে।

মার্কণ্ড। বাছা, তোমাদের দেখলে পরম শিল্পী বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ সুন্দর মুখে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্রনাম কীর্ত্তন শোভা পায়, কিন্তু তোমরা সৎপ্রসঙ্গ ত্যাগ করে কিজন্য এ প্রকার অসার কথায় সময়ের অপব্যবহার করিতেছ। আমি স্বপ্নেও কখন তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে তোমরা কিজন্য, আমার সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। আহা, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি আমার মা হইতে, তাহা হইলে, আমি ও অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতাম।

২য় অ। আর ভাই এখানে থাকা উচিৎ নয়। আমাদের ক্ষমতা এই মহাত্মার কাছে বৃথা হইল। আমরা যদি এই ন্যায়নিষ্ট যুবককে আর অধিক বিরক্ত করি, তাহলে নিশ্চয় ক্রোধ ভরে, অভিশাপ প্রদান করিবেন। মস্তকে সর্পাঘাতের ন্যায় এই তেজস্বী মহর্ষির শাপ কিছুতেই ব্যর্থ হইবেনা।

১ম অ। যা বল্লে ভাই, আর আমাদের এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। কারণ, এই নবীন সন্ন্যাসী আমাদের প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়া মাতৃ সম্বোধন করিলেন। এই মহাত্মা নিশ্চয় অভীষ্ট ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এমন কাহারও সাধ্য নাই যে এই তেজপুঞ্জ কলেবর পরমার্থ পথের পথিক মহর্ষিকে কর্ত্তব্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়। চল, আমরা গিয়ে দেবরাজকে বলিগে, আমাদের দ্বারায় এ কার্য্য হইবেনা তিনি উপায়ন্তর দেখুন।

২য় অ। বেশ কথা ভাই, তাই চল, আর এখানে বিলম্ব করিবার কোন আবশ্যক নাই।

(অপ্সরাদ্বয়ের প্রস্থান)।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ), আমাকে প্রলোভনে আকৃষ্ট করে, ধর্ম্মপথ হতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এই রূপবতী অপ্সরারা এখানে আসিয়াছিল। নিশ্চয় কোন লোক ইহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তা না হলে আমাকে পরমার্থ পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিবার ইহাদের কি প্রয়োজন হইতে পারে? করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায়, আজ এই অধঃপতন হতে রক্ষা পাইলাম। যাই হোক আর এখানে থাকিবার কোন

আবশ্যক নাই, কি জানি যদি কোনরূপ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া জীবনের এই উচ্চলক্ষ বিস্মৃত হই, তাহলে আর পরিতাপের পরিসীমা থাকিবে না। এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া জনমানব পরিশূন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করি। আর এস্থানে অবস্থান করিবার আবশ্যক নাই। এখানে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, কাজেই এই স্থান পরিত্যাগ করাই এক্ষণে যুক্তিযুক্ত। পণ্ডিতেরা বলেন আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবী অবধি ত্যাগ করিবে। সুতরাং এই কানন ত্যাগ করিয়া দেব দেব মহাদেবের সাধনার জন্য অন্য কোন নির্জ্জন কোলাহল পরিশূন্য রমণীয় স্থানে গমন করি। কি জানি, এখানে থাকিলে, যদি অন্য কোন প্রকার বিপদ ঘটে, দুর্ব্বল মনের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ নহে। কাজেই এ ক্ষেত্রে এই স্থান পরিত্যাগ আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, ও আত্মরক্ষার প্রধান সদুপায়।

(মার্কণ্ডেয়েব প্রস্থান)।

একাদশ অঙ্ক।

—*—

কাননস্থ শিব মন্দির।

(যমরাজের প্রবেশ)।

যম। এই জগতে আমার প্রভুত ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই। আমার অনন্যসাধারণ প্রভাবের নিকট সকলেই মস্তক নত করিয়া থাকে। সংসারের সকল বস্তুই পরিণামে আমার কবলে পতিত হয়। জীব সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার পরাক্রম ব্যর্থ করিতে পারেনা। মহাত্মা মার্কণ্ড আজন্ম ব্রহ্মচারী বটে, চিরকাল ঈশ্বর চিন্তায় কাল হরণ করিতেছে সত্য, কিন্তু অদ্য তাহার যে জীবনের শেষদিন, অদ্য তাহাকেঁ যে আমার কবলে পতিত হইতে হইবে, তাহা কিছুতেই রিতে পারিবে না। যখন নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া য় জগতে আসিয়াছে, তখন যতবড় সাধক কেন হোক আমার আলয়ে আতির্থ্য স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দেশে স্বয়ং আসিয়াছি, কারণ এই শিব মন্দির মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যুস্থান বলিয়া ইতি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালের অপ্রতিহত গতি প্রভাবে তিনি নিশ্চয় এই স্থানে আসিবেন। আমি সুবিধা বুঝিয়া তাহার জীবন ধন হরণ করিব। ঐ যে মার্কণ্ড এইখানে আসিতেছে, আমি একটু অন্তরালে অবস্থান করি।

(মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ)।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ), আজ সহসা আমার মন এরূপ চঞ্চল হয়ে উঠলো কেন, আমি আর কোন বিষয়ে সম্যক্‌রূপে মন নিবেশ করিতে পারিতেছিনা। অবশ্যই আমার এই চিত্ত বিকারের কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যম। মহর্ষি! তোমার অদ্যকার মনবিকারের বিশেষ কারণ আছে, অদ্য তোমাকে সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে একবার প্রেতপুরে গমন করিতে হইবে। আপনি কঠোরতপা ঋষি বলিয়া, দূত না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিয়াছি, এক্ষণে এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, আমার সঙ্গে আসুন।

মার্কণ্ড। কি, আমার আশা অপূর্ণ থাকিতে কি আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে, চিরকাল যাঁহার শ্রীপদ অবলম্বন করিয়া আছি, এই বিপদের সময় তিনি কি এ দাসকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন।

যম। যুবক! এরূপ দুরাশা পরিত্যাগ কর, এই সংসারে কোন বস্তু চিরস্থায়ী নয়। কালপূর্ণ হলেই আমি সকল জীবকে হরণ করিয়া থাকি, অদ্য তোমার সময় হইয়াছে, অতএব এখনি তোমাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। কিছুতেই এযাত্রা তোমার রক্ষা হইবেনা।

মার্কণ্ড। আমি যদি একদিনের তরেও দেব দেবের উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হলে সেই পুণ্যফলে অদ্য আমি রক্ষা পাইব। আমার প্রভু যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, তখন

আর আমার ভয় কি, এই মূর্ত্তি মধ্যে আবির্ভাব হয়ে পদানত দাসকে নিশ্চয় রক্ষা কর্ব্বেন।

যম। হাজার হোক, তুমি বালক, সেইজন্য তোমার মনে এ প্রকার অসম্ভব আশার উদয় হইয়াছে।

মার্কণ্ড। আমার দয়াময় প্রভুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, এই দেখুন ভক্তকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য, এই বিগ্রহ হতে উত্থিত হবেন। হে দয়াময় এই পদানত ভক্তকে এই বিপদ কালে রক্ষা করুন, যদি আজ আমার জীবনের শেষদিন হয়, তাহলে এই নিদানকালে একবার এ দাসকে দেখা দিন।

(বিগ্রহ হইতে শিব মূর্ত্তির আবির্ভাব)।

শিব। মাভৈঃ মাভৈঃ বৎস, কিবা ভয় মনে,
কার সাধ্য তোমাকে বধিতে।
অকালে প্রলয় করিব এখনি,
এ শূল হানিয়া বিশ্ব সংহারিব ॥
(প্রণাম করিয়া),
সম্বর সম্বর শূল, ওহে পতিত পাবন,
বিধির বিধিতে, এসেছি লইতে,
ভকত প্রবর মৃকণ্ডু সুতেরে।
কালজয়ী হয়েছে মার্কণ্ড, নিজের সাধন বলে,
অজর অমর হইয়ে, রবে চিরকাল তরে।
উঠিল অম্বর পথে যশের নিশান,
ধন্য মার্কণ্ড ধন্য অসার সংসারে ॥

যবনিকা পতন।